বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন
স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন
www.ypsa.org @ypsabd

সম্পাদক : মোঃ আরিফুর রহমান।

নির্ব াহী সম্পাদব : মোহাম্মদ শাহজাহান
মোঃ আবদুস সবুর
শ্যামশ্রী দাস

সহযোগিতায় : পলাশ চৌধুরী, মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, নাছিম বানু, খালেদা বেগম, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী শাহিন, ভাস্কর ভট্টাচার্য, গাজী মোঃ মাইনুদ্দিন, মোঃ নাজমুল হায়দার, নেওয়াজ মাহমুদ, ফারহানা ইদ্রিস, যিশু বড়ুয়া, সৈয়দ আশ্রাফ উল্লাহ, সাদিয়া তাজিন, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, প্রবাল বড়ুয়া, সানজিদা আকতার, বনরত্ন তঞ্চঙ্গ্যা, মোস্তাক আহমদ, রোজিনা আক্তার, শেখ ওবায়দুল হক, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, শমসের উদ্দিন মোস্তফা, এম আজিজুল হক, ইউসুফ মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আবু তাহের, মোঃ রুহুল্লাহ্ খান, মোঃ আবদুন নুর, মোহাম্মদ মহিন উদ্দিন, ফারাহ আমিনা, মোঃ ইসমাইল, জয়নাল আবেদীন, আজনবী মজুমদার, সঞ্জয় চৌধুরী, মোঃ দিদারুল ইসলাম ও আরো অনেকে।

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : মোঃ আবদুস সবুর।

প্রকাশনায় : ইপসা

প্রকাশকাল : জুন ২০২২ খ্রীঃ

বার্ষি ক প্রতিবেদন২০২১-২০২২ ইং

ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

বাড়ি নং **#** এফ ১০ **(**পি**),** সড়ক নং **#** ১৩**,** ব্লক **-** বি
চান্দগাঁও আবসিক এলাকা**,** চান্দগাঁও**,** চট্টগ্রাম ৪২১২।

মুখবন্ধ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। বার্ষি কপ্রতিবেদন-২০২২ এ ইপসা'র গত এক বছরের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্য ক্রমএর তথ্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরটিইপসা'র জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বছর। ইপসা, বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯, বৈশ্বিক মন্দাকে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়ে সফলতার সাথে এই বছরটি অতিক্রান্ত করেছে। আমি খুবই আশাবাদী যে, আগামী বছরগুলোতে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, স্থানীয় জনগোষ্ঠির চাহিদা ভিত্তিক টেকসই, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনীমূলক কর্ম সূচীতে নিজেদেরকে আরো ব্যাপক আকারে সম্পৃক্ত করতে পারবো। আমি ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা পরিবারভূক্ত সকল সদস্য, কর্মী, স্বেচ্ছাসেবীসহ লক্ষিত জনগোষ্ঠি, সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থ নএর জন্য। আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাই, ইপসা বার্ষি কপ্রতিবেদন-২০২২ প্রণয়নে নির্ব াহীসম্পাদকসহ অন্যান্য সহযোগীদের যারা এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইপসা'র এই দীর্ঘ পথচলায় আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি প্রাণঢালা অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। ইপসা বিশ্বাস করে, দরিদ্র, ঝুঁ কিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির অধিকার আদায়, উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও সাম্যতার পৃথিবী বিনির্ মাণেআমাদের সাথে আপনাদের সমর্থ নও সহযোগিতা অব্যহত থাকবে।

(মোঃ আরিফুর রহমান)
প্রধান নির্ব াহী
ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন)

সূচীপত্রঃ

প্রারম্ভিকাঃ 4
ভিশনঃ 4
মিশনঃ 4
মূল্যবোধঃ 5
সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ 5
গর্ভনেন্সঃ 5
সাধারণ পরিষদ সদস্যঃ 5
কার্য করী পরিষ্দঃ 5
মাসিক সমন্বয় সভাঃ 6
সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভাঃ 6
কর্ম এলাকাঃ 6
কর্ম এলাকার অফিস সমুহঃ 6
মানব সম্পদঃ 6
আইনি ভিত্তিঃ 7
দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহঃ 7
অর্জন সমূহঃ 7
ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহঃ 8
স্বাস্থ্য 10
শিক্ষা 17
মানবাধিকার ও সুশাসন 23
অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন 43
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন 65
দূর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও মানবিক সাড়াদান 70
লিংক অরগানাইজেশনসমূহ: 81
ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা 87

প্রারম্ভিকাঃ

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা গত ২০ শে মে ২০২২ সমাজ উন্নয়ন ও অংশীদারিত্বে ৩৭ তম বছরে পর্দাপণ করল।১৯৮৫ সালের ২০ শে মে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন মহাদেবপুর গ্রামে ১৪ জন উদ্যোমী যুব জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ উদযাপন ও স্বপ্রণোদিতভাবে উৎসাহিত হয়ে ইপসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮৫-১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই যুব সংগঠনটি যুবদের নেতৃত্বে বিকাশে, স্থানীয় যুবদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও সফল ভাবে বাস্তবায়ন করে। ১৯৯১ সালের ২৯ শে এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণি ঝড় ও জলোচ্ছাসেরপরবর্তিতে ইয়ং পাওয়ার এর সংগঠকবৃন্দ জরুরী ত্রাণ সরবরাহ ও পূনর্বাসন কাজে নিজেদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে **"ইয়ং পাওয়ার"** যুব সংগঠনটি ইপসা (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন) নামে রূপান্তরিত হয়ে বেসরকারি অলাভজনক সমাজ উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। কালক্রমে ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগসহ সারা বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ফোরাম ও নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমেকর্ম বিস্তৃতি ঘটায় এবং সুনাম অর্জন করে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ যেমন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, কপিরাইট অফিস, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটী এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নিবন্ধন লাভ করে। ইপসা যুব উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৩ সালে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের বিশেষ পরামর্শক পদমর্যাদাভূক্ত সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইপসা সাংগঠনিক ভিশন-মিশন-মূল্যবোধকে ধারণ করে সুনির্দিষ্টকৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী লক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং কর্ম এলাকার চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচিবা প্রকল্পসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ইপসা সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভাগ, অর্থ বিভাগ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন বিভাগ, নলেজ ম্যানেজমেন্ট ফর ডেভেলপমেন্ট বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্য; শিক্ষা; মানবাধিকার ও সুশাসন; অর্থনৈতিকক্ষমতায়ন; পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও মানবিক সাড়াদানের মাধ্যমে ৬ টি মূল থিমে কাজ করছে।

ইপসা তথ্য প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরীতে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন(এ টু আই) কর্মসূচির সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব উদ্ভাবনী মূলক কর্মসূচিসমূহ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন স্বীকৃতি ও সম্মাননা অর্জন করেছে। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও কোভিড১৯ সাড়াদানে ইপসা সব সময় ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পাশে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সাথে সু-সমন্বয় করে দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী ত্রাণ কার্যক্রমবাস্তবায়ন করে থাকে। ২০১৭ সালে পাশ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রদানের লক্ষ্যে ইপসা ব্যাপক আকারে ত্রান ও পূর্ণ বাসনের কাজ চলিয়ে আসছে। বর্তমানে ইপসা প্রায় ৩৩.৫ হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের (প্রায় ২ লক্ষ্ রোহিঙ্গা) বিভিন্ন মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে, যা স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার মধ্যে বৃহৎ। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ আমাদের সব চিন্তা, পরিকল্পনা, কর্ম-কৌশল পাল্টে দিচ্ছে। মহামারি কোভিড-১৯ কে অভিযোজন করেই আগামী দিনে আমাদের সবকিছু পরিকল্পনা ও কর্ম-কৌশল ঠিক করতে হচ্ছে। ইপসা'র সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাংলাদেশেরসহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়ন, এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশহিসেবে রূপান্তরনে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। সর্বোপরি স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্য(এসডিজি) ২০৩০ এর সফল বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয় করে ইপসা বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে ।

স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন হিসেবে ইপসাকে নিয়ে নতুন করে উন্নয়ন স্বপ্ন দেখার, বর্তমান উন্নয়ন কার্যক্রম আরো প্রসারে ও স্থায়ীত্বশীলতা তৈরীতে আপনারা অতীতে যেভাবে আমাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ প্রদান করে যাবেন এটি আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা। সংগঠনের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত ও কার্য পরিধি বৃদ্ধি পেলে আমার আপনার সকলের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র তৈরীসহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ভিশনঃ

এমন একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ যেখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে।

মিশনঃ

ইপসা'র অস্তিত্ব দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজের টেকসই পরিবর্তন আনয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে অংশগ্রহণ করা।

মূল্যবোধঃ

- দেশপ্রেম এবং জাতীয় স্বার্থ সার্ব ভৌমত্বএবং জাতীয় গৌরবের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা
- ন্যায়বিচার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা
- পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং জেন্ডার বান্ধব মনোভাব সম্পন্নতা
- মানসম্পন্নতা এবং উৎকর্ষ তা
- বিনম্রতা এবং আত্মবিশ্বাস
- বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
- পরিবেশ এবং প্রাণী জগতের প্রতি সহমর্মি তা

সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যঃ

ইপসার ভিশন,মিশন এবং মূল্যবোধকে লক্ষিত পথে পরিচালিত করার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য সাংগঠনিক কৃষ্টি/কালচার হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। সংস্থার সকল কর্মী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষ দ সকলে মিলে এইলক্ষ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলঃ

- পারিবারিক পরিবেশ
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ব্যয় সাশ্রয় নীতি
- গঠনমূলক সমালোচনা ও সংস্থার পরিচিতি প্রসার
- বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও বর্ণে'র সাম্য ও সম্প্রীতি
- সুস্থ বিনোদন

গর্ভ নেন্সঃ

ইপসা'র অনুমোদিত গঠনতন্ত্র মোতাবেক গভর্নে ন্স কার্য ক্রম পরিচালিত হয় মূলতঃ সাধারণ পরিষদ ও কার্য করী পরিষদের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অনুমোদিত পলিসি/ গাইডলাইনসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে এবং সমন্বিতভাবে সংস্থার সদস্যবৃন্দ ও নিবেদিত প্রাণ দক্ষ কর্মীবৃন্দ দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

সাধারণ পরিষদ সদস্যঃ

ইপসা'র সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহনে বছরে একবার বার্ষি ক সাধারন সভা(এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত সভায় গত এক বছরের মোট বাস্তবায়িত কার্য ক্রম ও আর্থি ক বিবরণী এবং আগামী এক বৎসরের কর্ম পকিল্পনা ও প্রস্তাবিত আর্থি ক বাজেট পর্য ালোচনা ও অনুমোদন করা হয় সভায় সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের কথা বিবেচনা রেখে সাংগঠনিক বিষয়াবলীর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় প্রতি তিন বছর পরপর ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্য করী পরিষদ(সভাপতি, কোষাধক্ষ্য, কার্যকরী পরিষদ সদস্য ৪ জন ও সদস্য সচিব) গঠন করে থাকে।

কার্য করী পরিষদঃ

ইপসা তার গঠনতন্ত্র মোতাবেক কার্য করী পরিষদের নির্দে শনা ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কার্য করী পরিষদ সংগঠনের সাংগঠনিক ও অর্থ নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং সংস্থার দীর্ঘ স্থায়ীত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্ম কান্ডের বাস্তবায়নে অনুমোদন ও সুপারিশ করে থাকেন। প্রতিবছর এই সব বাস্তবায়িত ও পরিকল্পিত উন্নয়নমুলক কর্ম কান্ড সাধারন পরিষদ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। ইপসা কার্য করী পরিষদ এর সদস্যবর্গ বিভিন্ন সময় সংস্থার বিভিন্ন কার্য ক্রম ও কার্য ালয়সমূহ পরিদর্শ ন করেন এসময় তারা মাঠ পর্য ায়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্য ক্রম পরির্দ শনের পাশাপাশি বিভিন্ন সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় করে থাকেন।

মাসিক সমন্বয় সভাঃ

ইপসা'র বিভিন্ন কর্ম সূচী/প্রকল্প সমূহ ঠিক মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারকি ও পরিবর্তীতে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতি মাসে দিন ব্যাপী এই মিটিং পরিচালনা করা হয়। স্ব স্ব প্রকল্পের স্টাফগণ এ মিটিং এ অংশগ্রহন করেন এবং নিজেদের কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই মিটিংয়ে সংস্থার সিনিয়র কর্ম কর্তাউপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দে শনাদেওয়া হয়।

সিনিয়র ম্যানেজমেন্টদের ত্রৈমাসিক সভাঃ

সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের কাজে গতিশীলতা ও পারস্পরিক সমঝোতা আনয়নে প্রতি তিন মাস পর পর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিনিয়র স্টাফরা তাদের কাজের বিবরণ, প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাৎসরিক পরিকল্পনার আপডেট অবহিত করেন। উক্ত সভায় প্রধান নির্ব াহী উপস্থিতি থেকে সভা পরিচালনা করেন। সভা শেষে প্রধান নির্ব াহী ও কোর ম্যানেজমেন্ট সংস্থার সিনিয়র স্টাফদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দে শনা প্রদান করে থাকেন।

কর্ম এলাকাঃ

জেলা: ১৮

উপজেলা/থানা: ৭০

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড: ৭৭০

গ্রাম : ৬৯৩০

জনসংখ্যা কভারেজ:

প্রত্যক্ষ : ৩.৬ মিলিয়ন (আনুমানিক)

পরোক্ষ: ১৪ মিলিয়ন (আনুমানিক)

কর্ম এলাকার অফিস সমূহঃ

প্রধান কার্য ালয়	: ০১
ঢাকা অফিস	: ০১
ফিল্ড / ব্রাঞ্চ অফিস	: ৬১
প্রজেক্ট অফিস	: ৪০
ট্রেনিং সেন্টার	: ০৩ টি (২ টি আবাসিক, ১ টি অনাবাসিক)
হেলথ সেন্টার	: ০৫
কমিউনিটি রেডিও	: ০১ টি (রেডিও সাগর গিরি এফএম ৯৯.২- সীতাকুন্ড অবস্থিত)
ইন্টারনেট রেডিও	: ০১ টি (রেডিও দ্বীপ- সন্দ্বীপে অবস্থিত)

মানব সম্পদঃ

কর্মী	মোট	নারী
নিয়মিত কর্মী (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)	১৩৭৬	৫৪২
খন্ডকালীন কর্মী (স্কুল শিক্ষক সহ)	২১২	১২৭
আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং শিক্ষানবিশ	২৩৪৯	১১০৪
মোট	**৩৯৩৭**	**১৭৭৩**

আইনি ভিত্তিঃ

ক্রম	নিবন্ধন তথ্য	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন তারিখ
১	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৯১৬	২৬/০২/৯৫ ইং নবায়ন ২৬/০২/৩০
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	চট্টঃ ১৮৭৫/৮৯	১০/০৯/১৯৮৯ ইং
৩	মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি	এমআরএ০০০০৩৩৯ ০০২৯৯ ০১২৪৯ ০০৩৩৫	২৩/০৯/২০০৮ইং
৪	জয়েন্ট স্টক কোম্পানী	সিএইচসি-২২৭/০৪	২৯/০২/২০০৪ইং
৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	নং- ৩১,বা ৫৫২, চট্ট - ৪৬, সীতাকুন্ড- ০১	২০/১১/১৯৯৪ ইং
৬	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	নং-৬৮/১৭	১৩/৩/২০১৭ ইং
৭	টি আই এন (TIN)	৩৪৭৩০০২৮৫১	০১/১২/০৫ ইং
৮	ভ্যাট (VAT)	২১২১০৩৯৪৮	৩০/০৩/০৬ ইং
০৯	তথ্য মন্ত্রণালয়/বেতার - ২ শাখা (রেডিও সাগরগিরি এফ এম ৯৯.২)	লাইসেন্স নং - ৫	১৯/১২/২০১১ ইং
১০	ইপসা এমপ্লয়ীজ (কন্ট্রিবিউটরী) প্রভিডেন্ট ফান্ড	আঃ সাঃ/৫পি-১/চট্ট-২/২০১৭	১৫/৫/২০১৭ ইং

দাতা/সহযোগী সংস্থা সমূহঃ

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় * a2i কর্ম সূচী* প্রধান মন্ত্রীর কার্য ালয় * পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন(পি কে এস এফ) * ইউএসএআইডি * ডিএফআইডি/ইউকেএইড * হোপ '৮৭, * এফ এইচ আই * দি নেদারল্যান্ড এ্যামবেসি * ইসিএইচও * ইউনিলিভার বাংলাদেশ* ইউএস ফরেষ্ট সার্ভি সেস* ইউনেস্কো *ইউএনএফপিএ * অক্সফাম * সেভ দ্যা চিলড্রেন * ব্র্যাক *প্ল্যান ইন্টারন্যাশানাল বাংলাদেশ * কানাডিয়ান সিডা*ডব্লিউএফপি * ইউএনডিপি * আই ও এম* এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) * টোবাকো ফ্রি কিড্স * উইনরক ইন্টারন্যাশনাল * কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড*হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল* বিবিসি মিডিয়া এ্যাকশন* ঢাকা আহসানিয়া মিশন *ইউরোপিয়ান কমিশন * জাপান এম্বেসী * ডিসপ্ল্যাসম্যান্ট সল্যুশানস * এইচএসবিসি *জাতীয় এসটিডি এইডস কর্ম সূচী *স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, * বিএসআরএম ফাউন্ডেশন * লেবার ভয়েস'স * ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অরগা নাইজেশনজিসিইআরএফ* ব্রিটিশ কাউন্সিল* *সিজেআরএফ* বিএসআর* বাংলাদেশে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া হাই কমিশন* এডওয়াড এম কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভি স এন্ড দা আর্ট স* বাংলাদেশে অবস্থিত জার্মান দূতাবাস* একে খান ফাউন্ডেশন* যাডে* ডেল্টা নরওয়ে* সলিডার সুইস * কেসিএফ * আইআরসি* হেল্প-এইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ *রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল* এডিডি ইন্টারন্যাশনাল* সামিট এলএনজি কোম্পানী (প্রাঃ) লিমিটেড* ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল* এবং ডিডব্লিউ একাডেমী ইত্যাদি।

অর্জন সমূহঃ

ইপসা বৃহত্তর চট্টগ্রামে তার উন্নয়ন কার্য ক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জাতীয় ওআর্ন্তজাতিক পরিসরে লাভ করেছে এক গৌরবময় স্বীকৃতি। কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন । এখানে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

- যুব ও উন্নয়ন কর্ম সুচিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখায় ইপসা ১৯৯৯ সালে আর্ন্তজাতিক যুব শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছে।
- বাংলাদেশ আইসিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডেইজি ফর অল ধারনার জন্য জাতীয় ই-কনটেন্ট এবং আইসিটি এওয়ার্ড অর্জন২০১০ ইং ।
- গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইপসা'র জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ওয়েব পোর্ট াল (www.shipbreakingbd.info) তৈরী ও পরিচালনার জন্য মন্থন এওয়ার্ড অর্জন করে২০১০ইং ।

- জাতিসংঘ এর অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদকর্তৃক কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস অর্জন করে২০১৩ ইং ।
- ইপসা সিএলএস প্রকল্পে ডিজিটাল টকিং বুক এর মাধ্যমে ইনোভেটিব সার্ভি স ডেলিভারির জন্য ইপসা ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বিকন এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- দৃষ্টি ও পঠন প্রতিবন্ধী শিক্ষাথীদের রিডিং মেটেরিয়ালস তৈরীর স্বীকৃতিস্বরূপ ইপসা, একসেস টু ইনফরমেশন (এ টু আই) কর্ম সূচির সহযোগী হয়ে ডবিøউএসআইএস এওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করে।
- বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে মানসম্পন্ন কার্য ক্রম বাস্তবায়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য সংগঠন ইপসা'র প্রধান নির্ব াহী মোঃ আরিফুর রহমানকে"বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন সম্মাননা-২০১৮" প্রদান করা হয়।
- সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক ইপসা চট্টগ্রাম বিভাগে সেরা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ২০১৮ স্বীকৃতি লাভ।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডিজিটালে ক্ষমতায়ন আনার নিমিত্তে, ইউনেস্কু ২০১৮ সালে ইপসাকে আমির আল আহমেদ আল জাবের সম্মাননা প্রদান করেন।
- নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় জেলা কর্ম সংস্থান ও জনশক্তি কার্য ালয়চট্টগ্রাম ইপসাকে চট্টগ্রাম জেলায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন ২০২০ সম্মাননা প্রদান করেন।
- তামাক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য, তামাক বিরোধী জাতীয় প্লাটফর্ম, ইপসাকে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক ২০১৯ প্রদান করেন।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পাঠ উপযোগী বই তৈরীর জন্য, ইপসা ২০২০ সালে জিরো প্রজেক্ট এওয়ার্ড অর্জন করে। জাতিসংঘ সদর দপ্তর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এই এওয়ার্ড দেওয়া হয়।
- শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ডেভেলপ ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজিও চ্যালেঞ্জ্য এওয়ার্ড অর্জন করে।
- নারী এবং প্রতিবন্ধিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য চ্যাম্পিয়ান ডব্লিউিএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন করে।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এর কাছ থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক-২০১৯ গ্রহন করছেন ইপসা'র প্রধান নির্ব াহী মোঃ আরিফুর রহমান।

নারী এবং প্রতিবন্ধিদের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য, ইপসা'র চ্যাম্পিয়ান ডব্লিউিএসআইএস এওয়ার্ড ২০২১ অর্জন।

শিক্ষা এবং শিক্ষণীয় বিষয় ক্যাটাগরীতে ২০২০ সালে ইপসা ভারত থেকে ই-এনজওি চ্যালঞ্জ্যে এওর্য়াড র্অজন করে। এওর্য়াডটি গ্রহন করছনে ইপসার প্রধান নির্ব াহীমোঃ আরিফুর রহমান।

ইপসা'র উন্নয়ন থিম সমূহঃ

ইপসা দারিদ্র, ঝুঁ কি, প্রান্তিকতা এবং এর মূল কারণগুলোকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়া ইপসা'র ভিশন, মিশন ও মূল্যবোধের আলোকে সংস্থা উন্নয়ন কার্য ক্রমেছয়টি থিমের মাধ্যমে অংশগ্রহন করে থাকে। ইপসা'র উন্নয়ন থিমগুলো হল;

- স্বাস্থ্য
- শিক্ষা
- মানবাধিকার ও সুশাসন
- অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন
- পরিবেশ, ও জলবায়ু পরিবর্তন
- দুর্যো াগঝুঁ কি হ্রাস এবং মানবিক সাড়াদান

নিম্নে থিম ভিত্তিক চলমান কর্ম সূচীর বিবরণ উল্লেখ করা হল।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য

ইপসা বিশ্বাস করে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার এবং উন্নত জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য । বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় এখানে স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি খুব বেশি। বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে সংক্রামক ও অ-সংক্রামক রোগ, অপুষ্টি, পরিবেশগত স্যানিটেশন সমস্যা, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদি। এই স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠি খুবই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ইপসা প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা জন্য সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে আসছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যবিষয়ক নিম্মোক্ত কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী
০১	সুখী জীবন প্রকল্প
০২	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজেলন ফর হিইম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপম্যান্ট প্রজেক্ট
০৩	এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্প (PWID): SP26
০৪	ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার

১. **কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ** সুখী জীবন প্রকল্প।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ০১, ২০২১- মে ৩১, ২০২৩।

দাতা সংস্থাঃ পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনাল

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ বাশখালী, চট্টগ্রাম। কাউখালী, রাঙ্গামাটি। পানছড়ি, খাগড়াছড়ি ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

- কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং অধিকার নিশ্চিতে একটি স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ তৈরীর প্রয়োজনীয়তা জনগণ উপলব্ধি করবে।
- কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের মধ্যে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিস্তৃত হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- কিশোর-কিশোরী এবং যুবদের যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে কমিউনিটির জনসাধারণ এর এ সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিধি এবং সামাজিক সহায়তা শক্তিশালী করা।
- ১০-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরী এবং ২৪ বছর বয়সের যুবদের অর্ন্তভূক্তিমূলক, বয়স এবং লিঙ্গা ভিত্তিক যৌন প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য এবং সেবা প্রাপ্তিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ১০-১৯ বছরের কিশোর-কিশোরী
- ২০-২৪ বছরের যুবক-যুবতী
- গর্ভবতী নারী
- নববিবাহিত দম্পতি
- প্রথম সন্তানের পিতা-মাতা

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. রির্সো াস পুল গঠন এবং প্রশিক্ষণ(৬০ জন সদস্য, ২টি প্রশিক্ষণ – ফাউন্ডেশন ও টিওটি)
২. পিয়ার এডুকেটর নির্ব াচনএবং প্রশিক্ষণ (২৪০ জন পিয়ার, ১টি প্রশিক্ষণ)
৩. কমিউনিটি পর্য ায়ে গেইটকিপারদের সাথে মতবিনিময় সভা(১২টি সভা, ১২০ জন উপস্থিতি)
৪. কমিউনিটি পর্য ায়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভার মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয়েছে (কিশোর– ৩৮৫০, কিশোরী -৪৬৩৩, অভিভাবক – ৩৪৬, গর্ভবতী -৩৪৩, নব-দম্পতি – ৫১৬, প্রথম সন্তানের পিতা-মাতা – ৭৬১)
৫. রেফারেল মেকানিজম মিটিং সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ এবং এনজিও – (১২ , ১২০ জন উপস্থিতি)

কিশোর-কিশোরীদের সচেতনতামূলক সভা	নব-বিবাহিত দম্পতিদের সচেতনতামূলক সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রজনন স্বাস্থ্য এখন ও একটি লজ্জা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে, আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা কিছু এলাকায় সুবিধাভোগীদের সচেতন করতে পারছে কিন্তু কিছু এলাকায় সঠিকভাবে তথ্য প্রদান করতে পারছে না।

- সুবিধাভোগীদের মাঝে একটি সাধারণ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে তাদের উৎসাহিত করার সময় তারা সর্দ া আর্থি ক সুবিধা দাবি করে।

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার, স্যানিটেশন এন্ড হাইজেলন ফর হিইম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপম্যান্ট প্রজেক্ট।
প্রকল্পের সময়কাল: জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৭।
দাতা সংস্থা: ই এম কে সেন্টার, ঢাকা।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা: সীতাকুন্ড, মীরসরাই, পটিয়া রোয়ালখলী, চন্দনাইশ, সন্ধীপ চট্টগ্রাম । ছাগলনাইয়া, দাগনভুইয়া, ফেনী । কুমিল্লা দক্ষিণ, লালমাই, তিতাস কুমিল্লা ।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ
বাংলাদেশ সরকার (GoB) বিশ্বব্যাংক (WB) এবং (AIIB) এর আর্থি ক সহায়তায় বাংলাদেশ গ্রামীণ জল, স্যানিটেশন এবং হাইজিন ফর হিউম্যান ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ এবং ৬.২ অনুসারে 'নিরাপদভাবে পরিচালিত' পরিষেবা গুলি পূরণ করা এর মূল লক্ষ্য।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- গ্রামীণ বাংলাদেশের নির্ব াচিত এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং হাইজিন(WASH) পরিষেবাগুলির অ্যাক্সেস এবং গুণগতমান উন্নত করা ।

- প্রজেক্টের নীতি মালা অনুসারে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা জোরদার করা। PKSF এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) এই প্রকল্পের নির্দি ষ্ট উপাদান গুলি বাস্তবায়ন করা।

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ :

১. পরিবেশ সম্মত ল্যাট্রিন ও পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে।
২. সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত কাজ।
৩. শিশু ও প্রতিবন্ধী বান্ধব ল্যাট্রিন তৈরী করা হয়েছে।
৪. ছেলে মেয়েদের বয়স বিবেচনা করে তাদের বিষয়ে আলোচনার মাধ্যেমে সুরক্ষা নিশ্চিত করা
৫. প্রত্যেক পরিবারকে স্যানিটেশন ও পানি বাহক রোগ মুক্তপূর্ব ক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

পরিবেশ সম্মত ল্যাট্রিন	পরিবেশ সম্মত ল্যাট্রিন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ঝুঁ কি এড়ানো অনেকটা সম্ভব।

৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনা এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্প (PWID)/ SP26
প্রকল্পের সময়কাল: ১লা জানুয়ারী ২০২১ থেকে ৩০শে জুন ২০২৩।
দাতা সংস্থা: ASP, Health of ministry and Bangladesh GoB
প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঢাকা, কল্যাণপুর । সিলেট সদর,দক্ষিণ সুরমা। জামালপুর সদর ,সিংহজানী । নরসিংদী সদর, পুরাতন জর্জ কোর্ট। টাঙ্গাইল সদর, কলেজ পাড়া । রংপুর ,সদর, শাপলা। নওগাঁ সদর,ডিগ্রি কলেজ মোড় । চুয়াডাঙ্গা সদর, মাছপট্টি । ঝালকাঠি সদর,মধ্য চাঁদকাঠি। কক্সবাজার সদর, কালুর দোকান । কুষ্টিয়া সদর ,থানাপাড়া ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

এইচআইভি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রকল্প/ Harm Reduction and Opioid substitution therapy (OST) service package for male and female People Who inject Drugs (PWID):SP26 Project, এটা বাস্তয়ন করেছে YPSA এবং সার্বি কব্যবস্থাপনায় icddrb এবং অর্থ ায়ন করছেASP, MOHFW, GoB বাংলাদেশের ১১টি জেলায় (ঢাকা, কক্সবাজার, সিলেট, নরসিংদী, জামালপুর, টাইঙ্গাইল, রংপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝালকাঠি, নওগাঁ) তাদের কার্য ক্রমশুরু করে। যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে মাদক গ্রহণের ক্ষতি হ্রাস করিয়ে এইচআইভি ঝুঁ কি কমানো এবং অন্যান্য যৌন রোগের হাত থেকে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠিকে রক্ষা করা। সাথে সাথে মেইনস্টেইম জনগোষ্ঠীর মাঝে যেন এইসব সংক্রমণ ব্যাধি মাহামারি আকারে ছড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা নেওয়া।

আমরা জানি অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক, সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ এইচআইভি সংক্রমণ ছড়ায় সব চেয়ে বেশি কারন তাদের মধ্যে অনেকেই সুই সিরিঞ্জ শেয়ার করে যার মধ্যে এইচআইভিসহ রক্তবাহিত অন্যান ভাইরাস বিস্তার করে। তাই যারা শিরায় মাদক গ্রহণ করে এরা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত।

যেহেতু সিরিঞ্জে মাদক গ্রহণে এইচআইভি সংক্রমণ এখনো অনেক বেশি। আইবিবিএস ২০২০ অনুসারে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচআইভি ছড়ানোর হার ৫.১% (ঢাকায়) এবং হ্যাপাটাইটিস সি ছড়ানোর হার ৩৩.৮% দেখা যায় হেপাটাইটিস সি ভাইরাইস অনেক বেশি সংক্রামক এবং নিরব ঘাতক। তাই এদের চিকিংসার আওতায় আনা খুবই জরুরী। এছাড়া বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ (প্রায় ৫০-৭০ লাখ এবং তাদের মধ্যে ৩৩০৬৭ জন্য ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নেয়) অন্যান্য ড্রাগ ইউজারও রয়েছে যাদের বিভিন্ন সেক্সুয়াল ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষত ড্রাগ ইউজারদের মাঝে একটা ফ্যান্টাসি কাজ করে যে ড্রাগ নিয়ে সেক্সুয়াল রিলেশন করলে বেশি উপভোগ্য হয়, ফলে অনেকেই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত হয় যেমন গ্রুপ সেক্স, গ্যাং সেক্স এবং সিরিয়াল সেক্স জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া আন-সেইফ সেক্স অর্থাৎ কনডম ছাড়া সেক্স করারফলে এইচআইভি এবং যৌনবাহিত রোগ ছড়ানোর উচ্চ ঝুঁকি থাকে তাই এই কমিউনিটিকে আমরা ঝুকিপূর্ন জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করি।

বাংলাদেশ সরকার এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এইচআইভি নির্মুলের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা অর্জনের জন্য এই কমিউনিটিকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনা অতীব জরুরী। তারই লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০২১ থেকে এসপি ২৬ প্রজেক্টটি ইপসা আইসিডিডিআবির সহযোগিতায় এবং এএসপির এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণলয়ের আর্থায়নে বাস্তবায়ন করছে।

এই লক্ষ্য পূরণের জন্য এই ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে এইচআইভির ঝুঁকিহ্রাস এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের জন্য বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং এডভোকেসি করা।

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমহঃ

১. ৪৯৬৯ জন ড্রাগ ইউজারদের সেবার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

২. ৫৮ জন উপকারভোগীদের ডিটক্সিফিকেইট করা হয়েছে যারা এখন সম্পূর্ণ মদক মুক্ত জীবনযাপন করছে।

৩. ২৭৫ জন উপকারভোগীকে লাইফ স্কিল ট্রেইনিং প্রদান করা হয়েছে যার ফলে এরা এখন বিভিন্ন কর্ম সংস্থানে নিযুক্ত রয়েছে।

৪. ইঞ্জেক্টিং ড্রাগ ইউজারদের (যারা সুঁইয়ের মাধ্যমে শিরায় মাদক নেয়) এবং অন্যান্য মাদক নির্ভশীল মানুষের মাঝে বেপক সচেতনা তৈরি করা গেছে।

৫. ১১ টি জেলায় সদর হসপিটালের তত্বাবধায়ক এবং সিভিল সার্জনের সাথে হেলথ-এডভোকেসি মিটিং করা হয়েছে যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ড্রাগ উইজাররা সেবা নিতে গিয়ে যেন কোন প্রকার বিড়ম্বনার স্বীকার না হয় এবং সদর হসপিটালগুলোতে মাদক নির্ভর এই জনগোষ্ঠী যেন নিরবছিন্ন সেবা পায় সেই বিষয় এডভোকেসি করা হয়েছে।

মাদকের ক্ষতি বিষয়ে সচেতনা কার্যক্রম	হসপিটালের তত্বাবধায়ক এবং সিভিল সার্জনের সাথে হেলথ-এডভোকেসি সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সিরিঞ্জে মাদক গ্রহণে এইচআইভি সংক্রমণ এখনো অনেক বেশি। তাই উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচআইভি ছড়ানোর এবং হ্যাপাটাইটিস সি ভাইরাস ছড়ানোর হার অনেক বেশি। আমরা জানি হেপাটাইটিস সি ভাইরাইস অনেক বেশি সংক্রামক এবং নিরব ঘাতক। তাই এদের চিকিংসার আওতায় আনা খুবই জরুরী। এছাড়া বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ অন্যান্য ড্রাগ ইউজারও রয়েছে যাদের বিভিন্ন সেক্সুয়াল ডিজিজ হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীকে যদিও সেবার আওতায় আনা কঠিন কিন্তু সঠিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সেবার আওতায় আনা সম্ভব।
- মাদক নির্ভরশীলতা থেকে উত্তরণের প্রধান কর্ম কৌশল হলউদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীকে মাদক মুক্ত করা এবং তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা। সেই লক্ষ্যে এসপি-২৬ এর আওতায় ৫৮ জনকে ডিটক্সিফিকেইশন সেন্টারে পাঠানো হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা দারুণ। প্রত্যেকেই এখন মাদকমুক্ত জীবন যাপন করছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক কর্ম সংস্থান তৈরি করা গেলে এই ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার।

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান।

দাতা সংস্থাঃ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

ইপসা ফিজিওথেরাপী সেন্টার সীতাকুন্ডের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এই ফিজিওথেরাপী সেন্টারে সাধারণত সমগ্র সীতাকুন্ড উপজেলা, সন্দ্বীপ, মীরশরাই উপজেলা ও ফেনীর প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে থেরাপী গ্রহন করেন।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের দীর্ঘ মেয়াদী প্রতি
- প্রতিবন্ধিতার হাত থেকে রক্ষা করা।
- স্বল্প খরচে প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের থেরাপী সেবা প্রদান।
- ফিজিওথেরাপীর মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য থেরাপী সেবা নিশ্চিত করা

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহ :

১. ফিজিওথেরাপী সেন্টারের মাধ্যমে এলাকার প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের বর্তমানে সপ্তাহে ৭ দিন সেন্টারে নিয়মিত থেরাপী প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে মাঠ পর্যায়ে গিয়েও রোগীকে থেরাপী প্রদান করা হয়।

২. এলাকার ৩৮৬ জন স্ট্রোক, মিনিজাইটিস, সেরিব্রাল ফলসি, দূর্ঘটনা আক্রান্ত ও বিভিন্ন ব্যাথা ও রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহন করছে।

থেরাপী সেন্টারে সেবা নিচ্ছেন একজন পুরুষ রোগী	থেরাপী সেন্টারে সেবা নিচ্ছেন একজন প্রতিবন্ধী শিশু

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- বর্তমানে থেরাপী গ্রহনের ফলে সেবা গ্রহনকারী ব্যক্তিদের শারিরীক সক্ষমতা পূর্বে র চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যাথায় আক্রান্ত রোগীদের ব্যাথা উপশম হওয়ার ফলে তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে।
- থেরাপী গ্রহনের ফলে অনেক স্ট্রোক রোগী দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষাপেয়েছে।

শিক্ষা

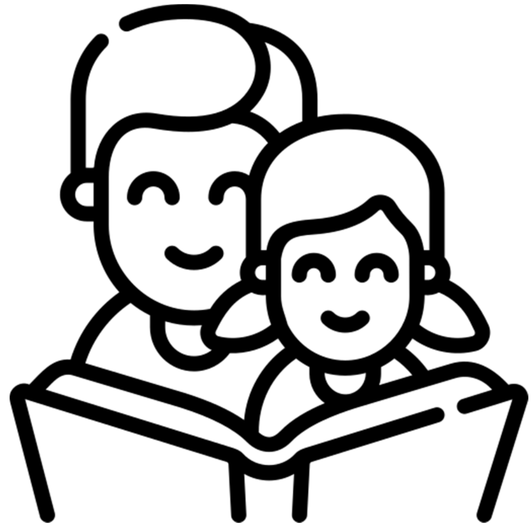

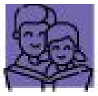

শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সবার জন্য সার্ব জনীন শিক্ষার নিশ্চিতকরণ ও প্রসারের জন্য ইপস্যা সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে আসছে। ইপসা'র শিক্ষা বিষয়ক কর্ম সূচীর উদ্দেশ্য হল আনুষ্ঠানিক ও অআনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা। কারিগরী ও দক্ষতা বৃদ্ধি শিক্ষার মাধ্যমে যুব, কিশোর-কিশোরী ও ঝুকিঁপূর্ণ জনগোষ্ঠিকে চাকুরী ও উদ্যোক্তার জন্য প্রস্তুতকরা। আইসিটি ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এবং অন্যান্য ঝুঁ কিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির জন্য সমন্বিত শিক্ষা নিশ্চিত করা।ইপসা, বাংলাদেশী শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্য ক্রমের পাশাপাশি বলপূর্ব ক স্থানচ্যুত রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য ইর্ম াজেন্সি ইন এডুকেশন শিক্ষা কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।বর্তমানে ইপসা, শিক্ষা বিষয়ক নিম্মোক্ত প্রকল্প/কর্ম সূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল,

ক্রম নং	শিক্ষা বিষয়ক কর্ম সূচী
০১	এডুকেশন ইন ইর্ম াজেন্সি (ইআইই) প্রজেক্ট
০২	আলেকদিয়া শিশুনিকেতন
০৩	এডুকেশন ক্যাননট ওয়েট (ইসিডব্লিউ-এমওয়াইআরপি)
০৪	এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
০৫	কাজী পাড়া শিশুনিকেতন

১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ এডুকেশন ইন ইর্ম াজেন্সি (ইআইই) প্রজেক্ট

প্রকল্পের সময়কালঃ নভেম্বর ২০১৭ থেকে চলমান

দাতা সংস্থাঃ DFAT, CHEVRON, DANIDA SPA

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্প, উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষামূলক পরিবেশে ন্যায়সঙ্গাত শিক্ষার সুযোগ ও প্রবেশাধিকরে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিতজনগোষ্ঠী: রোহিঙ্গা ও স্থানীয় শিশু

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. চলতি বছর হোস্ট কমিউনিটির লার্নি ংসেন্টার থেকে ১০২ জন শিশুকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ।
২. শিশুদের সুবিধার জন্য (হোস্ট কমিউনিটি) অভিবাভকগন নলকূপ এবং সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করেছে।
৩. ১১০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে পড়ালেখার আওয়াতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
৪. শরোর্থী শিবিরে ধর্মীয় বাধা সত্তেও ৫০% মেয়ে শিশুকে পড়ালেখার আওতায় আনা হয়েছে।
৫. ঝড়েপড়া ৫৭০ কিশোরীকে পড়ালেখার আওয়াতায় নিয়ে আসা হয়েছে।
৬. ১০৬৩০ রোহিঙ্গা শিশুকে (০৪-১৪ বছর) জরুরী শিক্ষা কার্য ক্রমেরআওতায় নিয়ে আসা হয়েছে

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- শিশুরা বিকল্প উপায়ে শিখতে পারে।
- সিআইসি অনুমোদন ছাড়া শিবিরের মধ্যে কোনও কাজ করা যাবে না।
- কর্মী এবং শিক্ষকদের বিকল্প উপায়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ করা যেতে পারে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজস্ব তহবিল বরাদ্দের উদ্যোগও নিতে পারে।

লার্নি ং সেন্টারে শিশুরা পড়াশুনা করছে	লার্নি ংসেন্টারের শিশুদের একটি অংশ

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ আলেক দিয়া শিশুনিকেতন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৯৫ থেকে বর্তমান (২০২২)

দাতা সংস্থাঃ সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু।

২. প্রতিবন্ধীদের পাঠদানের উপযোগী করে অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩. সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সুনাম অর্জন।

৪. সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি অর্জন।

৫. পঞ্চম শ্রেণিতে ১০০ পাশ ও জিপিএ ফাইভ অর্জন ।

শিক্ষার্থীদের ক্লাসে পাঠদান	শিক্ষার্থীদের এসেম্বলীর অংশ

৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ এডুকেশন ক্যাননট ওয়েট (ইসিডব্লিউ-এমওয়াইআরপি)।
প্রকল্পের সময়কালঃ ৩ বৎসর (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৫)।
দাতা সংস্থাঃ সেভ দ্যা চিলড্রেন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ
রোহিঙ্গা শিশু এবং স্থানীয় কমিউনিটির শিশুদের জন্য শিক্ষা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- নিরাপদ এবং প্রতিরক্ষামূলক পরিবেশে মেয়ে এবং ছেলেদের (৪.৫-১৮ বছর বয়সী) জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রদান।
- মেয়ে এবং ছেলেদের জন্য (৪.৫-১৮ বছর বয়সী) সকল লিঙ্গ এবং অক্ষমতা অন্তর্ভু ক্তকরন, নিরাপদ এবং শিশু বান্ধব শিক্ষাদান এবং শেখার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।
- মেয়ে এবং ছেলেদের (৪.৫-১৮ বছর বয়সী) শেখার মান উন্নত করা।
- গুণগত, অর্ন্তভুক্তিমুলক, নিরাপদ, এবং ন্যায়সঙ্গাত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ।
- গুণগত, একিভুত, নিরাপদ, এবং ন্যায়সঙ্গাত শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় কমিউনিটির শিশু, যাদের বয়স ৪.৫-১৮ বছর এবং তাদের পিতামাতা বা প্রাথমিক সেবাপ্রদানকারী।
প্রকল্পের মোট উপকারভোগীঃ ৭,৩০০ জন।
রোহিঙ্গা উপকারভোগীঃ ৩,৫০০ জন
শিশু শিক্ষার্থী: ইসিসিডিঃ ৬০০ জন (ছেলে-২৭৯, মেয়ে-৩২১ এবং কিশোরীঃ ৫০০ জন মেয়ে পিতামাতাঃ ২,২০০ জন, অভিভাবক সাপোট গ্রুপ সদস্যঃ ২০০ জন (পুরুষ-৫০ জন, নারী-১০০ জন এবং শিশু-৫০জন)।

স্থানীয় কমিউনিটিঃ ৩,৮০০ জন
শিশু শিক্ষার্থীঃ ৩,০০০ জন; পিতামাতাঃ ৬০০ জন; এসএমসি সদস্যঃ ২০০ জন

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. ক্যাম্প ১৩ এবং ১৪ তে মোট ৫০টি কমিউনিটি ভিত্তিক লার্নি ংফ্যাসিলিটিস (সিবিএলএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে ১,১০০ শিশু এবং কিশোরী শিক্ষার্থী (শিশুঃ মেয়ে-৩২১, ছেলে-২৭৯ এবং কিশোরী মেয়ে-৫০০) প্রতিদিন লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে।
২. সফলভাবে সকল শিক্ষা উপকরণ এবং বিভিন্ন ধরনের কিটস যেমনঃ EiE কিটস, হাইজিন কিটস, EiE স্টার্ট-আপ কিটস, ওয়াশ কিটস, ECCD কিটস, ভিজিবিলিটি ম্যাটেরিয়াল ইত্যাদি ক্রয় ও শিক্ষার্থীদের মাঝে এবং সিবিএলএফ-এ বিতরণ করা হয়েছে।
৩. প্রকল্প কর্মীদের Save the Children কতৃক যে সমস্ত প্রশিক্ষণ যেমনঃ বেসিক প্রশিক্ষন, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষন, শিশু সুরক্ষা ও সেফগার্ডি ংএর উপর প্রশিক্ষন, পিএফএ-এর উপর প্রশিক্ষন, জেন্ডার ও অন্তর্ভূ ক্তির উপর প্রশিক্ষন, ইসিসিডি উপকরণ তৈরীর উপর কমর্শ ালা, ইত্যাদি) দেওয়া হয়েছে, তা সফলভাবে সেন্টার ফেসিলিটেটর এবং রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সময়মত এবং সফলতার সাথে প্রদান করা হয়েছে।
৪. ক্যাম্প ১৩ এবং ১৪ তে কমিউনিটির বিভিন্ন পর্য ায়েরপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মোট ২৫টি প্যারেন্টিং সার্পে াটগ্রুপ গঠন করা হয়েছে যেখানে ২২৫ জন সদস্য রয়েছে, যারা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে মিটিং করছে এবং সিবিএলএফ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মিতভাবে মনিটরিং এবং দিক-নির্দে শনাদিয়ে যাচ্ছে।
৫. ECW Mission, Education Sector, Save the Children and Humanity & Inclusion কতৃক উচ্চ পর্য ায়েরপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন সময়ের প্রকল্প পরিদর্শ নসফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

শিক্ষার্থীরা শিক্ষা উপকরণসহ (EiEকিটস্ এবং হাইজিন কিটস্) সিবিএলএফ-এ অবস্থান।	শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে ক্যাম্প-ইন-চাজ -ক্যাম্প ১৩

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সিআইসি থেকে নিড অ্যাসেসমেন্ট অনুমোদন পাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে, উখিয়া এলাকার জন্য YPSA-এর একজন লিয়াজোঁ কর্ম কর্তা প্রয়োজন।
- প্রকল্পের শুরু থেকে অন্যান্য অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয় করে কাজ করলে ভবিষ্যতের অনেক বাধা এবং সমস্যা কমিয়ে আনা সম্ভব।
- প্রকল্প কার্য ক্রমসুষ্ঠু তদারকি এবং মনিটরিং জোরদার করার ক্ষেত্রে এবং খরচ কমাতে এবং স্বেচ্ছাসেবকের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ক্যাম্পের ভিতরে YPSA-র জন্য একটি অফিস থাকা প্রয়োজন।

০৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ এভারগ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সীতাকুন্ড।
প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৯৮ থেকে বর্তমান (২০২২) ।
দাতা সংস্থাঃ নিজস্ব অর্থ য়ান।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ: সীতা , চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু।
২. প্রতিবন্ধীদের পাঠদানের উপযোগী করে অবকাঠামো উন্নয়ন।
৩. সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সুনাম অর্জন।
৪. সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি অর্জন।
৫. পঞ্চম শ্রেণিতে ১০০ পাশ ও জিপিএ ফাইভ অর্জন।

০৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/ শিরোনামঃ কাজী পাড়া শিশুনিকেতন, সীতাকুন্ড
প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৮৯ থেকে বর্তমান (২০২২)
দাতা সংস্থাঃ নিজস্ব অর্থ ায়ন
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতা , চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী শিক্ষাদান তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলায় মূল লক্ষ্য।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ সমাজে দরিদ্র, হতদরিদ্র, নিম্মবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু।

২. প্রতিবন্ধীদের পাঠদানের উপযোগী করে অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩. সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে সুনাম অর্জন।

৪.সরকারী ও বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি অর্জন।

৫. পঞ্চম শ্রেণিতে ১০০ পাশ ও জিপিএ ফাইভ অর্জন.

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার ও সুশাসন

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসনের প্রয়োজন। ইপসা বিশ্বাস করে সাম্য, ন্যায় বিচার, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার মানবাধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে "মানবাধিকার" রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ জন্য মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নিশ্চিতকরণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং মানবাধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে ইপসা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। ইপসা মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ জনগোষ্ঠি, নারী, যুব ও শিশুদের জন্য সাম্য, ন্যায় বিচার, অধিকার সংরক্ষণ, আইনের সমতা ও আইনের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। বর্তমানে ইপসা, মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ে নিম্মেক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	মানবাধিকার ও সুশাসন বিষয়ক কর্মসূচী
০১	ইপসা শিপব্রেকিং এডভোকেসি ক্যাম্পেইন
০২	কৈশোর কর্মসূচি।
০৩	হারফাইন্যান্স।
০৪	বেসলাইন স্টাডি এন্ড ইমপ্লিমেন্টশন অফ সানি কোরিয়া নিউলি ডেভেলপমেন্ট প্রুডাক্ট।
০৫	স্টেনথিং এ্কসেস টু মাল্টি-সেক্টোরাল পাবলিক সার্ভিস ফর জিবিভি সারভাইভর ইন বাংলাদেশ।
০৬	প্রেভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিস ইমপ্লিমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাফিকিং ইস্যু।
০৭	ডিসএবিলিটি এন্ড এইজ ইনক্লোশান আনডার ডাব্লিউএফপি সেল্প রিলায়েন্স।
০৮	Response to the Needs of Older People amongst Forcibly Displaced Myanmer National and Host Community in Bangladesh
০৯	শিক্ষা দক্ষতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প।
১০	বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ-৩ (২০২০-২০২৩) সিপি থীম
১১	Integrated SRH and SGBV Service Delivery for Rohingya Refugees in Cox's Bazar Bangladesh
১২	কম্বেটিং আর্লি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট।
১৩	Youth from Host Communities & Rohingya Camps in Cox's Bazar as Agents of Change
১৪	অর্ন্তভূক্তি/অন্তনিবেশ কর্মসূচী।
১৫	কক্সবাজারের সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় COVID-19 এর কারণে Health, Wash এবং Protection এর জন্য এর জন্য হোস্ট সম্প্রদায়ের জরুরী প্রয়োজনের কথা বলা।
১৬	Health, Protection and Cash Assistance for Refugees and Communities in Cox's Bazar
১৭	কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট ইন কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম ইন কক্সবাজার।
১৮	"ফাইট স্লেভারি এন্ড ট্রাফিকিং ইন পারসন (এফএসটিআইপি) প্রোগ্রাম"।
১৯	প্রোমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিস-কক্সবাজার।

১.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ ইপসা শিপব্রেকিং এডভোকেসি ক্যাম্পেইন/ ইপসা কোভিড-১৯ রেসপন্স ইন সীতাকুন্ড উপজেলা ইন চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২২ / ১ অক্টোবর ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১।

দাতা সংস্থাঃ কেসিএফ ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড পৌরসভা, মুরাদপুর, বাড়বকুন্ড, বাঁশবাড়িয়া, কুমিরা, সোনাইছড়ি, ভাটিয়ারী, সলিমপুর , বারৈয়াঢালা, সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের শ্রমিকদের কাজের ধরণ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই শিল্পের কর্ম পরিবেশে নিরাপত্তা জোরদার করা।
- জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে শ্রম বান্ধব পরিবেশ ও শিশু শ্রমিক হ্রাসকরণে মালিক, শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- শ্রম আইন এবং জাহাজভাঙ্গা শিল্প সংক্রান্ত বিধির বাস্তবায়নে মালিক, শ্রমিক ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।
- সীতাকুন্ড উপজেলায় করোনা মহামারীর কারণে উপার্জন বন্ধ থাকা হতদরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জাহাজভাঙ্গা শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমজীবি মানুষ

প্রকল্পের মূল অর্জনসমুহঃ

১. করোনা মহামারি চলাকালিন সময়ে সীতাকুন্ড উপজেলা এবং চট্টগ্রাম শহরের ১০,০০০ হতদরিদ্র শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ৩০ কেজি ওজনের খাদ্য-চাউল, ডাল, তেল, আলু, লবণ প্রভৃতি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

২. প্রাথমিক চিকিৎসা ও করণীয় বিষয়ক চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ১০০জন শ্রমিককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

৩. বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী জাহাজভাঙ্গা শিল্পে দুর্ঘ টনায় নিহত১২জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা হয়েছে। আহত ১৫ জন শ্রমিকের চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা হয়েছে।

৪. ৫৪০ জন শ্রমিককে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে।

৫. বিভিন্ন শিপব্রেকিং ইয়ার্ডে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত২৫ শ্রমিককে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী সমঝোতার মাধ্যমে ন্যায্য পাওনা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা হয়েছে।

জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন সভা	জাহাজ ভাঙ্গা শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা প্রদান

মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- আমরা যেসকল ইয়ার্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি, সেসকল ইয়ার্ডে দুর্ঘ টনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- শ্রমিকরা চাকুরিচ্যুত হলে সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ করে, যা তারা পূর্বে করতো না।
- মহামারীর কারণে উপার্জন বন্ধ থাকা হতদরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরনের ফলে সংস্থার প্রতি র্তণমূল পর্য ায়ের মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি মহলে সংস্থার সুনাম অর্জিত হয়েছে।

২.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ কৈশোর কর্ম সূচি

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৮ সাল হতে চলমান।

দাতা সংস্থাঃ নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ কিশোর কিশোরীদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে সমাজে মানুষের মর্য দা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের অধিকার ও বৈষম্য দূর হবে, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক ও মানসিক নির্য াতনের হার হ্রাস করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কিশোর-কিশোরী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমুহঃ

- ১৭ ক্লাবে সচেতনতামূলক ১০২টি বই বিতরণ।
- ১৭টি কিশোরী ক্লাবে বৃক্ষ রোপন ও সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া আয়োজন করা হয়।
- ৬৪ জন কিশোরী প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
- ১০ জন কিশোরীকে বিউটি পালার প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- ১৭ ক্লাবে ফার্স্ট এইড বক্স ও স্বাস্থ্য উপকরণ প্রদান।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা	কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের স্বাস্থ্য উপকরণ ও বই প্রদান করছেন ইপসার প্রধান নির্ব াহীও পরিচালক

মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

- কিশোরীরা সুযোগ পেলে নিজেদের পরিবর্তনে (আত্মনির্ভ রশীল) কাজ করতে পারে।
- কিশোরীদের নিয়ে কার্য ক্রম বাস্তবায়নের পর কিশোরীদের অত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে

৩.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নামঃ হারফাইন্যান্স।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ৩১শে মার্চ ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ BSR (Business for Social Responsibility)

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সাভার, ঢাকা; শ্রীপুর, সদর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর; জমিরদিয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ডিজিটাল ব্যাংকিং (মোবাইল মানি এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা) সেবার মাধ্যমে গার্মে ন্টস শ্রমিকদের মাঝে বেতন প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থি ক জ্ঞান সম্পর্কে গার্মে ন্টস শ্রমিকদের মাঝে সচেতনতা তৈরি।
- ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গার্মে ন্টস শ্রমিকদের আনুষ্ঠানিক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বিশেষ করে এর দ্বারা নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা তৈরি করা এবং আর্থি ক বিষয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী এবং পুরুষের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রমিকদের সচেতন করা।

- ডিজিটাল ভাবে বেতন প্রদানের মাধ্যমে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবা ব্যবহারে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে এই সেবা ব্যবহারে নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা (বিশেষ করে ফ্রড কলের বিষয়) বিষয়ে সচেতন করা।
- আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গার্মেন্টস সেক্টরে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে; এবং সরকারের ঘোষিত ভিশন২০২১ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গার্মেন্টস কর্মীরাও অংশীদার হয়েছে।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. প্রায় ৬৫৭০ গার্মেন্টস শ্রমিক ডিজিটাল পদ্ধতিতে (মোবাইল ব্যাংকিং এবং আনুষ্ঠানিক ফাইন্যান্সিয়াল) বেতন-ভাতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এসেছে।

২. টাউন হল মিটিং এর মাধ্যমে ৬৫৭০ শ্রমিক মোবাইল মানি সেবা ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য, নির্দেশনা এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন।

৩. ৮৭৫ পিয়ার এডুকেটরদের মোবাইল মানি, মোবাইল মানির বিভিন্ন সেবা, আর্থিক পরিকল্পনা, বাজেটিং, সঞ্চয় এবং পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনা বিষয়ক৬ টি মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী পিয়ার এডুকেটররা এই সকল তথ্য বা শিক্ষণীয় বিষয় অন্য শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করেছেন।

৪. ডিজিটাল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলা এবং বেতন গ্রহণে স্বল্প আয়ের শ্রমিক এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা (৬৫৭০) আত্মবিশ্বাসী এবং ক্ষমতায়িত হয়েছেন। নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের সাথে আর্থিক বিষয়ে আলোচনার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে(প্রকল্পের জরিপ অনুযায়ী) ।

	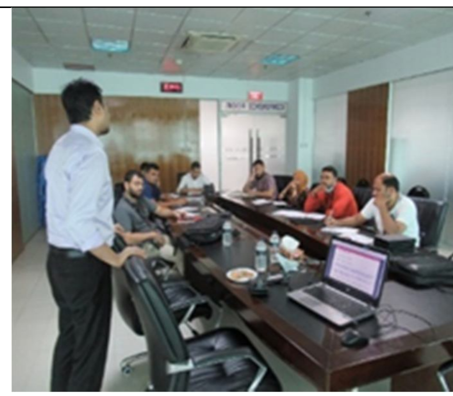
পিয়্যার এডুকেটরদের ফিজিক্যাল ট্রেনিং	গামেন্টর্স ব্যবস্থাপকেদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মশালা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়নে প্রকল্পে পূর্ব নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর নারী অধিকার সচেতনতায় অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাই, নারীর নিজের উপার্জিত অর্থের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়ে জোর দেওয়া এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে দাতা সংস্থা এবং ইপসা উভয়েই কাজ করে যাচ্ছে এবং বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী নারী কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যেমন তাদের আচরণ, সেলফ-টিম, যোগাযোগ, সঞ্চয় প্রকৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ভালো লক্ষণ।

- স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের আর্থিক বিষয়ে ট্রেইনিং প্রদান এবং ডিজিটাল মাধ্যমে (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায়) বেতন প্রদানের ফলে তাদের নিরাপদভাবে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে উঠেছে এবং তারা নিরাপদে সঞ্চয় করতে পারছে। টাকার হিসাব রাখা এবং ব্যয় সংকোচন নীতিসমূহ তারা আয়ত্ব করতে পেরেছে এবং নারী শ্রমিকদের বেতনের উপর নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে।

৪.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নামঃ বেসলাইন স্টাডি এন্ড ইমপ্লিমেন্টশন অফ সানি কোরিয়া নিউলি ডেভেলপমেন্ট প্রোডাক্ট।
প্রকল্পের সময়কালঃ অগাস্ট ২০২০ হতে আগস্ট ২০২২।
দাতা সংস্থাঃ স্টেট ইউনিভার্সি টি অব নিউ ইর্য়ক (সানি কোরিয়া)।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ক্যাম্প-উখিয়া, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ The State University of New York Keora (SUNY Korea) এর কারিগরি ও আর্থি ক সহযোগিতায়, কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প-১১,১২,১৫,১৯ এ জন্মগত/দুর্ঘ টনাজনিত/ রোগের কারণে পঙ্গুত্ববরণকৃতক্রাচ ব্যবহারকারীদের মধ্যে জরিপকৃত জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণার জন্য ক্রাসের রাবার শো ও ক্রাস প্রদান (এসিসটেন্ট ডিভাইস) করে গবেষণা কার্য ক্রম পরিচালনা করা।
প্রকল্পের মুল অর্জন সমুহঃ The State University of New York Korea (SUNY Korea) এর কারিগরি ও আর্থি ক সহযোগিতায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকদের ক্যাম্প-১১,১২,১৫,১৯ এ জন্মগত/দুর্ঘ টনাজনিত/ রোগের কারণে পঙ্গুত্ববরণকৃত১০০ ক্রাচ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সারভেকৃত জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণার জন্য ক্রাসের রাবার শো ও ক্রাস প্রদান করে গবেষণা কার্য ক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত ক্রাচ ব্যবহারীদের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে, তাদের ব্যবহারের উপযোগী করে সহনীয় ক্রাচ ডিজাইন তৈরী করা হয়। যা, শারীরিক প্রতিবন্ধী (পঙ্গুত্ববরণকৃত) ব্যক্তিদের চলাচলকে সহজ করেছে।

গবেষণার জন্য নির্ধ ারিত বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রাচশোর মাধ্যমে চলাচলের ফলাফল নির্ণ য়কার্য **ক্রম**	গবেষণার জন্য নির্ধ ারিত বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রাচশোর মাধ্যমে চলাচলের ফলাফল নির্ণ য়কার্য **ক্রম**

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সঠিক চিকিৎসা এবং যথাযথ পর্য বেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্ববরণকারী জনগোষ্ঠী আরও দীর্ঘমেয়াদী শারিরীক সমস্যায় পতিত হচ্ছে।
- সঠিক পরিমাপের ক্রাচ ব্যবহারের অভাবের কারণে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন বগলের নিচে ঘা এবং বুকে ব্যাথা স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে।

৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নামঃ স্টেনথিং এ্কসেস টু মাল্টি-সেক্টোরাল পাবলিক সার্ভি স ফর জিবিভি সারভাইভর ইন বাংলাদেশ
প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২১।
দাতা সংস্থাঃ ইউএনএফপিএ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ রামু ,উখিয়া,টেকনাফ কক্সবাজার ।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সরকারী মাল্টি সেক্টর ও সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করে নারীর প্রতি সহিংসতা কমানোর মাধ্যমে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার সেবার মান বৃদ্ধি করে জাতীয় পরিসংখ্যানে অবদান রাখা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা ও সেবা বৃদ্ধি করা
- ক্ষতিকর সামাজিক রীতি ও আচরণ যা সহিংসতাকে উদ্বুদ্ধ করে, সেসবের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ শুধুমাত্র হোস্ট কমিউনিটি।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ

১. জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ১,২৪,৯২৭ জনকে উঠান বৈঠক, অনলাইন মিটিং,মাইকিংএবং টি স্টল মিটিং এর মাধ্যমে সচেতন করা হয়।

২. রামু, উখিয়া ও টেকনাফ থানায় নারী সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭১৫ জনকে সেবা প্রদান করা হয়।

৩. উক্ত সময়ে ১৫১ জনকে কোর্টে আইনী সেবা প্রদানের জন্য রেফার করা হয়।

৪. করোনাকালীন সময়ে অন লাইনে অবহিতকরণ সেবা অব্যাহত রাখা।

৫. রিমোট কেস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে নির্য াতিতদেরসেবা প্রদান করা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বির্তক প্রতিযোগীতা জোয়ারিয়ানালা এইচএম সাচী হাইস্কুল , রামু , কক্সবাজার।

করোনাকালীন সময়ে মোবাইল লাউড স্পীকারের মাধ্যমে অবহিতকরণ সভা।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- করোনাকালীন সময়েও মাঠ পযায়ে কার্য ক্রম অব্যাহত রাখা যায়
- করোনাকালীন সময়ে নারীর প্রতি সহিংসতা আরো বেড়ে যায়।

৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নামঃ প্রেভেনশন এন্ড রেসপন্স একটিভিটিস ইমপ্লিমেন্টশন অন কাউন্টার ট্রাফিকিং ইস্যু।

প্রকল্পের সময়কালঃ মে, ২০২২ থেকে জানুয়ারী, ২০২৩।

দাতা সংস্থাঃ আই ও এম।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া,কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ লক্ষিত জনগোষ্টি রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় জনগণকে মানব পাচার প্রতিরোধে সচেতন করা । মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের মর্য াদা অক্ষুন্ন রেখে তাদের সেবা এবংসুরক্ষা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা শরনার্থী ও স্থানীয় জনগণ ।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- এই প্রকল্পের আওতায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ২৫৭ জন মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- ২. ৩৪,১৭৪ জন বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্টীর ও স্থানীয় জনগোষ্টীর মধ্যে মানব পাচার প্রতিরোধ সর্ম্পকে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সচেতনতামুলক কার্য ক্রমপরিচালনা (উঠান বৈঠক, কমিক সেশন, রেডিও সেশন ইত্যাদি)
- উক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেক মাসে উখিয়া উপজেলার ৬টি মানবপাচার প্রতিরোধ কমিটির (উপজেলা এবং ৫ টি ইউনিয়ন) সভা আয়োজন করা হয়।
- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উখিয়া উপজেলায় কর্ম রতসাংবাদিকদেরকে বাংলাদেশ সরকারের দ্বারা প্রণীত ***‘মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২’*** এর উপর ২ টি কর্ম শালারআয়োজন করা হয়।
- ছাত্রছাত্রীদের মানব পাচার প্রতিরোধ সর্ম্পকে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল ভিত্তিক ২ টি বির্তক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় ।

মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত উঠান বৈঠক

মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- সরকারী, বেসরকারী, এনজিও ও স্থানীয় জনগণের সাথে সমন্বয় করে এবং বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানব পাচার প্রতিরোধ সর্ম্পকিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে সহজে কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করা যায়।
- সুষ্ঠ ও যথাযথভাবে প্রকল্প কার্য ক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সুসর্ম্পক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নামঃ ডিসএবিলিটি এন্ড এইজ ইনক্লোশান আনডার ডাব্লিউএফপি সেল্প রিলায়েন্স।
প্রকল্পের সময়কালঃ ০১ জানুয়ারী ২০২২- ৩১ ডিসেম্বর ২২।
দাতা সংস্থাঃ WFP (বিশ্ব খাদ্য কর্ম সূচি)
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবন দক্ষতা ও দক্ষতার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।
প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ রোহিঙ্গা নারী ,পুরুষ ।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. ৬৭৫ জনকে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
২. ৬৭৫ জনকে দক্ষতার উন্নয়নে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।
৩. ৩০৫ জনকে এসেসটিভ প্রোডাক্ট বিতরণ
৪. ৬৭৫ জনকে ৪০ দিন দৈনিক ২৫০ টাকা হারে সিবিটি প্রদান।
৫. সিডিডি এর মাধ্যমে ১৫০ চোখের এবং কানের সমস্যাজনিত রুগিকে রেফার করা হয়।

দৃষ্টিশক্তি পরিক্ষা

এসিসটিভ ডিভাইস বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের যদি দক্ষতা বাড়ানোর যায় তবে তাদের সমাজে ও পরিবারে সম্মান বৃদ্ধি পায়।
- প্রশিক্ষণে যদি সিবিটি প্রদান করা হয় তাহলে তাদের আগ্রহ বাড়ে এবং ঐ টাকা দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করতে পারে।
- প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের কাজের মাধ্যমে ব্যস্থ রাখলে তাদের শারিরিক ও মানষিক দূচিন্তা লাঘব হয়।

৮.কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/ শিরোনামঃ Response to the Needs of Older People amongst Forcibly Displaced Myanmer National and Host Community in Bangladesh

প্রকল্পের সময়কালঃ ০১ ডিসেম্বর ২১ থেকে ৩১ মে ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ DEC ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: উখিয়া, রামু, কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রবেশগম্যতার মাধ্যেমে রোহিঙ্গা প্রবীণ নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃত্যুর হার এবং অসুস্থতা হ্রাস করা।

- সরকারী এবং বেসরকারী উভয় মানবিক এক্টর এর কার্য ক্রম, ক্ষমতা এবং প্রবীণদের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিসেবা প্রদানের জন্য কাজ করা

প্রকল্পেরঅংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রবীণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী (৫০ এবং ৫০+)

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. বর্তমানে ৭ টি প্রবীণ বান্ধব কেন্দ্র চালু রয়েছে (৪ টি ক্যাম্পে এবং ৩ টি হোস্ট কমিউনিটিতে অবস্থিত)
২. প্রবীণ বান্ধব সামগ্রী বিতরণ (লাঠি, গরম পানির ব্যাগ, কমোড চেয়ার, রেকজিন) ৩২০ জন প্রবীণকে।
৩. ৩০০ জন প্রবীণকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ ।
৪. ৫৪৫০ জনকে মেডিসিন ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল সাপোর্ট (কোভিড ১৯ স্ক্যনিং, ভেকসিনেশন এবং হেল্থ ক্যাম্প) ।
৫. ৬০০ জন প্রতিবন্ধী প্রবীণদের এ্যাসিস্টিভ ডিভাইস বিতরণ (কোমড এর বেল্ট, হাটুর বেল্ট, সাদাছড়ি, কলারব্যান্ড, ক্রাচ ইত্যাদি)।

প্রবীণ ব্যক্তিদের স্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে	প্রবীণ বান্ধব সামগ্রী এবং এসিসিটিভ ডিভাইস বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে কি রকম আচরণ করতে হবে সেই সর্ম্পকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সকল স্টাফরা অবহিত হয়েছে যার মাধ্যমে নিজ পরিবার এবং সমাজের অন্য প্রবীণ ব্যক্তিদের সাথে আচরণগত পরিবর্তন হয়েছে।
- প্রবীণ সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রবীণদের মধ্যে সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কেইস ম্যানেজম্টে সর্ম্পকিত বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ শিক্ষা দক্ষতার মাধ্যমে পার্ব ত্য চট্টগ্রামে মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়নপ্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২।
দাতা সংস্থাঃ ইউএনডিপি
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সদর,মহালছড়ি,দীঘনিালা,পানছড়ি,রামগড়,মানকিছড়ি,লক্ষছিড়ি,মাটরিাঙ্গা,গুইমারা, খাগড়াছড়ি।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ শিক্ষার গুণগতমান উন্নত করা এবং তাদের সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থ নৈতিক সুযোগ গুলিতে অবদান রাখা ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- নিরাপদ এবং অন্তর্ভু ক্তিমূলক শিক্ষায় উন্নত ও ন্যায় সঙ্গত বোধগম্যতা, বিশেষত জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী মেয়েসহ কিশোর- কিশোরীদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা।
- মেয়েশিশু, কিশোরী এবং নারীদের জন্য স্কুলে জেন্ডার বান্ধব শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পরিবেশ তৈরী।
- কিশোর - কিশোরী ও নারীদের বিশেষত জাতিগত সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্ম সংস্থানএবং ব্যবসায়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ বাংগালী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- কমিউনিটি ও স্কুলে বিভিন্ন সেশনের রুপরেখা তৈরীর জন্য কমিউনিটি প্রোফাইলিং সেশন-১০০টি।
- নারী ও শিশু নির্য াতন প্রতিরোধ এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতায় কমিউনিটি আউরিচ সেশন২০৮টি।
- জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার নারীদের ১০০০০ টাকা করে আর্থি ক সহযোগিতা প্রদান জিবিভি ভিক্টম সাপোর্ট-০৪ জন।
- মাসিক কালীন সঠিক ও স্বাস্থ্য সম্মত স্বাস্থ্য বিধি ব্যবস্থাপনায় কিশোর-কিশোরী ও ছাত্রীদের মাঝে ডিগনিটি কিটস (উপকরণ) বিতরণ-১১০০০টি।
- স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া মেয়ে শিক্ষার্থীকে পূনরায় স্কুলে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ তৈরী করতে ৫০০০ টাকা করে সহায়তা করা– ৩০ জন।

জেলা পর্য ায়ে শিক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্ম কর্তাদের সাথে ত্রৈমাসিব সভা	কিশোরী ও ছাত্রীদের মাঝে ডিগনিটি কিটস (উপকরণ) বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- জেলা প্রসাশন এবং পার্ব ত্যজেলা পরিষদকে সমন্বয় করে জেলা পর্য ায়েবিভিন্ন সভায় সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- জেলার দুরুত্ব অনুযায়ী ফিল্ড পর্য ায়েকর্মী কম হওয়ায় তড়িৎ পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়না ফলে রিপোর্ট এবং ডকোমেন্টস প্রদানে সমস্যার সম্মূখিন হয়।

১০. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ বিজিডি এএইচপি রোহিঙ্গা রেস্পন্স পেইজ-৩ (২০২০-২০২৩) সিপি থীম (BGD AHP Rohingya Response Phase-3 (2020-2023) CP Theme)

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০২১-মে, ২০২৩।

দাতা সংস্থাঃ সেভ দ্য সিলড্রেন।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া ,টেকনাফ,কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- শিশু সুরক্ষা প্রক্রিয়া উন্নত করা এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা।
- শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কেইস ম্যানেজমেন্ট এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভু ক্তিকরনবিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- শিশুদের অভিভাবক সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. জরুরী প্রযোজনীয়তার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান" খাতের আওতায় ঝুঁ কিতেথাকা ২৭৫ জন শিশুদেরকে কেইস ম্যানেজমেন্টে'র মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২. ২৬০টি সেশনের মাধ্যমে ১৬৫০জন শিশুর অভিভাবককে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করেছে।

৩. ৯৩টি সেশন এবং ১১৮টি সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৭৭০ জন শিশুকে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করেছে এবং পাশাপাশি ৫টি CBCPC সভার মাধ্যমে ৬৯ জন সুবিধাভোগীকেও সচেতন করা হয়েছে।

৪. সকলের সহযোগিতায় ক্যাম্প-১৩ এবং ১৮ তে দুইটি বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. কেইস রেফারেল এর মাধ্যমে ক্যাম্প-১০ তে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক যন্ত্র (স্ক্র্যাচ) এবং ১৮ তে একজন প্রতিবন্ধী শিশুকে সহায়ক যন্ত্র (হুইল চেয়ার) পেয়েছেন।

ক্যাম্প-১৯ এ ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) কর্তৃক শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিদর্শ ন।	ক্যাম্প-১০ এ ক্যাম্প ইনচার্জ (সিআইসি) কর্তৃক শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সেশন পরিদর্শ ন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্পের কার্য ক্রমসুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সবার (সরকারী, বেসরকারী এনজিও ও স্থানীয় জনগণ) সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- প্রকল্পের কার্য ক্রমবাস্তবায়ন করতে গিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি এবং চাহিদা সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে।

১১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Integrated SRH and SGBV Service Delivery for Rohingya Refugees in Cox's Bazar Bangladesh

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই'২০২১- মে '২০২২।

দাতা সংস্থাঃ GAC (Global Affairs Canada)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া,টেকনাফ,কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সমন্বিত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিষেবার মাধ্যমে নারী ও কিশোরীরা তাদের নিজ বাসস্থান এবং কমিউনিটিতে নিরাপদ রয়েছে তা নিশ্চিত করা।

- কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্টের মাধ্যমে এলাকার জনগনকে সম্পৃক্ত করে নারীর প্রতি সহিংসতার ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
- নারী ও কিশোরীদের প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নারী ও কিশোরীরা সময়মত তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য এলাকায় অবস্থানরত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সেবাগ্রহনে সক্ষম হওয়া।
- নারী এবং কিশোরীদের সচেতনতার সাথে এবং সময়মত তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে SRH পরিষেবাগুলি যেন খুঁজে পায় তাতে সাহায্য করা।
- নারী এবং কিশোরীরা যেন দক্ষ সেবা প্রদানকারী কর্তৃক বিস্তৃত SRH সম্পর্কে জানতে পারে সেটি নিশ্চিত করা।
- নারীদের আয়বর্ধ নমূলক কর্ম কান্ডবৃদ্ধিতে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা তাদের পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তসমূহে স্বামী অথবা অন্যান্যদের মতো নিজের সিদ্ধান্ত দিতে যেন সক্ষম হয় তার জন্য সহায়তা করা।

নারী ও কিশোরীদের প্রজনন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অরিয়েন্টশন	নারীদের আয়বর্ধ নমূলক কর্ম কন্ডে অংশগ্রহণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

অভিভাবক এনগেজমেন্ট

প্রজেক্টের মূল উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি ছিল কিশোরীদের অভিভাবকের সেশনের মাধ্যমে এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কমিউনিটিতে সেশনের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তিকে অর্ন্তভূক্ত করা। এই কৌশলগুলির ফলস্বরূপ রোহিঙ্গা কমিউনিটি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস করার বিষয়ে সচেতন হয় এবং বিভিন্ন সেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং এর দীর্ঘ মেয়াদী কার্য কারিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেজেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা হ্রাস করার জন্য IRC সহযোগী পার্ট নারহিসেবে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কৌশল অনুসরণ করে।

রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবকদের নিযুক্তি

মোট ৩২ জন রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক তাদের সম্প্রদায়ের ইতিবাচক মানসিকতা বিকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগামী হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ তারা কমিউনিটিতে এবং পরিবারে বাল্যবিবাহ, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে তাদের জ্ঞান প্রচার করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে।

দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আয় বৃদ্ধি:

৬০ জন নারী এবং কিশোরীদেরকে নেতৃত্বের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল যারা স্বেচ্ছাসেবক এবং সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে তাদের ভূমিকা অব্যাহত থাকবে, এছাড়াও ৫৮ জন মহিলাকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক ৪ টি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, এখন তারা তাদের অর্থ নৈতিক কর্ম কান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় সরকার এবং জাতীয়/স্থানীয় সমাজের নেতাদের সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের আয়ের বিষয়টি দীর্ঘ মেয়দী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

১২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কম্বেটিং আর্লি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০২১- ডিসেম্বর ২০২২ ।

দাতা সংস্থাঃ প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম,কক্সবাজার,ফেনী,নোয়াখালী,লক্ষ্মীপুর,কুমিল্লা,ব্রাহ্মণবাড়ীয়া,চাঁদপুর।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা**,**বিশেষভাবে চট্টগ্রাম বিভাগে কিশোরীদেরকে বাল্য বিবাহের ঝুঁকিমুক্ত করা ।

- শিশু অধিকার রক্ষা এবং জোর পূর্ব ক শিশুবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয়,জেলা এবং উপজেলা পর্য ায়ের নীতিনির্ধ ারকদের সাড়া প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহঃ

১ . চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় স্থানীয় প্রশাসনের কর্ম কর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণপুল গঠন করা হয়েছে।

২ . চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কমিটির (**CMPC**) কার্য ক্রম নিয়মিতকরন করা হয়েছে।

৩ . বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং সংশোধিত বিধিমালা ২০১৮ সম্পর্কে জেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪ . জেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির নিয়মিত কার্য ক্রমেশিশু প্রতিনিধিদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫ . চট্টগ্রাম বিভাগের ৮টি জেলায় ইপসা জেলা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যপদ অর্জন করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিএমপিসি ওরিয়েন্টেশন সেশন

কুমিল্লায় সিএমপিসি ওরিয়েন্টেশন সেশন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রশাসনের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখলে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।
- **CEMB** প্রকল্প কার্য ক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিকল্প কৌশল অবলম্বন করা একটি কার্য কর পদ্ধতি।
- যথাযথ এডভোকেসীর মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ অর্জন সহজ হয়।

১৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Youth from Host Communities & Rohingya Camps in Cox's Bazar as Agents of Change

প্রকল্পের সময়কালঃ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২৫।

দাতা সংস্থাঃ বিএমজেড (জার্মান)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ টেকনাফ, কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ কিশোরী এবং যুবক, বিশেষ করে মেয়েরা এবং নারীদের দক্ষতাবৃদ্ধি এবং সুযোগের মাধ্যমে একটি সুরক্ষামূলক পরিবেশে পরিবর্তনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- যুবক এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্করা লিঙ্গ সমতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে উন্নত জ্ঞান এবং মনোভাব প্রদর্শ নকরে।
- হোস্ট সম্প্রদায়ের যুবক এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের উপযুক্ত বাজার-নির্দি ষ্টআয়ের উৎস এবং বাজারে প্রবেশ করার দক্ষতা এবং সুযোগ রয়েছে।
- হোস্ট সম্প্রদায়ের যুবক এবং কিশোরীদের (বিশেষ করে মেয়ে এবং যুবতী) জন্য সম্প্রদায়-ভিত্তিক শিশু-সুরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- বিদ্যমান পরিষেবাগুলিতে প্রবেশে সক্ষমতা অর্জনের জন্য কিশোর -কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ হোস্ট কমিউনিটি ২২৫০ জন (১৪২৫ জন নারী ও ৮২৫ জন পুরুষ) এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৫০০ জন (২৫০ জন নারী ও ২৫০ জন পুরুষ)। মোট ২৭৫০ জন (১৬৭৫ জন নারী ও ১০৭৫ জন পুরুষ)।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. প্রকল্পের কর্ম এলাকার হোস্ট কমিউনিটিতে২৫ টি নতুন ইয়ুথ ক্লাব / লার্নি ং সেন্টার স্থাপন করা হয়ছে এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আরো ২৫ হোম বেইসড ইয়ুথ ক্লাব /লার্নি ং সেন্টার গঠন করা হয়েছে।

২. ৫০ টি ইয়ুথ ক্লাব / লার্নি ং সেন্টারে মোট১২৫০ জন (৬২৫ জন নারী ও ৬২৫ জন পুরুষ) প্রকল্প সুবিধাভোগীর মাঝে মোট ৬0 সিওসি সেশন অনুষ্টিত হয়েছে এবং বর্তমানে সিওসি সেশনের পুঃন আলোচনা চলছে।

৩. প্রকল্পের ৯৬০ জন সুবিধাভোগীর মাঝে বিকাশের মাধ্যমে প্রত্যেক জনকে ১৭,১৮৫ টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এবং আরো ৪৪০ জনের সম পরিমান অর্থ সহায়তা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪. প্রকল্পের আওতাধীন ১২৫০ জন কিশোর-কিশোরী ও নারী পুরুষদের (৬২৫ জন নারী ও ৬২৫ জন পুরুষ) মৌলিক শিক্ষা (বাংলা, গণিত, ইংরেজী ও বার্মি জ) ও অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করা হয়েছে।

লার্নি ং সেন্ট্টরে সুবিধাভোগীদের একাংশ	সুবিধাভোগীর উৎপাদিত পণ্য

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্পের সফলতার জন্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে নিবিড় সংস্পর্শ ও পর্য বেক্ষন জরুরী।
- স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনানুসারে টিভেট (TVET) ও মেন্টর মেন্টি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা প্রকল্পের অধিক ফল্প্রসূতা আনতে পারে (যেমনঃ টেকনাফে ড্রাইভিং ট্রেনিং, মোবাইল সার্ভি সিং, শুটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভেক্সিনেটর ট্রেনিং, টেইলরিং, কম্পিউটার শিক্ষা ইত্যাদি)।
- সরকারি বিভিন্ন দপ্তর (যেমনঃ যুব উন্নয়ন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, কৃষি ও প্রাণি সম্পদ) এর সাথে প্রকল্প সুবিধাভোগীদের উপযুক্ত সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি পরিষেবা দুত গ্রহণ সম্ভব হয়।

১৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ অর্ন্তভূক্তি/অন্তনিবেশ কর্ম সূচী৷

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০১৯ জুন ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ এডিডি ইন্টারন্যাশনাল।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- প্রতিবন্ধী মহিলা এবং পুরুষদের অন্তর্ভূ ক্ত কর্ম সংস্থানতৈরীতে সক্ষম করতে কি কাজ করে তার কার্য কর উদ্ভাবনী এবং ইউএনসিআরপিডি সম্মতিযুক্ত প্রমান তৈরী এবং প্রচার।
- আনুষ্ঠানিক চাকুরীতে প্রবেশাধিকার করার জন্য প্রতিবন্ধী মহিলা এবং পুরুষদের দক্ষতা বৃদ্ধি ।
- নিয়োগ কর্তা এবং কর্ম সংস্থানপরিষেবা সরবরাহকারী (উদাঃ নিয়োগ সংস্থাগুলি) আরও অন্তর্ভূ ক্ত অনুশীলন প্রদর্শ না৷
- বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীতা আন্দোলন অন্তর্ভূ ক্ত কর্ম সংস্থান কার্য ক্রমেনেতৃত্ব এবং সমর্থ নকরার শক্তিশালী ক্ষমতা প্রদর্শন।
- কর্ম সূচীর কার্য ক্রমেরসাথে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের পরিবর্তন যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী নারী এবং পুরুষদের অন্তর্ভূ ক্তিকেপ্রচার করার জন্য সক্ষম করে তোলা।

- প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষদের অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্ম সংস্থান সক্রিয় করতে সরকার ও জাতীয় নিয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. ১৮ - ৩৫ বছর বয়সী ১৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।
২. ২৩ টি চাকুরীদাতা সংগঠনের সাথে সর্ম্পক উন্নযনের মাধ্যমে ৪৭ জন প্রতিবন্ধি যুবকের কর্ম সংস্থানের সুযোগ হয়েছে।
৩. কারীগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১টি ওয়াশরুম (ইউসেপ) প্রতিবন্ধী বান্ধব করা হয়েছে।
৪. ৪৬০ জন চাকুরী প্রত্যাশীর ম্যাপিং ও তালিকাকরণ।
৫. ৪০টি চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানের মাপিং ও তালিকাকরণ।

সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	চাকুরীদাতা সংগঠনের সাথে সর্ম্পক উন্নয়ন সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সমাজের সাধারণ মানুষের মত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজেদের অধিকার বিষয়ক ধারণাটি পরিষ্কার হয়েছে।
- সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধীরাও নিজেদের সক্ষমতা প্রমান করতে পারে।

১৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কক্সবাজারের সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় COVID-19 এর কারণে Health, Wash এবং Protection এর জন্য এর জন্য হোস্ট সম্প্রদায়ের জরুরী প্রয়োজনের কথা বলা।

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০২১-জুল ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ বি এইচ এ (ব্যুরো অব হিউম্যানেটেরিয়ান এ্যাসিসটেন্স)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ রামু ও চকরিয়া,কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ COVID-19, ASRH, WASH এবং GBV পরিসেবাগুলিতে বর্ধি ত অ্যাক্সেসের মাধ্যমে মহিলা এবং কিশোর - কিশোরীরা সহ সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিরাপদ এবং অবহিত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- COVID-19 এর জন্য চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ পরিসেবাগুলিতে অ্যাক্সেস বাড়ানো এবং কিশোর-কিশোরীদের জন্য ASRH চাহিদা মেটানো।
- কক্সবাজারের অর্ন্তগত রামু ও চকরিয়া উপজেলার টার্গে টইউনয়নগুলিতে COVID-19 এর দ্বিতীয় তরঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য (প্রথম পর্য ায়েরউপর ভিত্তি করে) সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যবিধি আচরণ এবং স্টেকহোল্ডারদের সংহতি জোরদার করা।
- COVID-19 এর বত© মান প্রেক্ষাপটে GBV প্রতিক্রিয়া পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস বাড়ান।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. গার্ল সাইন ১২০০
২. ইম্যাপ: ২০০
৩. সাসা টুগেদার: ২৩৫০০
৪. আউটরীস: ১২৫০০
৫. স্বাস্থ্য সচেতনতা: ২৪০০ কিশোর-কিশোরী ও ৯০০ কেয়ারগিভার

৬. কেইস ম্যানেজমেন্ট: ৮৫%

স্কুল পর্য ায়ে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা	প্রথম আলোর সাথে মতবিনিময় সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- কমিউনিটিতে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা নিরসন এবং নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা তৈরীতে ভূমিকা রাখা।
- কিশোর কিশোরীদের মধ্যে জিভিবি বিষয়ক, স্বাস্থ্য সুরক্ষিত বিষয়ক সচেতনতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদক্ষেপ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি।
- সরকারী ও সেবরকারী পর্য ায়েরসকলের সাথে ভালো যোগাযোগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে প্রকল্পের সকল কাজ সহজে বাস্তবায়ন করতে পেরেছি।

১৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Health, Protection and Cash Assistance for Refugees and Communities in Cox's Bazar

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০২১-জুন ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ জিএফএফও।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চকরিয়া,উখিয়া,টেকনাফ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ সকল ব্যক্তির জন্য GBV এর ঝুঁকি হ্রাস করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- মান সম্মত মাল্টি-সেক্টর জিবিভি পরিষেবাগুলোতে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবার মান উন্নত করা এবং জিবিভি পরিসেবাগুলোতে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে মান সম্মত সেবা নিশ্চিত করা।
- তাদের চাহিদা মেটাতে পারে এমন মানসম্পন্ন পরিষেবাগুলিতে পর্য াপ্তএবং সকলের প্রয়োজন অনুসারে অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. গার্লসাইন : ৬০০
২. ইম্যাপ : ৫০০
৩. সাসা টুগেদার : ৯০০০
৪. আউটরিস : ২০৭০২

পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে জিবিবি বিষয়ে কর্ম শালা

ইপসা'র প্রধান নির্ব াহী ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট চাকরিয়া কইয়ারবিলে প্রকল্পের মাঠ কার্য ক্রমপরিদর্শ নকরেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সরকারী ও বেসরকারী পর্য ায়ের সকলে সাথে ভালো যোগাযোগ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে প্রকল্পের সকল কাজ সহজে বাস্তাবয়ন করতে পারছি।
- কমিউনিতে কিভাবে সহজে জিবিভির ঝুঁ কি কমিয়ে আনা যায় এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদানের মাধ্যমে কাজ করা ।
- সকলসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সুসম্পর্ক উন্নয়ন করা।

১৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট ইন কাউন্টারিং ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম ইন কক্সবাজার।
প্রকল্পের সময়কালঃ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩।
দাতা সংস্থাঃ গ্লোবাল কমিউনিটি এনগেইজমেন্ট এনড রেজিলিয়েন্স ফানড (জিসিইআরএফ)।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম,কক্সবাজার সদর, রামু,চকরিয়া,মহেশখালী, কক্সবাজার ।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- যুব জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে তারা উগ্রবাদী ও সহিংস কর্ম কান্ড থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্ধুদ্ধকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিক ও ধর্মীয় নেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে তাদের অর্থ বহসম্প্রক্ততা নিশ্চিতকরণ।
- সমাজে কোভিড-১৯ এর প্রভাব কমানো।
- যুব সমাজ, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মাধ্যে কোভিড-১৯, লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা, উগ্রবাদ ও সহিংসতা সম্পর্কে সচতেনতামূলক জ্ঞান বাড়ানো।
- যুব ফোরাম/ক্লাবগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় ভিত্তিক কাঠামোতে পরিনত করা এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং জেলা/উপজেলা শিক্ষা বিভাগকে উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো।
- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জেলা পর্য ায়েরধর্মীয় নেতাদের উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে প্রকল্পের কার্য ক্রমসমূহ স্থায়ীত্ব করার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ (নির্ব াচিতপ্রতিনিধি, উপজেলা ও জেলা পর্য ায়েরসরকারী কর্ম কর্তা সমূহকে কার্য করকরা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. কক্সবাজার জেলায় এবং চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার ১২০৭৩ জন যুব জনগোষ্ঠী প্রকল্পের কার্য ক্রমেরসাথে যুক্ত হয়েছেন এবংতারা উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসনে নিজেদের এলাকায় মানববন্ধন, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, খেলাধুলা, নাগরিক সংলাপ সহ নানাবিধ কার্য ক্রমেরমাধ্যমে কমিউনিটি সদস্যদের একত্রিত করছেন এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন সম্পর্কে সচেতন করছেন।

২. কক্সবাজার জেলা এবং সীতাকুন্ড উপজেলার ৩০৭৯ জন নারীকে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উগ্রবাদ ও সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে পাশাপাশি সুন্দর পরিবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাজের চিহ্নগুলো আলোচনা করা হয়েছে যেটা সুন্দর সমাজ গড়তে সহায়তা করবে।

৩. কক্সবাজার জেলা এবং সীতাকুন্ড উপজেলার করোনা মহামারী সময়ে ক্ষতিগ্রস্থ ঝুঁ কিপূর্ণ৬৫০ জন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝড়ে পড়ার ঝুঁ কি কমিয়েছে। পাশাপাশি কক্সবাজার জেলা এবং সীতাকুন্ড উপজেলার করোনা মহামারী সময়ে আর্থি কভাবেক্ষতিগ্রস্থ ২৫০ জনকে দীর্ঘ মেয়াদী(কম্পিউটার, সেলাই, মোবাইল সার্ভি সিং, বিউটি পার্ল ার ফ্রিজ সার্ভি সিং) এবং স্বল্পমেয়াদী (আঙিনায় সবজি চাষ, গৃহপালিত পশু পালন, গরু মোটাটাজা করণ, পল্ট্রি ফার্মি ং) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সফল প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ২০০ জনকে প্রারম্ভিক মূলধন প্রদান করা হয়েছে যেটা তাদের ব্যবসা শুরু করতে সহায়ক হয়েছে।

৪. করোনা মহামারী সময়ে উগ্রবাদ ও সহিংসতা বৃদ্ধির ঝুঁ কি কমানোর জন্য ধর্মীয় নেতাদের কোভিড-১৯, লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ধর্মীয় নেতারা ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে সমাজের মানুষদের উক্ত বিষয়ের উপর সচেতন করেন।

৫. কক্সবাজার জেলা এবং সীতাকুন্ড উপজেলার করোনা মহামারী সময়ে আর্থি কভাবেক্ষতিগ্রস্ত ৪০০ জন মহিলাকে আর্থি কসহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৩৭ জনকে কাজের বিনিময়ে আর্থি কসহায়তা প্রদান করা হয়েছে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ আর্থি কঅভাবের কারনে উগ্রবাদ ও সহিংসতার মধ্যে না জড়ায় পাশাপাশি উগ্রবাদ ও সহিংসতা থেকে নিজেকে এবং পরিবারকে মুক্ত রাখতে পারে।

জীবিকা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণার্থীরা বিউটি পার্ল ারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

একজন ধর্মীয় নেতা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উগ্রবাদ ও সহিংসতা সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ: করোনা মহামারীর ফলে জনগণ আর্থি ক সহ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রকল্পের নিয়মিত কার্য ক্রমের পাশাপাশি কোভিড১৯ এর জন্য প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম যেমন শিক্ষা সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং প্রারম্ভিক মূলধন সহায়তা, মহিলাদের আর্থি ক সহায়তা, কাজের বিনিময়ে টাকার সহায়তা, ধর্মীয় নেতাদের কোভিড১৯, লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্য এবং উগ্রবাদ ও সহিংসতা নিরসন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান এই কাজগুলো সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উগ্রবাদ ও সহিংসতায় ঝুঁ কিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে রোহিঙ্গা মাঝি ও ইমামদের অন্তর্ভূ ক্তি ফলপ্রসু হয়েছে।

১৮. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ "ফাইট স্লেভারি এন্ড ট্রার্ফিকিং ইন পারসন (এফএসটিআইপি) প্রোগ্রাম"।
প্রকল্পের সময়কালঃ এপ্রিল, ২০২২ ইং থেকে মার্চ ,২০২৬ (৪ বছর)।
দাতা সংস্থাঃ উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার । আনোয়ারা, বাঁশখালী ও ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। চান্দিনা, দাউদকান্দি ও চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- মানব পাচার এবং বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিগণ সরকারী এবং বেসরকারী সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নতমানের যত্ন ও পরিষেবাগুলো পাবে।
- সরকারী ও বেসরকারী শেল্টার হোম দ্বারা জাতীয় ন্যূনতম মানব যত্ন নীতি এবং এসওপিগুলোর কার্য করীবাস্তবায়ন করা।
- অভ্যন্তরীণ ও ক্রসবর্ড ারএর শিকার মানব পাচার ও বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ এবং রেফারেল প্রক্রিয়া উন্নত করা।
- সারভাইভারগণ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম হবে এবং সারভাইভার ভয়েজ অনির্ব াণকেশক্তিশালী করা।
- মানব পাচার এবং বাল্যবিবাহের শিকার এবং মানব পাচার ও বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিগণকে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং বিকল্প জীবন জীবিকার সুযোগগুলোর সাথে যুক্ত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ মানব পাচার ও বাল্যবিবাহের শিকার সারভাইভার।
প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

- স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ হয়েছে।
- এফডি-৬ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

১৯. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ প্রোমোটিং পিস অ্যান্ড জাস্টিস-কক্সবাজার ।
প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই, ২০১৯- এপ্রিল, ২০২৩।
দাতা সংস্থাঃ ডেমোক্রসি ইন্টারন্যাশনাল
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সদর,রামু,উখিয়া,টেকনাফ,কুতুবদিয়া ,চকরিয়া ,পেকুয়া ,মহেশখালী, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী করে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করাই হল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল;
- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী ও দ্রুত বিচার প্রাপ্তির জন্য বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি ও আন্তঃ কার্য কর যোগাযোগ বৃদ্ধি করা;
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহীতার সর্ম্পকউন্নয়ন করে দ্রুত ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা;

প্রকল্পের প্রধান প্রধার অর্জনসমূহঃ
১. ৫ উপজেলা, ৫০ ইউনিয়ন পর্য ায়ে আইন সহায়তা নতুন কমিটি গঠন।
২. ১০ টি ইউনিয়নে ১,০০,০০০ টাকা বাজেট বন্টন।
৩. লিগ্যাল এইড এর প্রচার প্রসার বৃদ্ধি।
৪. ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্য ায়ে লিগ্যাল এইড সেবা গ্রহনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি।
৫. জেলা আইন সহায়তা অফিসারের মাধ্যমে গত ১ বছরেরটি অভিযোগ সমাধান করা হয়।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের উপস্থিতিতে গনশুনানী, খুরুশকুল ইউনিয়ন পরিষদ, সদর, কক্সবাজার।	জেলা জজের উপস্থিতিতে জেলা পর্য ায়ে সমন্বয় সভা, কক্সবাজার।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রান্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি প্রবেশগম্যতা তৈরী করার ক্ষেত্রে এই কর্ম সূচীবেশ কার্য ক্রর
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মাঝে আইনি স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বিদ্যমান আইনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহীতার সর্ম্পকউন্নয়ন এর জন্য জনসচেতনতা কর্ম সূচীবেশ কার্য ক্রর

অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন

ইপসা বিশ্বাস করে উন্নয়নের অন্যতম পূর্ব শর্ত হল অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন। ইপসা গতিশীল,টেকসই, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত অর্থ নীতি গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে যেখানে যুবদের কর্ম সংস্থান, নারীদের অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন, বিশেষ জনগোষ্ঠির অর্থ নৈতিক অর্ন্তভূক্তি ও সম্মানজনক কর্ম সংস্থান বিষয়টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বর্তমানেইপসা অর্থ নৈতিক উন্নান বিভাগ এর আওতাধীন অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন থিমে নিম্মোক্ত কর্ম সূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্ম সূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়ক কর্ম সূচি
০১	অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচি (ইডিপি
০২	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)
০৩	প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন
০৪	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্ম সূচি
০৫	কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট এবং প্রাণী সম্পদ ইউনিট
০৬	সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এসইপি
০৭	তামাক চাষ নিয়ন্ত্রন বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃস্টি
০৮	"প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প
০৯	ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্ম সংস্থান সৃষ্টি
১০	ইপসা - বিএসআরএম লাইভলীহুড প্রকল্প
১১	উচ্চমূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণ শীষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প (আরএমটিপি)
১২	রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর অধীনে "নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন" শীর্ষ কউপ-প্রকল্প
১৩	ইপসা বিএসআরএম সমন্বতি খামার উন্নয়ন প্রকল্প
১৪	ইউএসএআইডি'স ইয়ুথ এন্ট্রপ্রোনিয়রশীপ এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট সাপোর্ট (ইয়েস) একটিভিটি ফর কক্সবাজা:
১৫	জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প
১৬	ছাগল বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচী
১৭	ইপসা ইউএসএফএস- ক্যাম্পাস প্রকল্প।

১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচি (ইডিপি)
দাতা সংস্থাঃ নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।
প্রকল্পের সময়কালঃ ১৯৯৩ সাল থেকে চলমান ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ

জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পো রেশনেরক্ষেত্রে ওয়ার্ডে র নাম	জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পো রেশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডে র নাম
চট্টগ্রাম	(চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন) আকবরশাহ,পাহাড়তলী, পতেংগা, ইপিজেড, হালিশহর, বন্দর, ডবলমুরিং,	৯নং উত্তর পাহাড়তলী, ১০ নং উত্তর কাট্রলী, ১১নং দক্ষিণ কাট্রলী, ১২নং সরাইপাড়া ১৩নং পাহাড়তলী, ২৪নং উত্তর আগ্রাবাদ, ২৫ নং রামপুরা, ২৬নং উত্তর হালিশহর, ৩৬ নং গোসাইলডাংগা, ৩৭ নং মধ্যম হালিশহর, ৩৮ নং দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর ৩৯নং দক্ষিণ হালিশহর, ৪০নং উত্তর পতেংগা, ৪১নং দক্ষিণ পতেংগা	চট্টগ্রাম	(চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন) বাকলিয়া, চকবাজার, চান্দগাও, বায়েজীদ, পাচলাইশ, খুলশী, কতোয়ালী, সদরঘাট	২নং জালালাবাদ, ৩নং পাচঁলাইশ ৪নং চান্দগাও, ৬নং পূব ষোলশহর, ৭নং পশ্চিম ষোলকবহর, ১৪নং লালখান বাজার, ১৫নং বাগমনিরাম, ১৬নং চকবাজার, ১৭নং পশ্চিম বাকলিয়া, ১৮নং পূব বাকলিয়া, ১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া, ২০ নং দেওয়ান বাজার, ২১নং জামালখান এবং ৩১নং আলকরণ
চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	সীতাকুন্ড পৌরসভা, ১নং সৈয়দপুর, ২নং বারইয়ারঢালা, ৪নং মুরাদপুর, ৫নং বাড়বকুন্ড, ৬নং বাশবাড়ীয়া, ৭নং কুমিরা, ৮নং সোনাইছড়ি, ৯নং ভাটিয়ারী, ১০ নং সলমিপুর ইউনিয়ন।	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	পৌরসভা, ১১নং মুছাপুর, ১২নং রহমতপুর, ১৩নং আজিমপুর, ১৭ মগধারা এবং ১৮নং হারামিয়া
	মিরসরাই	মিরসরাই পৌরসভা, বারইয়ারহাট পৌরসভা, ১নং করের হাট, ২নং হিংগুলী, ৩নং জোরালগঞ্জ, ৪নং ধুম, ৫নং ওছমানপুর, ৬নং ইছাখালী, ৭নং কাটাছড়া, ৮নং দুর্গা পুর,৯নং মিরসরাই, ১০নং মিঠানালা, ১১নং মগাদিয়া, ১২নং খৈয়াছড়া, ১৩নং মায়ানী, ১৪নং হাইতকান্দি, ১৫নং ওয়াহেদপুর ও ১৬নং সাহেরখালী ইউনিয়ন।		রাঙ্গুনিয়া	রাঙ্গুনিয়া পৌরসভা, ২নং হোছনাবাদ, ৩নং স্বনির্ভ র, ৪নং মরিয়মনগর, ৫নং পারুয়া, ৬নং পোমরা, ৯নং শিলক, ১১নং চন্দ্রঘোনা কদমতলী, ১২নং কোদালা, ১৩ নং ইসলামপুর, ১৪নং দক্ষিণ রাজানগর, ১৫নং লালানগর ইউনিয়ন।
	রাউজান	রাউজান পৌরসভা, ১নং হলদিয়া, ২নং ডাবুয়া, ৩নং চিকদাইর, ৪নং গহিরা, ৬নং বিনাজুরী, ৭নং রাউজান, ৯নং পাহাড়তলী, ১০নং পূর্ব গুজরা, ১১নং পশ্চিম গুজরা, ১২নং উরকিরচর, ১৩নং দক্ষিণ মাদার্স া, ১৪নং বাগোয়ান, ১৫নং নোয়াজিশপুর ইউনয়িন।		হাটহাজারী	হাটহাজারী পৌরসভা, ৩নংমির্জাপুর, ৬নং ছিপাতলী, ৮নং মেখল, ৯নং গড়দুয়ারা, ১১নং ফতেপুর, ১২ চিকনদন্ডি ইউনিয়ন, ১৩ নং দক্ষিণ মাদার্স া, ১৪নং পূর্ব শিকারপুর, ১৫নং বুড়িশ্চর ইউনিয়ন।

জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনেরক্ষেত্রে ওয়ার্ডের নাম	জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের নাম
	ফটিকছড়ি	ফটিকছড়ি পৌরসভা, নাজিরহাট পৌরসভা, ১নং বাগান বাজার, ২নং দাঁতমারা, ১২নং ধর্মপুর, ৬নং পাইন্দং, ৭নং কাঞ্চননগর, ৯নং সুন্দরপুর, ১৩নং লেলাং, ১৪নং নানুপুর, ১৫নং রোসাংগিরি, ১৬নং বক্তপুর, ১৭নং দৌলতপুর, ১৯নং সমিতিরহাট, ২১নং খিরাম।		পটিয়া	পটিয়া পৌরসভা, ৪নং কোলাগাঁও, ৫নং হাবিলাসদ্বীপ, ৬নং কুসুমপুরা, ৭নং জিরি, ৮নং আশিয়া (ক), ৮নং কাশিয়াইশ (খ), ৮নং বড়লিয়া(খ), ৯নং জঙ্গলখাইন, ১২নং হাইদগাঁও, ১৩নং দক্ষিণ ভূর্ষি, ১৪ নং ভাটিখাইন(ক), ১৪নং ধলঘাট (খ), ১৫নং ছনহরা (ক), ১৫ নং কেলিশহর (খ), ১৬নং কচুয়াই, ১৭ নং খরনা ইউনিয়ন।
	চন্দনাইশ	চন্দনাইশ পৌরসভা, দোহাজারি পৌরসভা, ১নং কাঞ্চনাবাদ, ২নং জোয়ারা, ৩নং বরকল, ৪নং বরমা, ৬নং সাতবাড়িয়া, ৭নং হাশিমপুর ইউনিয়ন।		কর্ণফুলী	৩নং জুলধা, ৪নং বড় উঠান, ৫নং শিকলবাহা ইউনিয়ন।
	আনোয়ারা	১নং জুইডন্ডি, ২নং বারশত, ৩নং রায়পুর, ৪নং বটতলী, ৫নং বরুমছড়া, ৬নং বারখাইন, ৮নং চাতুরী, ৯নং পরৈকোড়া, ১০নং হাইলধর।		বোয়ালখালী	বোয়ালখালী পৌরসভা, ১নং কধুরখীল, ২নং পশ্চিম গোমদন্ডী, ৪নং শাকপুরা, ৬নং পোপাদিয়া, ৫নং সারোয়াতলী, ৭নং আমুচিয়া, ৮নং চরণদ্বীপ, ৯নং শ্রীপুর-খরণদ্বীপ, ১০নং আহল্লা করলডেঙ্গা ইউনিয়ন।
ফেনী	ফেনী সদর	ফেনী পৌরসভা, ১ নং শর্শদি, ২নং পাঁছগাছিয়া, ৪ নং ধর্মপুর, ৬নং রাজাপুর, ৭নং বালিগাঁও এবং ৮নং কালীদহ, ১০ নং ছনুয়া, ১১ নং মোটবী এব্ং ১২ নং ফাজিলপুর।	ফেনী	ফেনী সদর	ফেনী পৌরসভা, ১ নং শর্শদি,২নং পাঁছগাছিয়া, ৪ নং ধর্মপুর,৬নং রাজাপুর, ৭নং বালিগাঁও এবং ৮নং কালীদহ, ১০ নং ছনুয়া, ১১ নং মোটবী এব্ং ১২ নং ফাজিলপুর।
	দাগনভূঁইয়া	দাগনভূঁইয়া পৌরসভা,২নং রাজাপুর, ৩নং পূর্ব চন্দ্রপুর, ৪নং রামনগর, ৬নং ইয়াকুবপুর, ৭নং মাতুভূঁইয়া, ৮নং রাজারামপুর এবং ৯নং জয়লস্কর		সোনাগাজি	সোনাগাজি পৌরসভা, ১নং চরমজলিশপুর, ২নং বগাদানা, ৩নং মঙ্গালকান্দি, ৪নং মতিগঞ্জ, ৫নং চরদরবেশ, ৬নং চর চান্দিয়া, ৭নং

জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনেরক্ষেত্রে ওয়ার্ডের নাম	জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের নাম
					সোনাগাজি, ৮নং আমিরাবাদ এবং ৯নং নবাবপুর।
কুমিল্লা	আদর্শ সদর	৪নং আমড়াতলী, ৫নং পাঁচথুবী, ৬নং জগন্নাথপুর	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	৪নং আমড়াতলী, ৫নং পাঁচথুবী, ৬নং জগন্নাথপুর
	লালমাই	১নং বাগমারা উত্তর, ২নং বাগমারা দক্ষিন, ৪নং ভুলইন উত্তর, ৫নং ভুলইন দক্ষিন, ৬নং পেরুল উত্তর এবং ৭নং পেরুল দক্ষিন।		বরুড়া	১নং শিলমুড়ি উত্তর, ২নং শিলমুড়ি দক্ষিন, ৬ নং ঝলম, ১০নং গালিমপুর
	বুড়িচং	১নং রাজাপুর, ২নং বাকশীমূল, ৩নং বুড়িচং সদর, ৪নং ষোলনল, ৫নং পীরযাত্রাপুর, ৬নং ময়নামতি, ৮নং উত্তর ভারেল্লা, ৯নং দক্ষিন ভারেল্লা।		ব্রাহ্মন পাড়া	৬ ব্রাহ্মন পাড়া সদর, ৭ সাহেবাবাদ, ৮নং মালাপাড়া।
	দেবিদ্বার	২নং এলাহাবাদ, ৫নং জাফরগঞ্জ, ৭নং ফতেহাবাদ, ৮ নং বরকামতা, ১০নং ভানী, ১১নং মোহনপুর এবং ১৫ নং সুলতানপুর।		মুরাদনগর	১৭ নং জাহাপুর, ১৮ নং ছালিয়াকান্দি, ২০ নং পাহাড়পুর, ২১ নং বাবুটিপাড়া।
	তিতাস	১ নং সাতানী, ২ নং জগতপুর, ৬ নং ভিটিকান্দি, ৭ নং নারান্দিয়া।		চান্দিনা	চান্দিনা পৌরসভা, ২নং বাতাঘাসী, ৩নং মাধাইয়া, ৪নং মহিচাইল, ৫নং কেরনখাল, ৬নং বাড়েরা, ৭নং এতবারপুর, ৮নং বরকইট, ৯ন্ং মাইজখার, ১০নং গল্লাই, ১১নং দোল্লাই নবাবপুর, ১২নং বরকরই এবং ১৩নং জোয়াগ।
	দাউদকান্দি	৪নং ইলিয়টগঞ্জ, ১৩নং পদুয়া।			
	লাকসাম	১নং বাকই, ২নং মুদাফফরগঞ্জ উত্তর, ৩নং মুদাফফরগঞ্জ দক্ষিণ, ৪ নং কান্দিরপাড়।		মনোহরগঞ্জ	৪নং ঝলম উত্তর, ৮নং খিলা।
কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	৪নং কাপ্তান বাজার, ৬নংচকবাজার, ৯নং গাংচর, ১০নংকান্দিরপাড়, ১১নং-রাজগঞ্জ, ১৬নং টিক্কারচর, ১৭ নং সূজানগর,	কুমিল্লা	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	১৮নং নুরপুর, ২০নং দিশাবন্দ, ২২নং শ্রীবল্লভপুর, ২৩নং জয়পুর, ২৪নং কোর্ট বাড়ী, ২৫নং দয়াপুর ২৫নং ধনপুর, ২৬নং গোয়ালমথন এবং ২৭নং ধনাইতরী।
চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	৪নং শাহ মাহমুদপুর, ৫নং রামপুর।	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	৩নং সুবদিপুর।
	কচুয়া	১নং সাচার, ২নং পাথৈই, ৩নং বিতারা, ৪নং পালাখাল, ৫নং পশ্চিম সহদেবপুর, ৬নং কচুয়া		হাজিগঞ্জ	২নং বাকিলা, ৩নং উত্তর কালচোঁ, ৪নং দক্ষিণ কালচোঁ, ৫নং হাজিগঞ্জ

জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনেরক্ষেত্রে ওয়ার্ডের নাম	জেলার নাম	উপজেলার/ থানার নাম	ইউনিয়নের নাম/পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের নাম
		উত্তর, ৭নং কচুয়া দক্ষিণ, ৮নং কাদলা, ৯নং কড়াইয়া, ১০নং গৌহাট উত্তর, ১১নং গৌহাট দক্ষিণ, ১২নং আশ্রাবপুর।			সদর, ৬নং পূর্ব হাটিলা, ৭নং পশ্চিম বরকূল, ৮নং পূর্ব বরকূল,১১নং পশ্চিম হাটিলা।
	শাহারাস্তি	১নং টামটা উত্তর, ২নং টামটা দক্ষিণ, ৩নং মেহের উত্তর, ৪ নং মেহের দক্ষিণ, ৫নং রায়শ্রী উত্তর, ৬নং রায়শ্রী দক্ষিণ।			
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	রাঙ্গামাটি পৌরসভা, ৩নং সাপছড়ি ইউনয়িন	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই কাউখালী	২নং রাইখালী, ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন ২ নং বতেবুনয়িা, ৩ নং ঘাগড়া, ৪ নং কলমপতি ইউনয়িন
খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	খাগড়াছড়ি সদর, ১নং পেরাছড়া,২নং গোলাবাড়ি, ঠাকুর ছড়া, ভাইবোনছড়া।	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	১নং লোগাং, ২নং চিংগি, ৩ নং পানছড়ি, ৪ লতিবান, ৫নং উলটাছড়ি।
	মহালছড়ি	৭নং মাইছছড়ি		রামগড়	রামগড় পৌরসভা, ১নং রামগড়, ২নং পাতাছড়া ইউনিয়ন।
বান্দরবান	লামা উপজেলা	৫নং ফাসিয়াখালী, ৭নং ফাইতং ইউনিয়ন।	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	১নং নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়ন
কক্সবাজার	সদর উপজেলা	১নং চৌফলদন্ডী, ৩নং পিএম খালী ৪নং খুরুশকুল ইউনিয়ন		পেকুয়া উপজেলা	১নং শীলখালী, ৫নং পেকুয়া সদর ইউনিয়ন।
কক্সবাজার	চকরিয়া উপজেলা	১নং কাকারা, ২নং কৈয়ারবিল, ১২নং বরইতলি, ১৭নং হারবাং এবং ১৪নং লক্ষ্যারচর ইউনিয়ন।	কক্সবাজার	রামু উপজেলা	১নং কচ্চপিয়া,২নং গর্জনিয়া, ৭নং রাজারকূল, ৮নং দক্ষিন মিঠাছড়ি, ৯নং খুনিয়াপালং ইউনিয়ন।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

লক্ষ্যঃ লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সংগঠিত করে পুঁজি গঠন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমেকর্ম সংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র হ্রাস ও ক্ষমতায়ন।

উদ্দেশ্যঃ

- সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে আত্মবিশ্বাস ও উন্নয়নে স্পৃহা সৃষ্টি করা।
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- স্থায়ী সম্পদ আহরণ ও এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- উৎপাদনমূখী কর্ম কান্ডের সাথে লক্ষিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের সম্পৃক্ত করন।
- সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্ঠি করা।
- উদ্যোক্তাদের জন্য মূলধনের সংস্থান করা।
- সকল উন্নয়ন কর্ম সূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখা।

প্রধান প্রধান কার্য ক্রম সমূহঃ

১) গ্রুপ ২) সঞ্চয় সৃষ্টি ৩) ঋন চাহিদা যাচাই বাছাই এবং ঋন বিতরন ৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৫) সচেতনায়ন কার্য ক্রম৬) সদস্যদের সম্পদ সৃষ্টি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ৭) রেমিটেন্স

চলমান প্রোডাক্টসমূহঃ

১. সঞ্চয় কর্ম সূচি

১.১) সাধারণ সঞ্চয় ১.২) মুক্ত সঞ্চয় ১.৩) মাসিক সঞ্চয়

২. ঋণ কর্ম সূচিসমূহঃ

২.১) জাগরণ ২.২) অগ্রসর ২.৩) সুফলন ২.৪) বুনিয়াদ ২.৫) অন্তর্ভূ ক্তিমূলক উন্নয়ন কার্য ক্রম ঋণ ২.৬) আইজিএ ঋণ ২.৭) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ ২.৮) জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঋণ ২.৯) স্যানিটেশন ডেভেলপমেন্ট ঋণ ২.১০) আবাসন ঋণ ২.১১) আরসিসি ঋণ ২.১২) আবাসন ঋণ ২.১৩) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীননমান উন্নয়ন ঋণ ২.১৪) অগ্রসর (এমডিপি) ২.১৫) অগ্রসর (এসইপি)

প্রকল্পের প্রধান ৫টি অর্জন (সংখ্যাসহ) [উল্লেখযোগ্য এবং Evidence ভিত্তিক]:

শাখার সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	সঞ্চয় স্থিতি	ঋণ স্থিতি	এ যাবত ঋণবিতরণ	উদ্বৃত্ত তহবিল	ক্রমপুঞ্জিভত আদায়ের হার
৬১	৮৯৯৬১	৬৪৫১৭	৮০,৩৬,২০,৮৮২	২২, ৬২, ৬৭,৩১,৫৮	১৬৭,০১,৩৫১,৫০০	২৮৪,৯০১,৮৪৯	৯৯%

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রয়োজনীয় আর্থি ক সহযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্য ায়ের নারীরাসমাজে আত্মনির্ভ রশীল হতে পারে।
- অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি সম্ভব

অর্থ নৈতিব কর্ম সূচির ঋণ ব্যবহার করে ছাগল পালন	অর্থ নৈতিব কর্ম সূচির ঋণ ব্যবহার করে সবজি ক্ষেত করছেন একজন পুরুষ

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)।

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১০ সাল হতে চলমান

দাতা সংস্থাঃ নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম । পানছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্ব ত্য জেলা । কাউখালী, রাঙ্গামাটিপার্ব ত্য জেলা।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ পরিবার কেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষে পরিবারে বিদ্যমান সম্পদের সর্বে াত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যাক্তির মানব মর্য াদা প্রতিষ্ঠিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- কর্ম সূচিতেঅংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবার সমূহকে ক্ষমতায়িত করা যাতে তারা টেকসই ভিত্তিতে তাদের দারিদ্র হ্রাস করে তা দূরীকরনের লক্ষ্যে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে পারে।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা বিশেষত: নারী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।

- স্থানীয় জনগোষ্টি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগে একযোগে কাজ করে প্রাকৃতিক দুর্যো গ মোকাবেলা এবং যাতে দুর্যো গ পরবর্তী পূনর্ব াসনে যথাযথ অবদান রাখা যায় সে ব্যাপারে কার্য কর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- দারিদ্র দুরীকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্য ায় থেকে ত্বরান্বিত, টেকসই দারিদ্র হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তাবায়নে সরকারী/এনজিও/বেসরকারী সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জন সমূহঃ

১. ২০২০-২১ অথ বছরে ২৪০ টি স্যাষ্টেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রায় ১২০০০ রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।
২. স্বাস্থ্য কার্য ক্রমের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়েছে ও শিশু মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে।
৩. শিক্ষা বৃত্তির মাধ্যমে ৭০ জন মেধাবী ও অসহায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ০৫ জন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে।
৪. যুব কার্য ক্রমের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, উগ্রবাদ ও সহিংসতা, ইভটিজিং এর মতো সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পেয়েছে।
৫. ২০২০-২১ অথ বছরে ৯৫ টি বৈকালিক পাঠদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩৭৫ জন শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠদান করানা হয় ।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- আর্থি কও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে ভিক্ষুক পুর্ন বাসন সম্ভব।
- সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দারিদ্রতা হ্রাস করা যায়।

চক্ষু ক্যাম্প-২০২১ এ চোখ পরীক্ষা করা হচ্ছে	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-সৈয়দপুর

৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়ন ও অর্থ নৈতিক উন্নয়ন।
প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৫ সাল হতে চলমান ।
দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ ও নিজস্ব অর্থ ায়ন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কুমিল্লা, ফেনী, কক্সবাজার ও চাঁদপুর।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে অধিকার ভিত্তিক বাঁধামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

- ২৪২৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের পরিবার।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. ২৪২৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংস্থার অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচির সাথে সম্পৃক্ত করণ, যার মধ্যে১৫২৬ জন ঋণ নিয়ে উন্নয়নমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে।
২. ৫১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সবজি চাষ, হাসঁ মুরগী পালন এবং গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান।

৩. ৫১ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আর্থি ক অনুদান প্রদান করা হয়।
৪. ৩৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়।
৫. নেতৃত্ব ও যোগাযোগ উন্নয়ন এর উপর ১০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

নিজের দোকানে কাজ করছেন আবদুল গণি	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১৫ তম বিশ্ব অটিজম দিবস পালন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- অর্থ নৈতিক সুবিধা পাওয়ায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী আয়বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্ম সূচি
প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৫ সাল হতে চলমান ।
দাতা সংস্থাঃ নিজস্ব তহবিল এবং পিকেএসএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, সন্ধীপ, চট্টগ্রাম ।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
প্রবীণদের মর্য দাপূর্ণ , দারিদ্রমুক্ত, কর্ম ময়, সুস্বাস্থ্য নিরাপদ সামাজিক জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা ও এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অর্জন সমূহঃ

- ২৪২৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সংস্থার অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচির সাথে সম্পৃক্তকরণ।
- চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার সৈয়দুপর ইউনিয়নের ১০০ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মাসে ৫০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদান হয়।
- ২৫ জন দরিদ্র ও চাহিদা সম্পন্ন প্রবীণ ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার, ক্যাচ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়।
- সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর এবং পৌরসভার এলাকার ১৩৫ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রদান করা হয়।
- ২২ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে মৃত্যু পরবর্তী সহযোগিতাকে প্রদান।
- ২৩২ জন প্রবীণ ব্যক্তি “প্রবীণ জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধ ণ ঋণ” নিয়ে উন্নয়ন কার্য ক্রম করছেন।

প্রবীন সোনালী উদ্যোগ টি স্টল এর জন্য আর্থি ক সহযোগিত প্রদান	সন্দ্বীপ উপজেলায় আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২১ এর আলোচনা সভা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রবীণ ব্যক্তিদের বয়স্ক ভাতা প্রদান করার ফলে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে পারছে।

- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবীণ ব্যক্তিরা সমাজে মর্য দারসাথে বসবাস করতে পারে।

৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কৃষি ইউনিট, মৎস্য ইউনিট এবং প্রাণী সম্পদ ইউনিট।
প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান ।
দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ ও নিজস্ব অর্থ ায়ন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- কৃষককে মাঠ পর্য ায়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা,

- বেকার যুবক ও নারীদের কৃষি (মৎস্য ও প্রানিসম্পদ সহ) উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কর্ম সংস্থান সৃষ্টি,

- নিরাপদ কৃষিজ উৎপাদনের বিভিন্ন পরিসেবা যেমন ফেরোমন ফাঁদ, গবাদি পশুর কৃমিনাশক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান, মাছ চাষের ক্ষেত্রে পানির গুনাগুন নির্ণ য় ইত্যাদি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রাণিসম্পদ কর্ম সূচীর মাধ্যমে খামারীদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ সরবারহ।
- নতুন প্রযুক্তি সুচনা ও অধিক প্রাণী উৎপাদনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।
- কৃষি নির্ভ ভর কর্ম সম্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা; খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কৃষিতে প্রাকৃতিক উৎসের বিকাশ সাধন করা।
- তৃণমূল পর্য ায়ে কৃষি নির্ভ ভর অর্থ নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া
- নির্দি ষ্ট এলাকায় ঋনী সদস্যদের মাঝে মৎস্য চাষের প্রদর্শ নী স্থাপন।
- নতুন নতুন মাছ চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে মাছ চাষীদের অবহিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ

১.ক্ষুদ্র ঋণ কর্ম সূচীর অন্তর্ভূ ক্ত সদস্য ২.পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ৩.বেকার যুবক ৪. কর্ম সংস্থান প্রত্যাশী নারী৫. -গোষ্ঠী ৬.উদ্যোক্তা ।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- আধুনিক ও অর্গানিক উপায়৯৫টি মাছ চাষের প্রদর্শনী পুকুর স্থাপন
- ২০ জন চাষীকে উচ্চমূল্যের মাছ ভেটকি, গলদা চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষে উৎসাহ প্রদান
- কৃষি খাতে কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ টি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কৃষি খাতে প্রত্যেক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ২৯২৬ কৃষককে বিনামূল্যে কৃষি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাণী সম্পদ খাত কর্তৃক ১৩টি প্রযুক্তিতে ১১০ টি প্রর্দশনী খামার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ১২৫ জন ঋণ গ্রহীতাকে প্রাণী সম্পদ পালন বিষয়ক ৫টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

কার্প- গলদা মিশ্র চাষের পুকুরের মাছ আহরনের দৃশ্য

নিরাপদ প্রাণি সম্পদ বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- আধুনিক উপায়ে মাছ চাষের মাধ্যমে নিরাপদ মাছ সরবরাহ করা হচ্ছে এলাকা জুড়ে।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, অনুদান ও যথাযথ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সফল আইজিএ বাস্তবায়ন সম্ভব।
- লাভজনক উপায়ে অল্প সময়ে অধিক মাংস উৎপাদন করার জন্য পেকিন হাস হতে পারে আয়ের অন্যতম উৎস।

৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট-এসইপি।
প্রকল্পের সময়কালঃ ফেব্রুয়ারী'২০২১ হতে জুন'২০২৩
দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ ও বিশ্ব ব্যাংক।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ মীরসরাই ,সীতাকুন্ড. চট্টগ্রাম ।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- মৎস্য চাষীদের মধ্যে পরিবেশগতভাবে টেকসই অনুশীলন গ্রহণ ও অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করা;
- মাছের পোনা, একুয়া-মেডিসিন, খাদ্য, প্রোবায়োটিক এবং সারের মতো মানসম্পন্ন উপকরণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা;
- মাছের উৎপাদন ও চাষীদের আয় বৃদ্ধি করা;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নত করা এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ মাছ চাষী ও মাছ চাষের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. ৬৫০জন মাছ চাষীকে ঋণ প্রদান।
২. ৫২৫ জন মাছ চাষীকে বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. পরিবেশ এর ভারসাম্য ঠিক রেখে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং ১২৭০টি প্রেকটিস বাস্তবায়ন।
৪. চাষীদের সাধারণ সেবা ঋণ প্রদান (২৫ জন)।

৫. মৎস্য কারিগরী কর্ম কর্তার মাধ্যমে ইপসার ১০০০ সদস্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বিনামূল্যে কারিগরী সেবা প্রদান।

হালদা কার্প মাছের নার্সারী পুকুর	আব্দুছ সালাম এর খামারে উৎপাদিত গুলসা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- মৎস্য চাষের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।
- আধুনিক প্রযুক্তির মৎস্য চাষের মাধ্যমে সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে।

৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ তামাক চাষ নিয়ন্ত্রন বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি।
প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ ।
দাতা সংস্থাঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন ও নিজস্ব অর্থায়ন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চকরিয়া, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- তামাকমুক্ত লাভজনক ফসলভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রচলন এবং ফসল চাষের পাশাপাশি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে কৃষকের বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা;

- তামাক পোড়ানোজনিত পরিবেশ দূসণ ও বৃক্ষ নিধন হ্রাস এবং তামাক উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করাসহ স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের নিরবিচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্য ক্রম নিশ্চত করা

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. তামাক চাষের বিকল্প ফসল চাষের জন্য ২০০ জন তামাক চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে চাষীদের মাঝে সার, বীজ ও বিবিধ উপকরণ (ফেরোমন ও রঙ্গিন ফাদ, পার্সিং ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে।
২. তামাকের বিকল্প উচ্চ ফলনশীল ও অধিক লাভজনক ফসল হিসাবে ব্রোকলি, টমেটো, আলু, মরিচ বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, শসা, চিচিঙ্গা,ঝিঙ্গা, করলা ও গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ করার জন্য ১৫০ জন চাষীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং ১২০জন চাষীকে উপকরন দেওয়া হয়েছে ; ফেরোমন ফাঁদ ও রঙিন ফাঁদ ব্যাবহার করে ১৫০ জন চাষীকে নিরাপদ সবজি চাষ করানো হয়েছে।
৩. ২০ জন চাষীকে "কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে প্লাষ্টিক ট্রেতে গুনগত মান সম্পন্ন বিভিন্ন মৌসুমী সবজির চারা উৎপাদন বিষয়ে" প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং তামাক চাষের পরির্ব তে মসলা(মরিচ,পিয়াজ, রসুন),তৈল (সরিসা) ও অর্থ করী ফসল(ফুল ও পান)চাষের জন্য ৪৫ জন চাসীকে উপকরন দেওয়া হয়েছে।
৪. উন্নত পদ্ধতিতে গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরন, পেকিন জাতের হাঁস পালন, কালার ব্যয়লার মুরগি পালন ও মাচায় ছাগল পালন বিষয়ক ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৮০ জনকে উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
৫. ২০০ জন তামাক চাষীকে অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (২); উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ (২); কৃষি ও প্রানীসম্পদ বিষয়ক কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ (৭) প্রদান করা হয়েছে।

মসলা ফসল উৎপাদন প্রদর্শনী	বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উৎযাপন-২০২২

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে কৃষকেরা লাভবান হচ্ছে এবং অন্য চাষীরা এতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।
- তামাক চাষের ফলে মাটির উর্ব রতা হ্রাস এবং স্বাস্থ্যের যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা চাষীরা অনুধাবন করতে পারছে ফলে তামাকের বিকল্প সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হচেছ ।
- মাচায় ছাগল পালন করলে রোগ আক্রমন কম হয় যা অতি লাভজনক তা কৃষকরা বুঝতে পারছে।

৮. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ “প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন” শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ ফেব্রুয়ারী/২১ হতে জুন/২২ ।
দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ ও নিজস্ব অর্থ ায়ন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে উদোক্তা তৈরী এবং কমসংস্থান সৃষ্টি ।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রক্রিয়াজাতকৃত ভোগ্য পণ্যের বাজার উন্নয়ন ; নতুন নতুন উদ্যাক্তা তৈরী; কর্ম সংস্থানেরমাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস করা; নিরাপদ ও আত্মর্নি ভরকৃষি উন্নয়ন সাধন করা; সারা বছর ব্যাপী পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা; কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠি।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহ:
১. দুইজন সাধারণ উদ্যোক্তাকে পণ্য উৎপাদন কোম্পানীতে রূপান্তরীত করা।
২. পণ্যের মোড়ক, প্যাকেজিং এবং প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য ট্রেডমার্ক ও বিএসটিআই অনুমোদনের জন্য আবেদন।
৩. স্বাস্থ্য সম্মতউপায়ে পণ্য উৎপাদন করায় এবং গুনগত মানের জন্য প্রকল্পের উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ভাটিয়ারী ক্যাম্পে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়।
৪. খামারের পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের সাথে যুক্ত নারী পুরুষদের কর্ম সংস্থানসৃষ্টি।

উদ্যাক্তাদের বিভিন্ন ধরণের মেশিনারীজ বিতরণ করছেন ইপসার প্রধান নির্ব াহী	উদ্যাক্তাদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শ ণ করছেন ইফাদএর কর্ম কর্তা

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- বর্তমান পেক্ষাপটে দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতির প্রতিযোগীতার বাজারে টিকে থাকতে হলে মানসম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য উৎপাদনের বিকল্প নেই।
- পণ্যের মোড়ক, প্যাকেজিং এবং বিএসটিআই এর অনুমোদন ব্যতীত আন্তর্জতিক প্রতিযোগীতা মূলক বাজারে টিকে থাকা কষ্টসাধ্য হবে

০৯. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।
প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই'২০১৯ -জুন'২০২২।
দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ ও নিজস্ব অর্থ ায়ন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রচলন।
- মাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক, ভেটকি মাছ চাষী।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. ৫০টি ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রদর্শ নী স্থাপন।
২. ২৫০ জন সদস্যকে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. ৫৪টি ভেটকি-কার্প-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ প্রতিরূপায়ন।
৪. ১০৫ জন চাষীকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ।
৫. ২১০ জন চাষীকে কারিগরী কর্ম কর্তার মাধ্যমে মাছ চাষে সেবা প্রদান

মাছ চাষের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান	মাছ চাষের পাশাপাশি পুকুর পাড়ে সবজি চাষ

প্রকল্পের মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- মাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।
- প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করলে পতিত পুকুর চাষের উপযোগী করা সম্ভব।
- প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করলে পতিত পুকুর চাষের উপযোগী করা সম্ভব।

১০. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ইপসা - বিএসআরএম লাইভলীহুড প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ ২০১৬-২০২১।
দাতা সংস্থাঃ বিএসআরএম।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ মীরসরাই, চট্টগ্রাম ।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ অর্থ নৈতিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগন ৪০০০০ টাকা পর্য ন্ত ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে।
২. ঋণ সুবিধার মাধ্যমে ৬০৯ জন নারী-পুরুষ বনের উপর নির্ভ রশীলতা কমিয়ে আত্ব-নির্ভ রশীল হচ্ছে।
৩. ৬৭ লক্ষ টাকা ঋণ স্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. বন নির্ভ রশীলতা কমিয়ে সদস্যরা বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করছে।
৫. ২০০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে কম্বল বিতরণ।

মিরসরাই শাখা থেকে বিএসআরএম ঋণ গ্রহন করছেন একজন সদস্য	বিএসআরএম ঋণ গ্রহন করে দোকান করছেন একজন পুরুষ সদস্য

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিজের স্বাবলম্বী করতে পারে।
- গাছ কাটা বন্ধ হওয়ায় পরিবেশ তার নিজের অবস্থানে চলে এসেছে।

১১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ উচ্চমূল্যের ফল ফসলের জাত সম্প্রসারণ এবং বাজারজাতকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প (আরএমটিপি)

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী/২২ থেকে ডিসেম্বর/২৪।

দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ ও নিজস্ব অর্থ ায়ন।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ উদ্যোক্তাদের টেকসই ভাবে আয়, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্ব ক জীবনমান উন্নয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহঃ

- পাহাড়ী অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল অর্থ করী ফল/ফসল চাষের প্রচলন ও টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর।
- উদ্যোক্তা সৃষ্টি/উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে টেকসই কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে মুনানফা বৃদ্ধি করা
- ভেল্যু চেইন এ্যাকটরদের সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উপকরণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্যকরনের মাধ্যমে অন্তর্ভু ক্তিমূলক বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রচলিত নার্স ারি গুলোকে কারিগরি এবং স্বল্প পরিসরে উপকরণ সহায়তা দিয়ে উদ্ভাবনী ও টেকসই করে তোলা।
- প্রযুক্তি সহযোগে কৃষকদের শ্রম ঘন্টা হ্রাসকরণ এবং উৎপাদন খরচ হ্রাসকরণ।
- উদ্যোক্তাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ পাহাড়ী নৃগোষ্ঠি এবং পাহাড়ে বসবাসরত বাঙ্গালী ফল চাষী

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. প্রকল্পের কাঁযক্রমের সাথে সংপৃক্ত বিভিন্ন কোম্পনী যেমন-ইস্পাহানী, এসিআই, ব্র্যাক নার্স ারী, কৃষক মেশিনারীজ, ন্যাশনাল এগ্রিকালচার ইত্যাদি কোম্পানীর সাথে সমঝোতা চুক্তি স্মাক্ষর সম্পন্ন করণ।

২. প্রকল্প এলাকার কৃষকদের উচ্চমূল্যের ফল চাষে উদ্বুদ্ধকরণ এবং তাদের বাগান করতে আগ্রহ প্রকাশ।

৩. কবো জরিপ অ্যাপ এর মাধ্যমে ৫০০০ বাগানীর/কৃষকের জরীপ কাজ সম্পন্ন।

৪. পরিবেশ, জলবায়ু, পুষ্টি ও সামাজিক ইস্যু বিষয়ক ৯টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন । উক্ত প্রশিক্ষণের ফলে কৃষকরা পরিবেশ, জলবায়ু, পুষ্টি ও সামাজিক ইস্যু বিষয়ক ধারণা লাভ করেছে এবং ব্যাক্তি জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে অবদান রাখছে।

৫. জৈব পদ্ধতিতে ফসল চাষাবাদের ২০ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে কৃষকরা জৈব চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছে এবং নিরাপদ ফল উৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

সদস্যদের সাথে সচেতনতা সভা	ফল চাষীদের বিভিন্ন ফলের চারা বিতরণ

প্রকল্পের মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- উচ্চমূল্যের ফল চাষের ফলে অল্প জমি থেকে অধিক লাভবান হওয়া যায় এবং এ চাষ দেশীয় জিডিপিতে গুরুত্বপূ ণ ভূমিকা রাখে।
- কফি, কাজুবাদাম, পামেলো, গোল মরিচ ইত্যাদি উচ্চমূল্যের ফল চাষাবাদের ফলে আমদানী নি ভরতা কমবে এবং দেশীয় অর্থ নীতি শক্তিশালী হবে।
- কৃষক উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক।বিভিন্ন ধরণের আত্ম উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণের ফলে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং কৃষির উন্নতি সাধন হয়।

১২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর অধীনে “নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন” শীর্ষ ক উপপ্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারি, ২০২২-ডিসেম্বর, ২০২৪।
দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ, ইফাদ,ডানিডা ও ইপসা ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ভ্যালু চেইন কর্ম কান্ডে মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয়, খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি পরিস্থিতি স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি হবে। অর্থা ৎ উপপ্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ৭০ শতাংশ উদ্যোক্তার ন্যূনতম ৫০ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ৩০ শতাংশ প্রকল্পভুক্ত সদস্যরা তাদের নিয়মিত খাদ্য তালিকায় পুষ্টিমান সমৃদ্ধ খাবার যুক্ত করতে সক্ষম হবে।
- প্রকল্পের সহায়তাপুষ্ট নির্ব াচিত গ্রামীণ পণ্যের ভ্যালু চেইন টেকসইভাবে উন্নয়ন হবে।
- উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৮০ শতাংশ উদ্যোক্তার নিরাপদ প্রাণীসম্পদ সংশ্লিষ্ট উদ্যোগের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ফলে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ন্যূনতম ৩০ শতাংশ ও ব্যবসায় মুনাফা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্টীঃ ২৫০০০ জন ক্ষুদ্র ঋণ কার্য ক্রমের অন্তর্ভু ক্ত সদস্য
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- ২৫০০০ উপকাভোগীর সার্ভে সম্পন্নকরণ।
- ২৫০ কন্টাক্ট খামারী তৈরী।
- মার্কেট লিংকেজের জন্য ১০ টি সম্মুখ বাজার বা ফরোয়ার্ড মার্কেট তৈরী।
- ১৫ টি প্রাণিসম্পদ খামারকে ১০ প্রকার ৪৩ টি যান্ত্রিকীকরণ সামগ্রী (দুধ দোয়ানো মেশিন, ক্রীম সেপারেটর, ঘাস কাটার মেশিন, মিল্ক ক্যান ইত্যাদি) প্রদান।

- ৩৭ টি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পের মাধ্যমে ১৮৫০০ প্রাণিকে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান।

প্রাণি চাষী সদস্যদের গাড়ল ও প্রদর্শণী সাইণ বিতরণ	ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন এর গরুকে টিকা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- মাছ চাষের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব
- প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করলে পতিত পুকুর চাষের উপযোগী করা সম্ভব।

১৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ইপসা বিএসআরএম সমন্বতি খামার উন্নয়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ সেপ্টেম্বর/২১ থেকে অক্টোবর/২২(১২ মাস)।
দাতা সংস্থাঃ বিএসআরএম।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, মীরসরাই, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত টেকসই কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং বেকারত্ব হ্রাস করা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- কৃষকদের পেশাদার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- টেকসই সমন্বিত কৃষি খামারের মাধ্যমে উন্নত জীবিকা এবং পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা।
- আধুনিক কৃষি চর্চ ার মাধ্যমে কীটনাশক মুক্তচাষাবাদ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ৮০০ জন প্রান্তিক কৃষক
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

- প্রকল্পের সহযোগীতায় ২০ জন কৃষক বসতভিটায় সারা বছর ব্যাপী সবজি চাষাবাদ করছে।
- এ পর্য ন্ত৫৪০ জন কৃষককে বিভিন্ন ধরণের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জৈব চাষাবাদে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ৫৪০জন কৃষককে সেক্স ফেরোমোন, কালার ট্যাপ, বায়োডার্মা ইত্যাদি জৈব উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
- কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ইপসা এইচআরডিসি প্রাঙ্গানে একটি প্রদর্শ নী প্লট স্থাপন করা হয়েছে।
- উচ্চমূল্যের সবজি চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল বীজ যেমন –ব্রোকলি, লাল বাঁধাকপি, শালগম ইত্যাদি বীজ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্প কার্য ক্রম পরিদর্শ নে বিএসআরএম প্রতিনির্ি	সদস্যদের বীজ ও উপকরণ বিতরণ

প্রকল্পের মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- কালার ট্যাপ, সেক্স ফেরোমন, জৈব সার ইত্যাদি জৈব উপকরণ ব্যবহার করে নিরাপদ সবজি উৎপাদন সম্ভব।
- সমন্বিত খামারের বিভিন্ন উপাদানগুলো সঠিক ব্যবহারের ফলে খামারের উৎপাদন ব্যয় কমে এবং সকল উপাদানগুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়।

১৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ইউএসএআইডি'স ইয়ুথ এন্ট্রপ্রোনিয়রশীপ এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট সাপোর্ট (ইয়েস) একটিভিটি ফর কক্সবাজার।

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ৬,২০২০ হতে জানুযারী৫,২০২৩।

দাতা সংস্থাঃ রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল-ইউএসএআইডি ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ, কক্সবাজার ।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ কক্সবাজার জেলার রামু, উখিয়া , টেকনাফ এবং কক্সবাজার সদর উপজেলার ১৪-৩৫ বছরের স্থানীয় নারী ও পুরুষ যুবদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূ্ল্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্ম সংস্থান ও সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলে সংঘর্ষে র ঝুঁ কি কমানো এবং সামাজিক সহতির পরিবেশ সুষ্টি করাই এ কার্য ক্রমের মূল লক্ষ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব, জেন্ডার সমতা, কভিড১৯, ডিএনএইচ, সমবায় সমিতির মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নও সহনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ডিএনএইচ, রিসোর্স সেন্টার কার্য ক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সংহতির পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ হোস্ট কমিডিনিটি , কক্সবাজার।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. কক্সবাজারের ৪টি উপজেলা (রামু, সদর, উখিয়া ও টেকনাফ) এর হোস্ট-কমিউনিটির 1004 Rb যুবকের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের চাকুরির জন্য চাকুরি দাতা প্রতিষ্টানের সাথে সংযোগ।

৩. যুব উদ্যোক্তা সুষ্টির জন্য অথনৈতিক প্রতিষ্টনের সাথে সংযোগ।

৪. সরকারী কর্ম কর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পেরযুবদের সুযোগ প্রদান।

৫. টেকসই উন্নয়নের জন্য স্থানীয় যুব নেতৃত্বে রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা৷

৬. উচ্চমূল্যের সবজি চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল বীজ যেমন –ব্রোকলি, লাল বাঁধাকপি, শালগম ইত্যাদি বীজ প্রদান করা হয়েছে।

সেলাই প্রশিক্ষণ	বসত বাড়িতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- ই লার্নিং এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবান সম্ভব।
- কারিগরি ও বুত্তিমূলক প্রশিক্ষণে ডিজিটাল সলিউশান।
- সামাজিক সংহতি সুরক্ষায় ডু নো হার্ম প্রশিক্ষণ।

১৫. কর্মসূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ জীবিকা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত
দাতা সংস্থাঃ সামিট এলএনজি টার্মিনাল কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ মহেশখালী, কক্সবাজার।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
নিরাপত্তা নিষেধাজ্ঞা অঞ্চল, দীর্ঘ ভ্রমণের সময় এবং অ্যাক্সেস, জেলেদের মাছ ধরার স্থানে পৌঁছাতে ব্যাঘাত (১০, ২০, ২২ অশ্ব শক্তি সম্পন্ন ইন্জিন চালিত নৌকা) নিয়ে যারা দৈনিক মাছ ধরে তাদের জীবিকা উন্নয়নের পরিকল্পনা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়।
প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহঃ
১. ৪০৮ টি গ্রুপ মিটিং ও সচেতনতা মুলক অধিবেশন সম্পন্ন।
২. বোট মেরামত প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচে ১৮ জন সম্পন্ন।
৩. ৮০ জন তালিকা ভুক্ত মহিলা জেলেকে মাছ ধরার উপকরণ (জাল ও বরঁশি) প্রদান সম্পন্ন।
৪. ১০ জন তালিকা ভুক্ত জেলে পরিবারের মহিলাকে ১০ টি সেলাই মেশিন প্রদান সম্পন্ন।
৫. ৪০ জন তালিকা ভুক্ত জেলে পরিবারের মহিলাকে মাছ শুকানোর প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান সম্পন্ন।

মাছ শুকানোর প্রশিক্ষণ ও উপকরণ প্রদান	বোট মেরামত প্রশিক্ষণ প্রদান

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সচেতনতা মুলক অধিবেশনের ফলে কমিউনিটি পর্য ায়েএকে অপরের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় (দুর্যে াগমোকাবেলা, তামাক, মাদক, সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ, নিরাপদ পানি ও সুস্থ অভ্যাস, মানব পাচার রোধ) ইত্যাদি বিষয়ে বার্তা সহজে দিতে পারা।
- জেলেদের জীবিকার বিভিন্ন দিক যেমন মাছ ধরা ছাড়াও বোট মেরামত, জাল তৈরী, টেইলরিং, মাছ শুকানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে বিকল্প আয় করছে।

১৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ছাগল বিতরণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কর্ম সূচী
প্রকল্পের সময়কালঃ ১লা জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং।
দাতা সংস্থাঃ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-বিএনএফ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ সীতাকুন্ডের দরিদ্র মানষের জীবন জীবিকার স্বচ্ছলতা আনায়নের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি নির্ব াচন করা হয়েছে।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী নারী পুরুষ।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. প্রতিটি ছাগী ইপসা'র মাধ্যমে ভ্যাকসিন পেয়েছে।
২. প্রতিবন্ধী পরিবারগুলোর প্রশিক্ষণ পরবর্তী ছাগল পাওয়ায় ছাগল পালনে তারা যত্নশীল হয়েছে।
৩. ইতিমধ্যে ৪টি ছাগী বাচ্চা দেওয়ার উপযোগী হয়েছে।
৪. ছাগীগুলো বাচ্চা দিলে উপকারভোগী পরিবারগুলো আর্থি কভাবে স্বচ্ছল ও লাভবান হবে।
৫. ছাগীগুলোর অসুস্ততায় ইপসার পশু চিকিৎসকের সেবা পেয়ে থাকে।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রতিটি উপকারভোগী ছাগল পালনে প্রশিক্ষিত, তাই ছাগীর যত্ন নিবে ভালভাবে।
- ছাগীগুলো বৎসরে ২ বার বাচ্চা প্রসব করবে . পরিবারগুলো তাড়াতড়ি আর্থি কভাবেলাভবান হবে।
- ছাগীর দুধ পরিবারের পুষ্টি মিটাবে।
- দুধ বিক্রি করে আর্থি কভাবে লাভবান হতে পারবে। ছাগী বাচ্চা বড় হলে বিক্রি করে আয় করা যাবে।
- প্রতিজন উপকারভোগী একজন উদ্যোক্তা হবেন। অন্যরাও তাদের দেখে উৎসাহিত হবে।

১৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ ইপসা ইউএসএফএস- ক্যাম্পাস প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ আগস্ট ২০২১- জানুয়ারি ২০২২ ও ফ্রেবরুয়ারি ২০২২- সেপ্টেম্বর ২০২২
দাতা সংস্থাঃ ইউএসএফএস ও ইউএসএইড।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ কক্সবাজার সকল উপজেলা।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- নির্ব াচিত এলাকায় যুবকদের কার্য কর কর্ম শক্তি ও দক্ষতা উন্নত করা।
- কার্য কর কর্ম সংস্থানের খাতে যুবদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি।
- পরিবেশগত স্টুয়ার্ড শিপ তৈরি করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ১৮-২৯ বছর।

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. এই উদ্যোগটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, পরিষেবা এবং ইন্টার্ন শিপের মাধ্যমে দক্ষ ব্যবসায় এবং পরিবেশগত স্টুয়ার্ড শিপের নেতাদের বিকাশের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে। এই উপাদানটির লক্ষ্যবস্তু জনসংখ্যা ছিল সুবিধাবঞ্চিত এবং প্রান্তিক যুবকদের বয়স ১৮-২৯ বছরের মধ্যে যারা কক্সবাজারে এসএসসি পাস করেনি।

২. প্রথম কোহর্ট এ৩৯ জনের সাথে ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন (ওয়াইপিএসএ) প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করছে।

৩. প্রোগ্রামটি ৩৯ জন যুব প্রশিক্ষণ পাশাপাশি নেতৃত্ব, উপযুক্ত ট্রেডস, তরুণদের পরিবেশগত স্টুয়ার্ড শিপ এবং অন্যান্য। ইপসা বিভিন্ন ট্রেডের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যেমন যুব নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, সক্রিয় নাগরিক প্রশিক্ষণ, যুব স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং গণিত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত অংশ থেকে ইপসা টেইলারিং কোর্সে র উপর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে।

৪. ওয়াইসিসি প্রশিক্ষণের ১ম দলটি ৩৯ (১৭ জন মহিলা এবং ২২ জন পুরুষ) প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১-এ সম্পন্ন হয়েছিল এবং ০৩ জানুয়ারী ২০২২ থেকে জানুয়ারী ২০২২ পর্য ন্ত কর্ম সংস্থান সহায়তা সহ যার ভিতর১৩ জন ৩ মাসের প্রশিক্ষণ ও এক মাসের ইন্টার্ন শিপ শুরু হয়েছিল ।

৫. ২য় ব্যাচে দলে ইপসা ১৩ ওয়াইসিসি প্রশিক্ষণার্থীকে টেলারিং কোর্সে র উপর১৫০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্য ক্রম পরিচালনা করেছে।

ওয়াইসিসি গ্র্যাজুয়েটদের সাথে চৌফুলডোনিতে কমিউনিটি অ্যাকশন প্রজেক্ট।	এসডিজি ইয়ুথ সামিট ২০২২ এ ওয়াইসিসি অংশগ্রহন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- আয় সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ট্রেডগুলি তরুণদের কাছে খুবই জনপ্রিয় এবং এর কর্ম সংস্থানেরসুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
- কক্সবাজার হল বিশ্বের দীর্ঘ তমসমুদ্র সৈকত, সেখানে ১০০০ টিরও বেশি হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউস এবং রেস্তোরাঁ রয়েছে। এবং বেশিরভাগ মানুষ পর্য টনএবং মৎস্য সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে জড়িত, যাতে এটি দুর্দ ান্তহবে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশদূষণ, খাদ্যাভাব, কর্ম সংস্থানেরসংকট প্রভৃতি নানা সংকটের আবর্তে পৃথিবী নিপতিত। সাম্প্রতিক কালে উষ্ণায়ন এবং তৎসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ।সম্প্রতী, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইপসা পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচীর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা এবং অভিযোজন এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস,প্রতিক্রিয়া এবং দুর্যোগের শিকারদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক প্রক্রিয়া ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নীতকরনে সরকারের পাশাপাশি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে, ইপসা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচীর আওতাধীন নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচি
০১	চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুন্ডে ইকোট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন'' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প
০২	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
০৩	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ

১. কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ চট্টগ্রামের মিসরাই ও সীতাকুন্ডে ইকোট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন'' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়নপ্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী ২০২১ –জুন ২০২৩)।
দাতা সংস্থা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও নিজস্ব অর্থায়ন।
প্রকল্পের কর্মএলাকাঃ সীতাকুন্ড,মিরসরাই, চট্টগ্রাম ।
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মান (ব্যবসায় মুনাফা বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও মজুরী শ্রম সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত) উন্নয়ন।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ
পরিবেশ বান্ধব আধুনিক পর্যটন সরঞ্জামাদি, উপকরণ এবং সার্ভিস নিশ্চিতকরণ। দক্ষ সার্ভিস প্রোভাইডার ও সার্ভিস সহযোগী উন্নয়নের মাধ্যমে গুণগত সার্ভিসের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইকো-ট্যুরিজম সার্ভিসের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে পর্যটকের সংখ্যাবৃদ্ধি। ইকোট্যুরিজমের উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের মাঝে আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রকল্প এলাকার পযটন স্থানের স্থানীয় নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠী
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. হোম স্টে সাভিস উন্নয়ন: এ পযন্ত প্রকল্পের মাধ্যেমে মোট ২৪টি বাড়িকে অনুদানের আওতায় পযটকদের জন্য হোম স্টে হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি সাভিস প্রোভাইডার মাসে গড়ে ৪০ জন পযটককে সেবা দিয়ে থাকে।
২. ১২২ সাভিস প্রোভাইডারদের ইকোটুরিজম এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ওয়াকসপ প্রদান ।
৩. ৩টি ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন
৪. ১০ জন স্থানীয় যুবক যুবতীকে হাউজ কিপিং প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় । প্রশিক্ষন গ্রহনের মাধ্যমে হোম স্টে সাভিস প্রদানের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সংস্থান হয়েছে।
৫. ১০ জন যুবককে ফটোগ্রাফীর প্রশিক্ষণ প্রদদান করা হয়েছে।

বিউটিফিকেশনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন কিছু তুরুণী	ট্যুরগাইড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন কিছু তরুণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- পরিবেশে সংরক্ষন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পকে স্থানীয় জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষনে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় বেকার যুবক যুবতীদের পর্য টনসংশ্লিষ্ট কাজে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের দৈন্যতা দূরীকরনে ভূমিকা রাখছে।

০২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন এলাকায়প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।
প্রকল্পের সময়কালঃ জুন ২০২২ হতে মে ২০২৫।
দাতা সংস্থাঃ ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন (বন্দর,চান্দগাও. পাঁচলাইশ, কোতয়ালী, বাকলিয়া, হালিশহর, বায়েজিদ, খুলশী)।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পো রেশন এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করা।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃক্লিনার্স সার্ভিস অরগানিজেশন, উদ্যোক্তা, বর্জ্য সংগ্রহকারী, রিসাইক্যালার, বর্জ্য মেনুফ্যাকসারার, সিটি কর্পো রেশনের আওতাধীন বসবাসরত জনগোষ্ঠী।
প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. প্রকল্প কর্তৃক প্রায় ১৯৪ জন সিএসও এবং তাদের অধীনে প্রায় ১৭৫৯ ওয়েস্ট পিকারদের নির্ধ ারিতসিলেকশন টুলসের মাধ্যমে নির্ধ ারণ
২. নির্ব াচিতসিএসওদের বর্জ্য সংগ্রহ সম্পর্কিত একটি বেইসলাইল সার্ভে সম্পাদন।
৩. প্রকল্পের নির্ধ ারিতওয়ার্ডে বর্জ্য কালেকশনের সাধারণ স্থান, এসটিএস, কনটেইনার বিন, প্রধান প্রধান স্থাপনা, ব্যক্তি চিহ্নিত করণে ৪১ টি রিসোর্স ম্যাপিং সম্পাদন ও বুকলেট প্রকাশ।
৪. প্রায় ২৩০০ জন ওয়েস্ট পিকারদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্লাস্টিক পলিথিন সংগ্রহে ৫৪ টি ক্যাপাসিটি ডেবলপম্যান্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।
৫. ১৭০০ জন ওয়েস্ট পিকার ১৯৪ জন সিএসও'র অধীনে মোট ৩২০০ টন বর্জ্য সংগ্রহ।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো: মোবারক আলীর সাথে প্রকল্পের মতবিনিময় সভা	সিএসও ও ইপসা'র মাঝে সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- অনেক ওয়েস্ট পিকার স্বাধীনভাবে বর্জ্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী। কোন উদ্যোক্তা বা কোন দোকানের নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে আগ্রহী না।
- সিএসও/ ভাংগারি দোকানগুলো ব্যাংকিং মাধ্যমে লেনদেন ও একাউন্ট তৈরিতে অনাগ্রহ। তারা সনাতন পদ্ধতিতে কাজ করতে আগ্রহী। তাদের অধিকাংশ লেনদেন নগদ বা ক্যাশে পরিচালিত হয়। তারা মনে করে তাদেরকে ভ্যাট ট্যাক্সের আওতায় আনার জন্য এই কার্য ক্রম
- পলিথিন সংগ্রহ করে রাখতে গেলে সিএসওদের দোকানে অতিরিক্ত স্থানের প্রয়োজন হয়। যেটা অনেক স্ক্রাপ দোকানদারের পক্ষে সম্ভব হয় না।
- চলমান বর্ষাতেপলিথিন সংগ্রহ হ্রাস ও ভেজা পলিথিন বিক্রিতে বিভিন্ন বাধার সৃষ্টি হয়। পলিথিন বেজা থাকলে তখন সংগ্রহ তুলনামূলকভাবে কমে যায়। ভেজা পলিথিনগুলো শুকানোর জন্য অতিরিক্ত শ্রম, স্থান ও লোকবলের প্রয়োজন হয় ।
- সিএসও/ ভাংগারি দোকানগুলো শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে আগ্রহী। কিন্তু তারা ব্যাংকিং মাধ্যমে লেনদেনে অনাগ্রহী।

০৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব াঞ্চলীয়উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ পর্য ন্ত

দাতা সংস্থাঃ ক্লাইমেট জাস্টিস রেজিলিয়েন্ট ফান্ড (সিজেআরএফ) ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ বাঁশখালী-চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া-কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব াঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার জলবায়ুস্থানচ্যুত অসহায় মানুষদের অধিকার ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহঃ

- জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষ ও যুব জনেগোষ্ঠীর দক্ষতাবৃদ্ধি করা যাতে তারা তাদের টেকসই জীবিকার উন্নয়ন ও প্রাপ্য অধিকারসমূহ দাবী করতে পারে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুতির সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে প্রয়োজনীয় এডভোকেসি করা।
- নিরাপদ স্থানে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মৌলিক চাহিদার সুযোগসহ আশ্রয় সুবিধা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগে স্থানচ্যুত মানুষ ও যুব জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১ . ৮টি জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারকে ইপসার ক্রয়কৃত জমিতে ২ কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা ঘরে গভীর নলকূপ, স্যানিটেশন ও জীবিকার সুবিধাসম্পন্ন পুনবার্স ন করা হয়েছে

২ . ২০ টি পরিবারের মাঝে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩ . ৫টি গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রায় ৪০০ পরিবারেরর জন্য নিরাপদ বিশুদ্ধ পানির সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৪ . টেইলারিং প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নের পর ১০ জন জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারের নির্ব াচিতমহিলা সেলাই মেশিন পাওয়ার পর স্বাবলম্বী হয়ে পরিবারের অর্থ নৈতিকস্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৫ . জলবায়ু সচেতনতা বিষয়ক আন্তজা**র্তিক** সম্মেলন কোপ-২৬ এ ইপসার উপ-পরিচালক এবং প্রকল্পের ফোকাল পারসন জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন ও জলবায়ু স্থানচুতি নিয়ে উপস্থাপন করেন যার কারণে ষদ ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে এডভোকেসি কার্য ক্রমের ফলে বাঁশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলা প্রশাসন৫টি আশ্রয়ন প্রকল্প চালুর মাধ্যমে নদী ভাঙ্গনের শিকার বাস্তুচ্যুত মানুষ, ভূমিহীন ও আশ্রয়হীন ৮০ জনকে ঘর প্রদান, ভূমিহীন সনদ প্রদান ও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্ম সূচির আওতায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের অন্তর্ভূ ক্ত করছে।

পূনর্ব াসিত পরিবাঃ	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে গ্রহীতাদের মাঝে ইনপুট সহায়তা বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর সমস্যাগুলো সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের কাছে পৌঁছাতে স্থানীয় মানুষেদের সমন্বয়ে গড়া কমিউনিটি টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে দারিদ্রতা বিমোচনের সাথে সম্পর্কিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যাপকতা ও বিকল্প জীবিকায়নের বৈচিত্রতা বাড়াতে হবে।
- জলবায়ু স্থানচ্যুত পরিবারদের পুনবার্স নের উদ্যোগ নেয়ার সময় দূর্যে াগ ঝুঁ কিমুক্ত উঁচু স্থান, জনগোষ্ঠীর বসবাসস্থলের আশেপাশে, জীবিকায়নের সুযোগসম্পন্ন এলাকা অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় কমিউনিটি টিমের
- সদস্যদের মতামতের মাধ্যমে সার্বি ককার্য ক্রমগ্রহণ করা উচিত।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং মানবিক সাড়াদান

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসও মানবিক সাড়াদান

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ।সম্প্রতী, মানব সৃষ্ট দুর্যোগ এর সংখ্যা ও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে আগত জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তাকরণে ইপসা, সরকার ও দাতা সংস্থাদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে ইপসা প্রথম থেকে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে, ইপসা দুর্যোগঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে নিম্নোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

ক্রম নং	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা বিষয়ক কর্মসূচী
০১	**General Food Assistance (GFA) Programme**
০২	কোভিড ১৯ এফেকটেড রোডিঙ্গা এন্ড হোস্ট কমিউনিটি ইকোনোমিক রিকভারি এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট ইন্ কক্সবাজার, বাংলাদেশে।
০৩	কক্সবাজারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হোস্ট সম্প্রদায়ের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা সহায়তার জন্য বহুমুখী ক্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জরুরি প্রয়োজন মোকাবেলা করা ।
০৪	"Emergency NFIs and Cash Grant Supports to the Massive fire affected people in the Camps & Host Communities In Ukhia of Cox's Bazar
০৫	ইমারজেন্সি মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স (EMRCRP)-চ্যাম্পিয়ন অব চেইঞ্জ (CoC) প্রজেক্ট
০৬	Food Distribution Project 2021 for Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) Shifted to Bhasan Char under Noakhali District of Bangladesh
০৭	Food Distribution Project for Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) in Bhasan Char, Noakhali District, Bangladesh-2022
০৮	Bangladesh Qurbani Project 2022
০৯	Proyash-II (Building Urban Resilience in Dhaka and Chattogram)

১. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ General Food Assistance (GFA) Programme

প্রকল্পের সময়কালঃ জানুয়ারী, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ WFP (বিশ্ব খাদ্য কর্ম সূচি)।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ই-ভাউচার এবং সদৃশ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের পছন্দের খাদ্য পণ্য নির্ব াচনকরার স্বাধীনতার সুবিধার্থে রোহিঙ্গা শিবিরে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে প্রোটিন-সমৃদ্ধ আইটেম হিসাবে খাদ্যতালিকাগত বৈচিত্র্যকে উন্নত করতে ১৯৮৩৪ পরিবার -এর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম **২১০০** kCal নিশ্চিত করা জরুরী সময়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা শরণার্থী যারা কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাস করছেন।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ই-ভাউচার আউটলেটের মাধ্যমে তাদের পছন্দের খাদ্যপণ্য নির্ব াচনকরার স্বাধীনতা রয়েছে। জানুয়ারী ২০২২ থেকে জুন ২০২২ পর্য ন্তYPSA GFA প্রকল্পটি প্রতি মাসে গড়ে ১৯৩৭৩ পরিবারকে সংগঠিতকরণ এবং খাদ্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধ ারণকরেছে যেখানে অর্জনটি প্রতি মাসে গড়ে ১৮৮০৮ পরিবার যা মোট লক্ষ্যের ৯৭.০৮ %।

২. এই সময়ের মধ্যে YPSA GFA দ্বারা মোট ২৪ টি খাদ্য অপারেশন মিটিং সংগঠিত এবং পরিচালিত হয়েছিল যা গুণগত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য CIC এবং অন্যান্যদের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করেছিল।

৩. YPSA GFA জানুয়ারী ২০২২ থেকে জুন ২০২২ পর্য ন্তক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যাকে মোট ১৮৬৯০ প্যাকেট খাবার সরবরাহ করেছে। এই প্রতিক্রিয়াটি অগ্নি ক্ষতিগ্রস্ত, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত, পরিবারের স্থানান্তর, ক্যাম্পে নতুন আগমন এবং সুরক্ষা ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

৪. এই সময়ের মধ্যে YPSA GFA টিম ৩৪১৪ জনের সাথে ৬৯৮ টি পরিবারকে ৩. ৪৯ মেট্রিক টন ফোর্টি ফাইডবিস্কুট দিয়ে সাড়া দিয়েছে।

৫. প্রকল্পের গুণমান এবং প্রভাব পর্য বেক্ষণেরজন্য এই সময়ের মধ্যে 2টি পোস্ট ডিস্ট্রিবিউশন মনিটরিং সার্ভে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।

FFC-D5 আউটলেটে প্রধান নির্ব াহী: পরিদর্শ ন

ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য দ্রুত খাদ্য বিতরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্পের কার্য ক্রমসুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সিআইসি অফিস সহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- নিয়মিত ফলো-আপ এবং মাঠ পর্য বেক্ষণপরিদর্শ নমাঠ পর্য ায়েগুণমান বাস্তবায়নের জন্য কার্য করএবং কর্মীদের এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে অনৈতিক ক্ষমতা অনুশীলনের ঝুঁ কি কম করে।
- অগ্রিম অবকাঠামো এবং বর্ষ ারপ্রস্তুতির প্রাথমিক মূল্যায়ন অপারেশনকে সহজ করে তোলে এবং সুবিধাভোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

২. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কোভিড ১৯ এফেকটেড রোহিঙ্গা এন্ড হোস্ট কমিউনিটি ইকোনোমিক রিকভারি এন্ড রেসপন্স প্রজেক্ট ইন্ কক্সবাজার, বাংলাদেশে।

প্রকল্পের সময়কালঃ ফেব্রুয়ারী ২০২১- মে ২০২২ ।

দাতা সংস্থাঃ সলিডার সুইচ।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

কক্সবাজার জেলায় কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার পুনরুদ্ধারে অবদান রাখা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ উখিয়া উপজেলার স্থনীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের প্রধান অর্জনসমূহঃ

১. ২৫৪০ জন স্থানীয় জনগোষ্ঠী শর্তসাপেক্ষে অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে তাদের জীবিকা পুনরায় শুরু করতে পেরেছে।

২. ৫৪৩৫ জন অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী শর্তহীন অর্থ সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে।

৩. ১৯৩০ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী স্বল্প মেয়াদী কাজের বিনিময়ে টাকা লাভ করে তাদের নিত্য প্রয়োজন উন্নত খাদ্য ও চিকিৎসা চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়েছে।

৪. ২২৫৯৩ জন স্থানীয় জনগোষ্ঠী সরকারী "সুরক্ষা এ্যাপস" এর মাধ্যমে কোভিট টিকা গ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে সক্ষম হয়েছে।

৫. ৪০১৭ জন স্থানীয় জনগোষ্ঠী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর মাধ্যমে টিকা গ্রহণ করেছে।

ক্যাম্প ০৯ এ ক্যাশ ফর ওয়ার্ক পরিদর্শন করছেন সম্মানিত সিআইসি	সিসিএম এ অংশগ্রহণকারী জনগণের একাংশ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

সহযোগিতা পেলে গ্রামের নারীরা আয় বর্ধনমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে নিতে পারে। প্রকল্প থেকে সহযোগিতা নিয়ে কিছু মহিলা সেলাই মেশিন ক্রয় করে তাদের পরিবারের জীবিকা অর্জনে সহযোগিতা করছে।

৩. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ কক্সবাজারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হোস্ট সম্প্রদায়ের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা সহায়তার জ বহুমুখী ক্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জরুরি প্রয়োজন মোকাবেলা করা ।

প্রকল্পের সময়কালঃ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১ - ১৯ জানুয়ারী ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ আইআরসি।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ রামু ও চকরিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ চকরিয়া ও রামু উপজেলার বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য জরুরি নগদ সহায়তা এবং মর্যাদা ও স্বাস্থ্যবিধি কিট সহায়তা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যেঃ : কক্সবাজার জেলার চকরিয়া ও রামু উপজেলায় সাম্প্রতিক প্রবল বন্যায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীকে নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী (চাউল, ডাল, চিনি, চিড়া, লবণ, তেল, খেজুর, আলু, পেয়াঁজ, মরিচ গুড়া, শিশুদেরজন্য দুধ) কেনার জন্য এমএমটি (মোবাইল মানি ট্রান্সফার)'র মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান, করোনা মহামারী প্রতিরোধে সুরক্ষাসামগ্রী (বাথিং সোপ-৭৫গ্রাম -৮টি, ডেটল-২লিটার, ওয়াশিং পাউডার-২ কেজি, রিইউজবেল মার্কস-১২টি) ও সুরক্ষাসামগ্রী (বাথিং সোপ-৭৫গ্রাম -৮টি, ডেটল-

২লিটার, ওয়াশিং পাউডার-২ কেজি, রিইউজবেল মার্কস-১২টি) ও ডিগনিটিকিট ও ছোট বাচ্চাদেরজন্য কাপড় কেনার জন্য এমএমটি (মোবাইল মানি ট্রান্সফার)'র মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান, ২০ লিটারের বালতি ১টি, মগ ১টি, স্যানিটারি প্যাড-২ প্যাকেট, উইমেন্স আন্ডারওয়্যার ৪টি, শাড়ি ০২ টি, ম্যাক্সি ০২ টি, ওড়না ০২ টি এবং লুঙ্গি ০২টি) সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, জেলে কমিউনিটি, যৌন কর্মী ইত্যাদি

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. প্রাসঙ্গিক চেয়ারম্যানদের সাথে চকরিয়া উপজেলা কর্তৃপক্ষের সাথে একটি প্রকল্প সূচনা। সভাবহুমুখী নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে টাকা। 14,000/- 1300 HH's বিকাশের মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে টাকা। বিকাশের মাধ্যমে শিশুদের জন্য 2,500/- 1300 HH এর গরম কাপড়।

২. ১৩০০ এইচএইচ এর মধ্যে মর্য াদা এবং স্বাস্থ্যবিধি কিট বিতরণ করা হয়েছে

৩. নগদ সহায়তা এবং মর্য াদা এবং স্বাস্থ্যবিধি কিট সমর্থ নের PDM।

Inception মিটিং উপজেলা নির্ব াহী অফিসারের কার্য ালয়ে	সম্মানীত প্রধান নির্ব াহী ইপসা মাঠ পর্য ায়ে র্য ক্রম পরিদর্শ ন

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- সম্প্রদায়কে সম্পৃক্তকরণ : প্রকল্পটি শুরু থেকেই সম্প্রদায়ের লোকদের জড়িত করেছে। এটি ঝুঁকি কমাতে স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সম্প্রদায় আমাদের দুর্ব লতাযুক্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে, স্কিম সনাক্তকরণ, নির্ব াচন এবং মালিকানা তৈরি করতে সহায়তা করেছে।
- সুবিধাভোগী সমীক্ষা: বেসলাইন সমীক্ষা প্রকল্প দলকে বেসলাইন সমীক্ষার পদ্ধতি, কীভাবে সম্প্রদায়ের পরামর্শ সভা পরিচালনা করতে হয়, একটি কমিটি গঠন করতে হয়, প্রাথমিক সুবিধাভোগী তালিকা প্রস্তুত করে, KoBo অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে এবং ডেটা ইনপুট করতে সাহায্য করেছিল।
- মর্য াদা ও স্বাস্থ্যবিধি কিট বিতরণ: মর্য াদা ও স্বাস্থ্যবিধি কিট বিতরণে চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় অভিজাতদের সম্পৃক্তদ্বন্দ্ব নিরসন এবং মসৃণ বিতরণে সহায়তা করেছে।

৪. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ "Emergency NFIs and Cash Grant Supports to the Massive fire affected people in the Camps & Host Communities In Ukhia of Cox's Bazar

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ জুলাই ২০২১-৩১ সেপ্টেম্বর ২০২১।

দাতা সংস্থাঃ UMCOR

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া, কক্সবাজার।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ কোভিড-১৯ নিরাপত্তা, এনএফআই সামগ্রী, শিশুদের খেলনা সামগ্রী বিতরণ এবং প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী সহায়ক সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে অগ্নি-কান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা ।।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ অগ্নিকান্ডের ক্ষতিগ্রস্ত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও সংলগ্ন হোস্ট কমিউনিটি

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৫৬৯ টি পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয়েছে।

২. তোষক-বালিশ এবং মশারি প্রদানের ফলে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ৪২৫ রোহিঙ্গা পরিবারের সদস্যদের থাকার কষ্ট দূর হয়েছে।

৩. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের ফলে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁ কি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৪. ১৪৪ হোস্ট কমিউনিটি পরিবারের জন্য বহুমুখী নগদ অর্থ প্রদানের ফলে তারা যে আর্থি ককষ্ট ভোগ করছিল তা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে ।

৫. প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করার ফলে প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে পেরেছি।

ক্যাম্প ৮ ইস্ট এর ক্যাম্প ইন চার্জ জনাব মোঃ আহসান হাবীব এবং প্রকল্পের ফোকাল পার্স ন জনাব মোঃ হারুন এনএফআই সামগ্রী বিতরণ করছেন	কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার ইউএনও জনাব নিজাম উদ্দিন আহমেদ এর সাথে প্রকল্প সমাপ্তি মিটিং

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কীভাবে সুবিধাভোগী নির্ব চন করতে হয় তা শিখেছি।কম কর্মী এবং কম সময়ের মধ্যে অধিক লোকের কাছে কীভাবে NFI সামগ্রী সরবরাহ করতে হয় তা শিখেছি।
- সুবিধাভোগী, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন সংস্থার সরকারি-বেসরকারি কর্ম কর্তাদের সাথে প্রকল্প সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে কীভাবে যোগাযোগ করতে হয় তা শিখেছি।

৫. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ ইমারজেন্সি মাল্টি-সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স (EMRCRP)-চ্যাম্পিয়ন অব চেইঞ্জ (CoC) প্রজেক্ট ।

প্রকল্পের সময়কালঃ ১লা এপ্রিল'২০২১ ইং হইতে ৩১শে আগষ্ট'২০২২ ইং।

দাতা সংস্থাঃ ইউএনএফপিএ

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ উখিয়া উপজেলা,টেকনাফ উপজেলা,টেকনাফ উপজেলা ।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ রোহিঙ্গা ক্যাম্প এবং হোষ্ট কমিউনিটির কিশোর এবং অল্প বয়স্ক ছেলেরা তাদের জীবন ও শরীরের যে নিয়ন্ত্রন রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন বৈষম্য, জবরদস্তি বা সহিংসতার শিকার থেকে মুক্ত রাখতে পারবে এবং তাদের যৌনতা সম্পকে³ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ হোষ্ট কমিউনিটির কিশোর: ১৬০০ জন এবং রোহিঙ্গা কমিউনিটির এর কিশোর: ৮০০ জন। মোট: ২৪০০ জন। ইপসা- সিওসি প্রকল্পটি মুলত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও হোষ্ট কমিউনিটি জনগোষ্টি নিয়ে কাজ করছে।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. হোষ্ট কমিউনিটির কিশোর: ১৬০০ জন এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্প এর কিশোর: ৮০০ জন। মোট: ২৪০০ জনকে লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহ্যান্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধ ও অন্যান্ন বষয় নিয়ে সিওসি মডিউল অনুযায়ী ২২টি সেশন প্রদান করা হয়েছে।

২. লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহ্যান্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা রোধ এবং CoC মডিউল সুরক্ষা ও সেশন ডেলিভেরিতে সহায়তা করার জন্য সিওসি ফ্যাসিলিটেটর ও সিবিসিপি অফিসার সহ মোট ২২ জনকে ৩ দিনের ১ বার প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৩. ASRHR পরিসেবাগুলো উন্নত করার জন্য হোষ্ট কমিউনিটির ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ কমিটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সদস্যদের নিয়ে দ্বি-মাসিক সভা করা হয়েছে মোট: ৬টি।
৪. GBV এবং ASRHR প্রচারে চ্যালেঞ্জ, শিক্ষা ও সুপারিশ গুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য কিশোর ক্লাব এবং কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে মোট ৬টি কম3 এলাকায় ৬টি মিটিং করা হয়েছে।
৫. হোষ্ট কমিউনিটি ও রোহিঙ্গা ক্যাম্প এর স্বভাব নেতা, ধর্মীয়নেতা, মহিলা নেত্রী, এবং কমিউনিটির গুরুত্বপূণ3 ব্যাক্তিবগে3র সাথে GBV এবং ASRHR পরিসেবা বিষয়ক মোট ৬টি মিটিং করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মাইক্রো গার্ডে নিং কিট বিতরণ	GBV রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- লাইফ স্কিল ও লাইফ এনহ্যান্সমেন্ট স্কিল ও লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা রোধ, মাদক ও মানব পাচারের ভয়াবাহতা হতে শিশু ও কিশোরদের রক্ষা করার জন্য সিওসি সেশন গুলো বিশেষ ভুমিকা রাখে ।
- যে সকল শিশু ও কিশোর সিওসি এর সকল সেশন পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটা ভাল পরিবত3ন পাওয়া গেছে। যদি আমরা আমাদের শিশু ও কিশোরদের নিয়মিত ভাবে সেশনে উপস্থিত করতে পারি তাহলে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।
- নিয়মিত UH&FWC মিটিং করার ফলে কিশোর ও কিশোরীদের সেবার মান উন্নত করেছে এবং স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্টান গুলোর সহযোগিতা ও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করতে অনেক সহায়তা করেছে এবং SRHR এর অধিকার ও কমিউনিটির কোথায় সেবা পাওয়া যায় তা কিশোর ও কিশোরী গন জানতে পেরেছে।

৬. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Food Distribution Project 2021 for Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) Shifted to Bhasan Char under Noakhali District of Bangladesh

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৫ জুন ২০২১– ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ।
দাতা সংস্থাঃ মুসলিম এইড ইউকে বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ভাসানচর ক্যাম্প,হাতিয়া, নোয়াখালী
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
এফডিএমএনদের মাঝে খাবার দিয়ে তাদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণ করাসহ পুষ্টিচাহিদা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. ইপসা প্রজেক্ট ষ্টাফদের জন্য একটি প্রকল্প ওরিয়েন্টেশন ।
২. অবহিতকরণ সভা সম্পন্ন।

৩. ইপসা ১১১১ এফডিএমএন পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রি ৫ মাস বিতরণ করে। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর ২০২১।
৪. ইপসা ১৪.১২.২০২১ইং তারিখে একটি প্রকল্প সমাপনি সভা সিআইসি কনফারেন্স রুমে আয়োজন করে।

ভাসানচরে এফডিএমএন পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ,	ভাসানচরে সিআইসি অফিসের সাথে প্রজেক্ট এক্সিট মিটিং

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- ক্লাস্টার ভিত্তিক খাবার বিতরণ করা।
- পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্য বন্টন করা।
- এআরআরসি/সিআইসি কর্তৃক খাবার বন্টনের পূর্বে ফলোআপ মিটিং করা।

৭. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Food Distribution Project for Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN) in Bhasan Char, Noakhali District, Bangladesh-2022

প্রকল্পের সময়কালঃ ১ জানুয়ারী ২০২২– ৩০ জুন ২০২২ ।
দাতা সংস্থাঃ মুসলিম এইড ইউএসএ এবং মুসলিম এইড-ইউকে ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ভাসানচর ক্যাম্প,হাতিয়া, নোয়াখালী।
প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ
এফডিএমএনদের মাঝে খাবার দিয়ে তাদের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা পূরণ করাসহ পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ
১. ইপসা প্রজেক্ট ষ্টাফদের জন্য একটি প্রকল্প ওরিয়েন্টেশন (জেন্ডার ও চাইল্ড প্রটেকশন পলিচি) সফলভাবে আয়োজন। ১৯.০৭.২০২১ইং তারিখে মুসলিম এইড প্রকল্প ষ্টাফদের নিয়ে অনলাইনে আরেকটি ষ্টাফ ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন।
২. প্রকল্প অবহিতকরণ সভা সম্পন্ন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এআরআরআরসি মহোদয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআইসি মহোদয়।
৩. ইপসা ১১১১ এফডিএমএন পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রি ৫ মাস বিতরণ করে। আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর ২০২১।
৪. ইপসা প্রকল্প ষ্টাফদের নিয়ে পাঁচটি (০৫) ষ্টাফ সমন্বয়সভার আয়োজন করে। এতে ইপসা ও মুসলিম এইডের সিনিয়র অফিসিয়ালগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা	ভাসানচর FDMN পরিবারের মধ্যে খাদ্য বিতরণ,

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- ক্লাস্টার ভিত্তিক খাবার বিতরণ করা।
- পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্য বন্টন করা।
- এআরআরসি/সিআইসি কর্তৃক খাবার বন্টনের পূর্বে ফলোআপ মিটিং করা।

৮. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Bangladesh Qurbani Project 2022

প্রকল্পের সময়কালঃ ১৫ জুন ২০২২– ৩১ জুলাই ২০২২।

দাতা সংস্থাঃ মুসলিম এইড ইউএসএ এবং মুসলিম এইড-ইউকে।

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ভাসানচর ক্যাম্প,হাতিয়া, নোয়াখালী।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

এফডিএমএনদের মাঝে ১৭টি গরু কুরবানি দিয়ে তাদের মাঝে 2 কেজি করে গরুর মাংস বিতরণ করা।

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. ইপসা প্রজেক্ট ষ্টাফদের জন্য একটি প্রকল্প ওরিয়েন্টেশন সভা সম্পন্ন।

২. নির্ব াচিত এফডিএমএনদের মাঝে১৭টি গরু জবাই করে ৭৮২ পরিবারে ২ কেজি করে মাংস বিতরণ করা হয়।

কুরবানীর জন্য গরু বিতরণ, ভাসানচর	কোরবানীর মাংস প্রস্তুতকরণ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- ক্লাস্টার ভিত্তিক গরু বিতরণ করা।
- পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে মাংস বন্টন করা।
- এআরআরসি/সিআইসি কর্তৃক মাংস বন্টনের পূর্বে ও পরে ফলোআপ মিটিং করা।

৯. কর্ম সূচী/ প্রকল্পেরনাম/শিরোনামঃ Proyash-II (Building Urban Resilience in Dhaka and Chattogram)

প্রকল্পের সময়কালঃ জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ ।

দাতা সংস্থাঃ সেভ দ্যা চিলড্রেন

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ৪ নং চান্দঁগাও ওয়ার্ড ,৭ নং পশ্চিম ষোলশহর ওয়ার্ড ,৮ নং শোলকবহর ওয়ার্ড ,১৯ নং বাকলিয়া ওয়ার্ড , চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন , চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নগরের সুবিধাবঞ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ন এলাকায় বসবাসকারী জনসাধারণের দুর্যোগের প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস এবং সাড়া প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন আঘাত ও চাপের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন।
- প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠী: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কমিউনিটি এবং স্কুল শিশু, কর্মজীবি নারী, অভিভাবক, কেয়ারগিভার, যুব ভলানটিয়ার, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন, মিডিয়া এবং একাডেমিয়া

প্রকল্পের বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. প্রথম সাড়াদানকাড়ি হিসেবে আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের ভুমিকা : প্রয়াস প্রজেক্টের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১টি ওয়ার্ড থেকে১০০ জন আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ফায়ার সার্ভিসএবং সিভিল ডিফেন্স দ্বারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং সিলেটের বন্যা, ভূমিধস এবং অন্যান্য অগ্নিকান্ডের মতো জাতীয় জরুরি অবস্থাতে সাড়া দিয়েছে। তদুপরি, তারা সীতাকুন্ড ট্র্যাজেডির সময় প্রথম সাড়াদানকাড়ি হিসাবে কাজ করেছিল এবং শহরের স্টেকহোল্ডার এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করেছিল। তারা জরুরী ওষুধ বিতরণ করেন এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। শুলকবহরে অপর একটি অগ্নিকান্ডে তারা সফলভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। এছাড়াও আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারগণ স্থানীয় সরকার ও জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে চট্টগ্রামে ৫ লাখ ৩৫ হাজার মানুষের মধ্যে টিসিবি ত্রাণ বিতরণ করেছে। বর্ষাকালে প্রথম সাড়াদাতা হিসেবে কাজ করে পাহাড়ের কিনারা থেকে অসহায় মানুষদের উদ্ধার করতে এবং জলাবদ্ধতার সময় খাবার বিতরণ করে। এছাড়াও সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সহযোগিতায় তারা সক্রিয়ভাবে সরকারের গণ টিকাদান কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছে।

২. সফল স্টেকহোল্ডারঃ

৭ এবং ৮ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের যথার্থ দিক নির্দেশনায় নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে আরবান **কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের** সক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে অনুপ্রাণিত হয়ে, চসিক মেয়র প্রয়াস প্রকল্পের আওতায় নগরের ৪টি ওয়ার্ডে গঠিত আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার এর মত নগরের ৪১টি ওয়ার্ডে আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার(UCV) গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছেন:

১। চসিকের ৪১টি ওয়ার্ডে ১৫০৬ জন UCV ঘোষণা করা হয়েছে

২। মাসব্যাপী ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়া ক্রাশ প্রোগ্রামে ৪১টি ওয়ার্ডে সমস্ত UCV-কে নিযুক্ত করা হয়েছে

৩। চসিক ক্রাশ প্রোগ্রামের সময় স্বেচ্ছাসেবকদের পরিবহন ব্যয় হিসাবে ১০০০০ টাকা বরাদ্দ করেছে

ঈদের দিন বিকেল ৫টার মধ্যে কোরবানির বর্জ্য পরিষ্কার করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেন ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সিসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মোঃ মোবারক আলী। এই অর্জনের জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীর কাছে ভূয়সী প্রশংসা পান।

৩. ভূমিধস থেকে জীবন রক্ষা করে আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারগণঃ

ইপসা নিয়মিতভাবে জেলা প্রশাসন হিল ম্যানেজমেন্ট মিটিংয়ে অংশ নেয় এবং ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ভূমিধসের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সম্পর্কে প্রশাসনকে অবহিত করে। পরিস্থিতি জানার পর কর্তৃপক্ষ মিয়ার পাহাড় (৭ নম্বর ওয়ার্ড) ঝুঁকিতে বসবাসকারী লোকদের সচেতন করার জন্য কে আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের দায়িত্ব দেয়। জুলাই মাসে, ভারী বর্ষার সময় ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারগণ স্থানীয় সরকার ও জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ভূমিধসের ঝুঁকিতে থাকা ১১০টি পরিবারকে উদ্ধার করে। পরে ৪৩ জন স্বেচ্ছাসেবককে জেলা প্রশাসন তাদের অবদানের জন্য স্বীকৃতি দেয়।

৪. কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন অবদানের জন্য আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের ডিসি অফিসের ফ্রন্টলাইন ফাইটার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছেঃ

২০২০ সালে করোনা মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে প্রথম সাড়াদানকারী হিসাবে অবদান রাখছে। তারা সামাজিক দূরত্ব, খাদ্য সহায়তা বিতরণ, গণ টিকাদান কর্ম সূচিতে সহায়তা, করোনা আক্রান্তদের অক্সিজেন সিলিন্ডারের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান এবং করোনা মহামারীতে **মৃতদের** দাফনে সহায়তা করে। ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা হিসেবে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তারা জেলা প্রসাশন থেকে ক্রেস্ট ও সার্টি ফিকেট পেয়েছেন।

কোভিড প্রতিরোধে ভূমিকা রাখায় নগর স্বেচ্ছাসেবকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন	সিটি মেয়র নগর স্বেচ্ছাসেবক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং ইউনিফর্ম ও আইডি কার্ড বিতরণ করেন।

মূল শিক্ষনীয় বিষয়:

- প্রকল্প কার্জক্রমের দরুন দৃষ্টান্তমূলক ফলাফল অর্জনে সক্ষম হলে প্রশাসনিক স্তরে প্রকল্প কার্য কলাপেরপ্রতিলিপি করা সম্ভব।
- ভিডিওগ্রাফির প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কার্য কলাপের জন্য আরও সামগ্রী বিকাশে সহায়তা করবে
- কার্য ক্রম ফলপ্রসূ করার জন্যWDMC-এর জন্য পর্য ায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা উচিত।
- প্রচারাভিযানের ভিন্ন পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষ ণ করতে সাহায্য করে, যেমন UCV প্রচারণার সময় মাসকট ব্যবহার। বিপ্লব উদ্যান ও বিবিরহাট হাটে মানুষ ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে
- WDMC সদস্যদের সাথে নিয়মিত মিটিং করে ফলপ্রসূ কার্য ক্রম হাতে নিলে ঝুঁ কি হ্রাস কর্ম পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্ভব
- তরুণরা জলবায়ু পরিবর্তনে সচেতনতা সৃষ্টিতে CRB-তে একত্রিত হয়েছিল যা এই বিষয়ে অন্যান্য তরুণদের মাঝেও প্রকৃত অর্থে সাড়া জাগাতে পেরেছিল। তাদের অনেকেই তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মতামত শেয়ার করেছেন যা সকলের জানার প্রয়োজন ছিল
- CBO গোষ্ঠীগুলির জন্য নতুন প্রোগ্রাম যেমন মহিলা দলের জন্য DRR কর্ম শালা তাদের অনুপ্রেণা বাড়াতে খুব কার্য কর ছিল
- শিশু এবং যুব দল ইনডোর থেকে আউটডোর প্রোগ্রাম উপভোগ করেছে এবং আরও কার্য করভাবে শিখেছে।

লিংক অরগানাইজেশন সমূহ

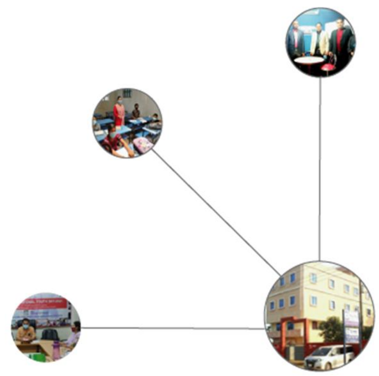

লিংক অরগানাইজেশনসমূহ:

ক্রম নং	ইপসা-লিংক অরগানাইজেশন এর কার্য ক্রম সমূঃ
০১	ইপসা-আইআরসিডি
০২	রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২
০৩	ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি
০৪	ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ (০৩টি আবাসিক)
০৫	রেডিও দ্বীপ (ইন্টারনেট রেডিও)
০৬	সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইপসা-সিওয়াইডি)

১. ইপসা- আইআরসিডি

২০০৫ সালে ইপসা প্রতিষ্ঠা করে ইনফরমেশন, কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি রিসোর্স সেন্টার অন ডিজেবেলিটি (আইআরসিডি)। এই লিংক অরগানাইজেশনটির মিশন হল তথ্য-প্রযুক্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিগম্যতা তৈরী করা ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। । বর্তমানে, ইপসা আইআরসিডি নিম্মোক্ত কর্মসূচী/প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়িত করছে, সেই সমস্ত কর্মসূচীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মে আলোচনা করা হল;

কর্মসূচী/ প্রকল্পের নাম/শিরোনামঃ

- কোভিড ১৯ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবন্ধী মহিলাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার প্রচার করা।
- SRHR সেক্টরে অক্ষমতা অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা প্রচারের জন্য চেকলিস্ট।
- অ্যাক্সেসযোগ্য পাঠ্য বই তৈরীতে নিয়মিত কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কিশোর-কিশোরী, যুব ও প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠি।

কর্মসূচীর বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১ . কোভিড-১৯ আক্রান্ত প্রতিবন্ধী নারীদের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করতে সক্ষম হয়েছে।
২ . প্রতিবন্ধী মহিলাদের সুনির্দি ষ্টউদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও সুবিধা প্রদান করে ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের অধিকার সমন্ধে প্রচার করা।
৩. চেকলিস্টটি সহজেই বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে এবং আগ্রহী পক্ষের জন্য গাইড নথি হিসাবে কাজ করছে।
৪. অক্ষমতা- অর্ন্তভূক্ত অ্যাক্সেসযোগ্য এসআরএইচআর ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে এবং সাধারণ অনুশীলনগুলি দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারদের প্রভাবিত করছে।
৫. অ্যাক্সেসযোগ্য পাঠ্য বই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জ্ঞান দক্ষতা ও শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

২. রেডিও সাগর গিরি এফ এম ৯৯.২

প্রকল্পের সময়কাল: চলমান

দাতা সংস্থাঃ উদোক্তা সংস্থা ইপসা ,পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউডেশন, বিএনএন আরসি,গনস্বাক্ষরতা অভিযান, জন্স হপকিংস ইউনিভার্সি টি, ব্র্যাক, বিসিআরএ,ইউনেসেফ বাংলাদেশ,ইউএসএইড, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশান

প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ সীতাকুন্ড,মিরসরাই ,সন্ধীপ, চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্যঃ

গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।
- স্থানীয় পর্য ায়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রম গ্রহনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র অর্থ ায়নের কার্য করিতা ও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্ত নের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
- সম্প্রচার এলকার সার্বি ক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
- সৃজনশীল কর্ম দ্যোগকে স্হায়তা করা।

কর্ম সূচীর বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. সমম্প্রচার এলাকার প্রায় ৫ লক্ষ লোক কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার, পরিবেশ, ২. আবহাওয়া, দূর্যে াগ ব্যবস্থাপনা , ক্ষুদ্র ঋণ এবং উন্নয়ন কার্য ক্রম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে।

৩. ২ লক্ষ জন কৃষক কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল তথ্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।

৪. সমুদ্র উপকূলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হচ্ছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যে াগজনিত সতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যে াগ ব্যবস্থাপনা,দূর্যে াগের ঝুঁ কি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং দূর্যে াগকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৬. ১ লক্ষ শিশু কিশোর ও ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান শুনতে পারছে এবং এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্ম কান্ডে স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্তা বাড়ছে।

৭. সার, বীজ, কীটনাশক সহ স্থানীয় পর্য ায়ে উৎপাদিত কৃষি পন্য ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে উৎপাদনকারীরা সহজেই জানতে পারছে।

কমিউনিটি সংলাপ	কমিউনিটি সংলাপ

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- *এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যে াগজনিতসতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যে াগব্যবস্থাপনা,দূর্যে াগেরঝুঁ কি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং দূর্যে াগকালেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারা।

- বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মকর্ম সংস্থানেরলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্ম কান্ডেসম্পৃক্ত হছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। যে কোন দূর্যোগযেমন কোভিড ১৯ এর সময় মানুষের জরুলি প্রয়োজনে তাদেরকে যথাসময়ে তাদেরকে সঠিক তথ্য পৌছে দেওয়া

০৩. ইপসা ডেভেলপম্যান্ট রির্সোস সেন্টার-ডিআরসি

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান।
দাতা সংস্থাঃ ইপসা।
প্রকল্পের কর্ম এলাকাঃ ইপসা প্রধান কার্যালয়
প্রকল্পের লক্ষ্যঃ নিজ নিজ কর্ম ক্ষেত্রে কাজের পাশাপাশি নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আত্মনিয়ন্ত্রনের জন্য ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নানামুখি আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মীদের মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও বিকাশ ঘটাবে।
প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ ইপসা'র উন্নয়ন র্কমীদের পাশাপাশি চট্টগ্রামে কর্মরত অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়নকর্মীগন।
কর্ম সূচীর বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন কর্ম সূচী বাস্তবায়ন করা।
২. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্ম সূচি আয়োজন করা, বিভিন্ন দিবসে ধারনা পত্র তৈরী করা।
৩. ডিআরসি সজ্জিতকরন ও নিয়মিত মান উন্নয়ন।
৪. বঙ্গাবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা
৫. ফেসবুক আইডি ডিআরসি আইডি'র একটি বইয়ের প্রচ্ছদ প্রচার করেছে ১ মাস যাবত। বইটির নাম ছিল শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ। বইটি মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরী সম্পাদিত। বইটি বঙ্গাবন্ধুর হত্যার পর প্রথম চট্টগ্রামের কবি, লেখক, সাহিত্যিকগনের তীব্র প্রতিবাদে বইটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। জেলা প্রশাসক অফিস ,চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড পাবিলিক লাইব্রেরী ও বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনগুলোকে বই অনুদান প্রদান করা।

	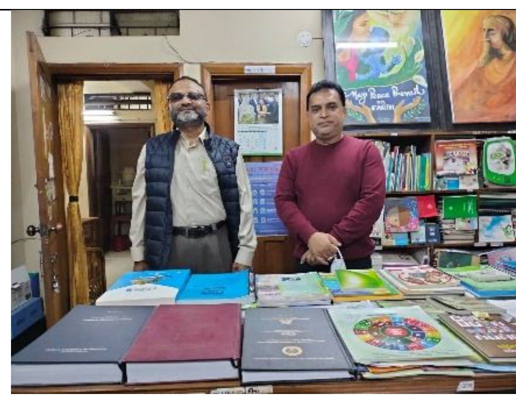
জনাব মনীশ কুমার আগরওয়াল, কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি, আইআরসি(IRC) পরিদর্শনকরেছেন, ইপসা ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার	ডিআরসি'র কার্য ক্রম পরিদর্শন করেন বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ খান

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- অনেকের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে।
- ডিআরসি'র কাজের মানন্নোয়ন হয়েছে। ডিআরসি' কার্য ক্রম পরিদর্শন করেআলোঘর' প্রকাশনা থেকে পুনরায় বই অনুদান প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন লেখকগন এই ডিআরসি ভিজিট পরবর্তী তাদের বই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উপহার হিসেবে প্রদান করে থাকেন।

৪. ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সমূহ (০৩টি আবাসিক)

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান।

দাতা সংস্থা: নিজস্ব তহবিল।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা: কাউখালি-রাঙ্গামাটি, রামু-কক্সবাজার, সীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ইপসার নিজস্ব স্থাপনা ও অবস্থান নিশ্চিত করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।
- সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন কার্য ক্রমপরিচালনায় সহায়তা করা।
- বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আন্ত-সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করা।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির (যুব, নারী, প্রতিবন্ধি) দক্ষতা বৃদ্ধিম সক্ষমতা আনয়ন।
- সমাজের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে এটি সামাজিক গবেষণাগার হিসেবে কাজ করা।

প্রকল্পের/কর্ম সূচীর অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ নারী, শিশু, যুব, প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি

প্রকল্পের/কর্ম সূচীর মূল বিশেষ অর্জনসমূহঃ

১. সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
২. বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহযোগিতা।
৩. বিভিন্ন পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মিক্ষার্থীদের ফিল্ড পরির্দ শনেরসহযোগিতা।
৪. উন্নত পরিবেশে শিক্ষার্থীদের/উন্নয়ন গবেষক এর জন্য আবাসন এর ব্যবস্থা ।
৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির আর্থি কসক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-সীতাকুন্ড	এইচআরডিসি ক্যাম্পাস-রামু কক্সবাজার

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- স্থানীয় পর্য ায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ভাগ্য উন্নয়ন সহজে সম্ভব
- গুনগত সেবার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার সাথে কার্য ক্রর সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব
- স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

৫. রেডিও দ্বীপ (ইন্টারনেট রেডিও)
প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান।
দাতা সংস্থাঃ ইপসা ।
কর্ম এলাকাঃ সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম।
প্রকল্পের/কর্ম সূচীর লক্ষ্যঃ গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সেবা পৌছে দেওয়ার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা। রেডিও সম্প্রচারে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী সেবাসমূহে স্থানীয় জনগনের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা ।
- স্থানীয় পর্য ায়েআয়বৃদ্ধিমূলক কার্য ক্রমগ্রহনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানসৃষ্টির জন্য ইতিবাচক মনোভাব ও সহায়ক পরিবেশ তৈরী করা।
- স্থানীয় কৃষি, লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বিকাশের সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র অর্থ ায়নেরকার্য করিতাও ইতিবাচক দিক এবং ঋনের সুষ্ঠ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের সচেতনতা সৃষ্টি ও জনসক্ষেমতা তৈরীতে সহায়তা করা।
- সম্প্রচার এলকার সার্বি ক সমন্বিত উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করা।
- সৃজনশীল কর্ম দ্যোগকে সহায়তা করা।
- ক্ষুদ্র নৃ জনগোষ্ঠী মান উন্নয়নে কাজ করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ কৃষক, শ্রমিক, ধনী, দরিদ্র, পেশাজীবি, মৎস্যজীবি, আদিবাসী নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোর সহ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার ঝুঁ কিপূর্ণজনগোষ্ঠী।

প্রকল্পের মূল অর্জনসমূহঃ
১. সমুদ্র উপকুলের মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারে জেলেদের মাঝে স্থানীয় ভাষায় সতর্ক সংকেত পাঠানো হচ্ছে এবং উপকুলীয় জেলেরা আত্মরক্ষার জন্য যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
২. এলাকার জনগন যথাসময়ে নিজস্ব ভাষায় দূর্যে াগজনিতসতর্ক সংকেত পাচ্ছে এবং বুঝতে পারছে দূর্যে াগব্যবস্থাপনা,দূর্যে াগের ঝুঁ কি হ্রাস সম্পর্কে সচেতন হছে এবং দূর্যে াগকালেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
৩. বেকার যুবরা প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছে এবং আত্মরক্ষার কর্ম সংস্থানেরলক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্ম কান্ডে সম্পৃক্ত হচ্ছে যা দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে।
৪. জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁ কি মোকাবেলা ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণে যুবদের অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন অনলাইন ভিত্তিক (ফেসবুক) অনুষ্ঠান আয়োজন।

রেডিও দ্বীপ এর কার্য ক্রম পরিদর্শন	রেডিও দ্বীপ এর কার্য ক্রম এর প্রচারণ

৬. সেন্টার ফর ইয়ুথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ইপসা-সিওয়াইডি)

প্রকল্পের সময়কালঃ চলমান

দাতা সংস্থাঃ ইপসা

কর্ম এলাকাঃ ইপসা'র কর্ম এলাকা৷

প্রকল্পের/কর্ম সূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

দক্ষতা ও নের্তৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে যুবদের ব্যক্তিক উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণের ক্ষেত্র তৈরী করা। স্থানীয় উন্নয়নে যুবদের সম্পৃক্ত করা ও নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।

প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী/ লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠি, নারী, আদিবাসী, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি ও বিশেষ জনগোষ্ঠি।

প্রকল্পের/কর্ম সূচীর মূল অর্জনসমূহঃ

১. সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সমন্বয় সাধন।

২. দিবস পালন ও ইস্যু ভিত্তিক কর্ম সূচিআয়োজন।

৩. আন্তর্জাতিক ও জাতীয় যুব দিবস' ২০২২ উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, বৃক্ষ রোপন, কুইজ, আলোচনা সভার আয়োজন করে। ৬০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।

৪. আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক দিবস উপলক্ষে ইপসা র‍্যালী, আলোচনা সভা ও ব্লাড গ্রুপিং এর আয়োজন করে। ৫০০ মত যুব এই দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এবং দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা করে।

৫. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন। এই প্রোগ্রামে যুব নেতারা অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় করনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন।

৬. এসডিজি ইয়ুথ সামিট আয়োজন করা হয়, যেখানে ১৫ টির অধিক দেশ থেকে যুব নেতারা অংশগ্রহণ করেন।

৭. দেশের প্রান্তিক যুবদের একটি প্লাটফর্মে আনয়েনে প্রো-ইয়ুথ নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুবদের সংগঠিত করা হবে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২২ উপলক্ষে কুইজ আয়োজন	এসডিজি ইয়ুথ সামিট

মূল শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

- যুবদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুযোগ দিলে ওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ও সম্মানবোধ অনুভব করে।
- অনেক যুব অনেক দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আগ্রহী। তাদের দক্ষতাকে বিকাশ করতে হবে এবং পিছিয়ে পরা যুবগোষ্ঠিকে সমান সুযোগ করে দিতে হবে।
- মহামারীর সময়ে নিজের নিরাপত্তা বজায় রেখে অনলাইনে অনেক সাংগঠনিক কাজ করা যেতে পারে।
- যুব স্বেচ্ছাসেবকদের স্বেচ্ছাসেবী কাজগুলোর স্বীকারপেলে তারা আরও ভালো কাজে করবে ও বেশি করে সম্পৃক্ত হবে।
- প্রান্তিক যুব জনগোষ্ঠিরকে একটি নেটওযার্কের আওতায় আনাগেলে, সামগ্রিক যুব উন্নয়ন কাজে সহজতর হবে।

ইপসার ভবিষ্যত পরিকল্পনা

ইপসা স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই ২০২১ থেকে ৫ বছর মেয়াদী ৫ম কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করে আসছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ইপসা জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্তআগামী ছয় বছর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানবাধিকার ও সুশাসন, অর্থ নৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগেরঝুঁকি হ্রাস এবং মানবিক সহায়তা বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করবে। এ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত শিখন অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায়ের চাহিদা বর্তমান পরিস্থিতি, ইপসার সক্ষমতা এবং সর্বোপরি ৫ম কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে আগামী বছরগুলোতে চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশিনিম্নলিখিত বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

- সেফগাডিংকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীক্ষিন।
- ইপসার উন্নয়ন কর্মকান্ডেপ্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করা।
- জনগোষ্ঠীর ধরন, বয়স এবং চাহিদা নিরিখে পৃথক কার্যক্রমগ্রহণ করা যেমন: বয়স্ক জনগোষ্ঠী, যুব সম্প্রদায়, শিশু এবং কিশোর কিশোরী।
- কক্সবাজারের অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক এবং আশ্রয়প্রদাণকারী (স্থানীয়) জনগোষ্ঠীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদীউদ্যোগ গ্রহণ।
- ইপসার কর্ম এলাকাকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিন্যাস্ত করে কার্যক্রমবাস্তবায়ন। কুমিল্লাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ বলয় তৈরী করা।
- সীতাকুন্ড- ও মীরসরাই উপজেলায় কমিউনিটি ভিত্তিক ইকোটুরিজম প্রকল্পকে বিস্তার করা ।
- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, মীরসরাই উপজেলা ও ফেনীর সোনাগাজী উপজেলা'র অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর কে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রকল্প গ্রহন।
- চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্টকার্যক্রমগ্রহণ।
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নয়ন কর্মকান্ডেআরো শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে একটি পৃথক আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইউনিট চালু করা।
- সচেতনতা, এডভোকেসী এবং তথ্য প্রবাহকে আরো বেগবান করতে সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আরো কার্যকরভাবে ব্যবহার করা।
- ইপসা পরিচালিত কমিউনিটি রেডিও "সাগর গিরি" ইন্টারনেট "রেডিও দ্বীপ" এর কার্যক্রম পরিধি এবং ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করা।
- কমিউিনিটি পর্যায়েআইপি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর উদ্যোগ গ্রহণ ।
- কারিগরী শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে চালুকরণ ও যুগ উপযোগী ট্রেড চালুকরণ।
- শিক্ষা ও গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে নলেজ ভিত্তিক কেন্দ্র স্থাপন করা। যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা।
- ই-কমিউনিকেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিগ ডাটা বিষয়গুলো প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং এই বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন করা।
- সংক্রামন রোগ এর বিস্তার প্রতিরোধে কর্মীদের স্বাস্থ্য সর্তকতা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়গুলো সব প্রকল্প/কর্মসূচীতেঅগ্রাধিকার দেওয়া।